islamibookbd.wordpress.com

سلسلة إيضاح مفاهيم سنة النبوية (٥)

حول الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف

بقلم

السيد محمد بن السيد علوى المالكى الحسنى

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে মৌলুদ শরীফের মাহফিল ও ক্বিয়াম

পবিত্র কুরআন
ও
হাদীসের আলোকে

মৌলুদ শরীফের মাহফিল ও ক্বিয়াম

আল্লামাহ আসসাইয়্যিদ মুহাম্মাদ ইবনু আসসাইয়্যিদ
আলাভী আলমালিকী আলহাসানী

ছারছীনা লাইব্রেরী
৬, শরীফদাস রোড বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোনাফোন : ০১৭৩৩-৫৯৩৬১১

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে

মৌলুদ শরীফের মাহফিল ও ক্বিয়াম

মূল গ্রন্থ প্রণেতা ঃ
মক্কা শরীফের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ
আল্লামাহ আসসাইয়্যিদ মুহাম্মাদ ইবনু
আসসাইয়্যিদ আলাভী আলমালিকী আলহাসানী
(মাদ্দা যিল্লুহুল আ'লী)

অনুবাদক ঃ
মাওলানা মোহাম্মদ মোরশেদ আলম হাতিয়ুভী
এম, এম,
ঢাকা গভর্ণমেন্ট আলিয়া মাদরাসাহ

প্রাপ্তিস্থান ঃ
ছারছীনা লাইব্রেরী
৬, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল ঃ ০১৯৭৩-৪৯৩৩১১

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

بسم الله الرحمن الرحيم

আরো বই পেতে ভিজিট করুনঃ

islamibookbd.wordpress.com

বাংলাদেশ আন্‌জুমানে আশেকানে মোস্তফা (দঃ)

Like us @FB.Com/BangladeshAnjumaneAshekaneMostofa

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

প্রকাশক ঃ

ছারছীনা লাইব্রেরী
৬, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল ঃ ০১৯৭৩-৪৯৩৩১১

অনুবাদক কর্তৃক সর্ব স্বত্ব সংরক্ষিত

কম্পোজ ঃ অলিম্পিক কম্পিউটার
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা- ১১০০০

মুদ্রণ ঃ হাওলাদার প্রিন্টার্স
প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

হাদিয়া ঃ ১৪০.০০ টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

বিষয় ঃ	পৃষ্ঠা
অনুবাদকের কথা	৫
গ্রন্থকার পরিচিতি	১৪
অভিমত	১৫
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	১৬
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৌলুদ শরীফের	১৭
মাহফিল করা কি ওয়াজিব?	২০
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মদিবস কে সর্ব প্রথম পালন করিয়াছেন ?	২৬
আল্লামা হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ)-এর অভিমত	২৭
আল্লামা হাফেজ জালালুদ্দীন সূয়ূতী (রহঃ)-এর অভিমত	২৮
আল্লামা হাফেজ শামসুদ্দীন আলজাযরী (রহঃ)-এর অভিমত	২৯
আল্লামা হাফেজ শামসুদ্দীন ইবনু নাসিরুদ্দীন দামেশকী (রহঃ)-এর অভিমত	৩০
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মদিবস পালনে আমাদের কি রোযা রাখা শর্ত?	৩১
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৌলুদ শরীফ পালন করা জায়েয হওয়া সম্পর্কে দলীলসমূহ	৩৩
প্রথম দলীল	৩৩
দ্বিতীয় দলীল	৩৫
তৃতীয় দলীল	৩৫
চতুর্থ দলীল	৩৭
পঞ্চম দলীল	৩৭
ষষ্ঠ দলীল	৩৮
সপ্তম দলীল	৩৮
অষ্টম দলীল	৩৯
নবম দলীল	৪১
দশম দলীল	৪১
একাদশ দলীল	৪৩
দ্বাদশ দলীল	৪৩
ত্রয়োদশতম দলীল	৪৩
চতুর্দশতম দলীল	৪৪
পঞ্চদশতম দলীল	৪৫
ষোড়শতম দলীল	৪৬
সপ্তদশতম দলীল	৪৭
অষ্টাদশতম দলীল	৪৭
উনবিংশতম দলীল	৪৭
বিংশতম দলীল	৪৮
একবিংশতম দলীল	৪৯
মৌলুদ শরীফ সম্পর্কে শাইখ ইবনু তাইমিয়াহর অভিমত	৪৯
আমার দৃষ্টিতে মৌলুদ শরীফের অর্থ	৫১

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

বিষয় ঃ	পৃষ্ঠা
মৌলুদ শরীফের ক্বিয়াম	৫২
মৌলুদ শরীফের ক্বিয়াম মুস্তাহসান হওয়া সম্পর্কে আলেমগণের অভিমত এবং তাহার দলীলসমূহের বয়ান	৫৪
ক্বিয়াম মুস্তাহসান হওয়ার দলীলসমূহ	৫৪
প্রথম দলীল	৫৪
দ্বিতীয় দলীল	৫৫
তৃতীয় দলীল	৫৫
চতুর্থ দলীল	৫৫
পঞ্চম দলীল	৫৬
মৌলুদ নুবুভী শরীফের বেদআতসমূহ	৫৬
মৌলুদ শরীফ ও ঘৃণিত মন্দ দিকসমূহ	৫৯
ভুল সন্দেহ ও তাহার জবাব	৬১
আল্লামা হাফেয ইবনু কাসীরের উপর মিথ্যা অপবাদ ও তাহার কথার পরিবর্তন	৬৩
মৌলুদ শরীফের মাহফিল সম্পর্কে সৎপথ প্রদর্শক আলেমগণের অভিমত	৬৫
১। শরয়ী দলীল বিশারদদের ইমাম হাফেয আল্লামাহ সুয়ূত্বী (রহঃ) এর অভিমত	৬৫
২। শাইখ ইমাম ইবনু তাইমিয়া এর অভিমত	৬৬
৩। শাইখুল ইসলাম হাদীস ব্যাখ্যাকারগণের ইমাম হাফেয ইবনু হাজার আলআসক্বালানী (রহঃ) এর অভিমত	৬৭
মৌলুদ শরীফের বিরুদ্ধ বাদীদের অভিযোগ	৭০
অভিযোগের জবাব	৭০
কোন কোন লোকের কথার ভ্রান্তি খণ্ডন	৭৩
হযরত সুওয়াইবাহ (রাঃ)-এর মুক্তির কাহিনী	৮০
পূর্বোক্ত আলোচনার সার সংক্ষেপ	৮৪
মুরসাল হাদীসের উপর আমল করা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা	৯০
আললুবাব গ্রন্থকার বলেন	৯১
পরিশিষ্ট	৯৩
মৌলুদ শরীফ সম্পর্কে রচিত কয়েক খানা প্রসিদ্ধ কিতাবের বয়ান	৯৩
পরিশিষ্ট	১০২
অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত	১০২
ফাযায়েলে দুরূদ শরীফ	১০২
মৌলুদ শরীফ পাঠ করার নিয়ম	১০৭
ছোট মাহফিলে মৌলুদ শরীফ পাঠের নিয়ম	১০৯
১নং আরবী তাওয়াল্লাদ শরীফ	১১১
২নং তাওয়াল্লাদ শরীফ	১১৩
৩নং ক্বাছীদাহ তাওয়াল্লাদ শরীফ	১১৬
৪নং আরবী তাওয়াল্লাদ শরীফ	১১৮
দুরূদ শরী	১২০
আরবী ক্বিয়াম	১২০
বাংলা ক্বিয়াম	১২৫

অনুবাদকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ رَسُوْلِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَرَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهِ الطَّاهِرِيْنَ وَاَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ -

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি সমগ্র সৃষ্টির পালনকর্তা,

দুরূদ ও সালাম আমাদের নেতা ও সকল রাসূলের নেতা, সমগ্র সৃষ্টির পালনকর্তার রাসূল, সমগ্র সৃষ্টির জন্য রহমত হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর, তাঁহার পবিত্র বংশধরগণের উপর, তাঁহার স্ত্রীগণের উপর যাঁহারা মুমিনগণের মাতা এবং তাঁহার সকল সাহাবীগণের উপর।

আমি অধম অনুবাদক যখন শৈশবে মাদরাসাহর (বর্তমানের) দাখিল অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করি তখন উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম, সিপাহী বিপ্লবের অগ্রনায়ক শাহপুরুষ মুফতী ইনায়াত আহমদ সাহেব রচিত "তাওয়ারীখে হাবীবে ইলাহ" নামক কিতাব খানা অধ্যায়ন করার সৌভাগ্য লাভ হয়। সেই সময় ক্বাওমী ও সরকারী প্রত্যেক মাদরাসাহই ঐ কিতাব খানা পাঠ্যভুক্ত ছিল। কিতাব খানার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি ১৮৫৭ ইংরেজী সনের সিপাহী বিপ্লবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার কারণে বৃটিশ সরকার তাঁহাকে আন্দামান দ্বীপ পুঞ্জে নির্বাসনের শাস্তি প্রদান করে। তিনি আন্দামানের পোর্ট বিলিয়ারে অবস্থানকালে ন্যাটো নিযুক্ত ডাক্তার হাকীম আমীর খানের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় এই কিতাবখানা রচনা করেন। এই কিতাবখানা রচনার সময় ইহার সহযোগীতার জন্য কোন কিতাবপত্রই তাঁহার নিকট ছিল না। তিনি তাঁহার নিজের স্মৃতি হইতেই কিতাবখানা রচনা করেন। আল্লাহ তাআলার অপার কৃপায় তাঁহার হাবীবের জীবনী গ্রন্থ রচনার উসীলায় এইখানা রচনা শেষের সাথে সাথেই তাঁহার যাবজ্জীবন কারাদন্ড মওকুফ হইয়া

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

তিনি মুক্তি লাভ করেন। তিনি দেশে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থ ও সিহাহ সিত্তাহর হাদীস গ্রন্থসমূহের সহিত মিলাইয়া দেখিতে পান যে, কিতাব খানা স্মৃতি হইতে লেখা হইলেও কিতাবের সহিত হুবহু মিল আছে। ইহার অরো একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এই কিতাব খানার যুদ্ধ-বিগ্রহ অধ্যায় পাঠ করিলে বুখারী শরীফের কঠিনতম কিতাবুল মাগাযী অর্থাৎ যুদ্ধ বিগ্রহ অধ্যায় আয়ত্ত্ব করা সহজ হয়।

উক্ত কিতাবের গ্রন্থকার মুফতী ইনায়াত আহমদ সাহেব তাঁহার কিতাবের সূচনাতে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, "আরব অনারব সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ১২ই রবিউল আউয়াল খুব ধূম-ধামের সহিত রাসূলুল্লাহর জন্মদিবস হিসাবে পালিত হয়। এই তারিখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম বৃত্তান্ত ও জীবন চরিত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তাঁহার উপর অধিক পরিমাণে দুরূদ শরিফ পাঠ করা হয়, আপ্যায়ন হিসাবে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় অথবা মিষ্টি বিতরণ করা হয়। এই সকল কাজ তো বড় বরকতের কাজ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহিত অধিক ভালবাসার নিদর্শন। মদীনা শরীফে এই মাহফিল মসজিদে নবুবীতে অনুষ্ঠিত হয় । এবং মক্কা শরীফে হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভূমিষ্ঠ হওয়ার স্থান 'মাওলাদ শরীফে' অনুষ্ঠিত হয়।"

ভারতীয় উপমহাদেশের বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ ও এতদ্দেশীয় সকল মুহাদ্দিসগণের উস্তাদ শ্রেণীভুক্ত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলুভী (রহঃ) নিজ রচিত 'ফুয়ূযুল হারামাইন' নামক কিতাবে লেখেন যে, "আমি একবার বারই রবিউল আউয়াল তারিখে মক্কা শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এঁর ভূমিষ্ঠ হওয়ার স্থান 'মাওলাদ শরীফে' উপস্থিত ছিলাম। তথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের সময় যেই সকল অলৌকিক ঘটনাবলী সংঘটিত হইয়াছিল সেই সব বিষয় আলোচনা হইতেছিল। এমন সময় হঠাৎ আমি এই মাহফিল হইতে উর্দ্ধগগণের দিকে এক উজ্জ্বল আলোধারা দেখিতে পাইলাম। আমি এই আলোকধারা সম্পর্কে ধ্যান করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, এই আলোকধারা ছিল এই পবিত্র মাহফিলে যোগদানকারী ফিরিশতাগণের আলোকধারা এবং আল্লাহ তাআলার রহমত নাযিলের আলোকধারা।"

উক্ত কিতাবে এই ঘটনা পাঠের পর হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 'মাওলাদ শরীফ' এর প্রতি আমার আকর্ষণ বাড়িয়া যায়। বস্তুত: ইহার প্রতি সকল মুসলমানেরই আকর্ষণ বাড়িয়া যাওয়াটা স্বাভাবিক। মাঝে মধ্যে কোন বুদ্ধিমান আলেম হাজী সাহেবের দেখা পাইলে তাহাকে 'মাওলাদ শরীফ' দেখিয়াছেন কিনা এবং দেখিয়া থাকিলে কিরূপ দেখিয়াছেন? এইসব প্রশ্ন করিয়া ও প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া ঘোলের দ্বারা দুধের স্বাধ মিটাইবার মত কিছুটা তৃপ্তিবোধ করিতাম এবং মনে মনে আল্লাহর নিকট দোআ করিতাম, "হে আল্লাহ! জীবনে একবার আপনার হাবীবের 'মাওলাদ শরীফ' নিজ নয়নে দেখার তাওফীক দান করুন।"

পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার লাখো কোটি শুকরিয়া যে, তিনি এই অধমকে গত ১৪০৩ বাংলা, ১৯৯৬ ইংরেজী ও ১৪১৬ হিজরী সনে হজ্জ আদায় করার তাওফীক দান করেন। আমরা বাংলাদেশ হইতে ১৮/৪/৯৬ইং বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের সময় রাত ৮টায় সৌদি বিমানে জিদ্দার পথে রওয়ানা হই। সৌদী সময় রাত্র ১১টায় জিদ্দা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করি। সেই খানে পৌঁছিয়া জানিতে পরিলাম যে, সন্ধ্যায় এইখানে যীলহজ্জ্ব মসের চাঁদ দেখা গিয়াছে। অতএব আজ পহেলা যীলহজ্জ্ব। কেননা আরবী মাসের তারিখ সন্ধ্যা হইতেই আরম্ভ হয়। বিমান বন্দরে আনুষঙ্গিক কাজ সমাধা করিয়া মুআল্লিমের নিয়োজিত বাসে আরোহণ করিয়া মক্কা শরীফের অভ্যর্থনা কেন্দ্র "খাত্ব আল ওয়াদীতে" ফজরের নামায আদায় করিলাম। সেইখানে বাস কর্তৃপক্ষ তাহাদের আফিসিয়াল কার্যাদি সমাধা করিয়া সূর্যোদয়ের সময় হরাম শীরফের দিকে রওয়ানা হইলেন। বেলা প্রায় ৭টার সময় আমাদের জন্য নির্ধারিত মুআল্লিমের অফিসের সামনে গিয়া বাস থামিল। এইখানে মুআল্লিমের কার্ড সংগ্রহ করিতে ও আনুষঙ্গিক কার্যাদি সমাধা করিতে অনেক সময় ব্যয় হইল। অতপর আমরা আমাদের থাকার স্থান ঠিক করিয়া গোসল করিয়া ওমরাহর তাওয়াফ ও সায়ী' এর জন্য প্রস্তুত হইতে জুমুআর নামাযের আযান হইয়া গেল। অতএব সর্বপ্রথম খানায়ে কা'বায় গিয়া জুমুআর নামায আদায়ের পর তাওয়াফ ও সায়ী আদায়ের পর হলক করিয়া ইহরাম ভঙ্গ করিলাম। পরে আবার গোসল করিয়া খাবার কাজ শেষ করিলাম। তারপর পর্যায়ক্রমে যথা সময়ে আসর, মাগরিব ও ইশার নামায সমাধা করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

রাত্রে ঘুমের ভিতর স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম যে, আমি সকালে ইশরাকের পর বাবে আব্দুল আযীয দিয়া বাহির হইয়া সোজা মাওলাদ শরীফে গিয়া পৌঁছিয়াছি। সেই খানে গিয়া দেখিতে পাইলাম যে, মাওলাদ শরীফ অযত্নে অবহেলায় পতিত একখানা ঘর, উহার চতুর্দিকে মাকড়সার জালে ঘেরা ও ধূলাবালিতে ভরা। ঘরের ভিতরের অবস্থাও সন্তোষজনক নয়। ইহা দেখিয়া আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। মাওলাদ শরীফের খাদেমদের সহিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে তর্ক করিলাম। তাহারা বলিল, আপনি এত দরদী হইলে আপনি নিজেই পরিষ্কার করিয়া দিতে পারেন। আমি দেখিতে পাইলাম যে, মাওলাদ শরীফের উত্তর-পশ্চিম কোণে তিনটি খেজুর গাছ আছে। দুইটি বড় যেইগুলিতে আমার পক্ষে উঠা সম্ভব নয়, আর একটি গাছ ছোট উহার ডালা আমি মাটিতে দাঁড়াইয়াই লইতে পারি। অতপর আমি ঐগাছ হইতে একটি ডালা ভাঙ্গিয়া লইয়া উহা দ্বারা মাওলাদ শরীফের ঘরখানা পরিষ্কার করিতে লাগিলাম। ঘরখানা পরিষ্কার করার পর আমার ঘুম ছুটিয়া গেল।

অতঃপর স্বপ্নে কি দেখিলাম, সেই বিষয়ে চিন্তা করিয়া ছটফট করিতে লাগিলাম। অমনি হরম শরীফ হইতে আযানের ধ্বনি কর্ণ কুহরে আসিয়া প্রবেশ করিল। শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দেখিতে পাইলাম যে, রাত্র তখন ৩টা। পার্শ্ববর্তী লোকদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, তাহাজ্জুদ নামাযের আযান দেওয়া হইয়াছে। এই দেশে তাহাজ্জুদ নামাযের আযান দেওয়ার প্রচলন আছে। অতঃপর আমরা হারাম শরীফে গিয়া হাযির হইলাম। তাহাজ্জুদ, ফজর ও ইশরাকের নামাযান্তে স্বপ্নে দেখা পথে একাকী সোজা মাওলাদ শরীফে গিয়া হাযির হইলাম। দেখিতে পাইলাম যে, তুর্কী খলীফাদের তৈরি জীর্ণ-শীর্ণ এক খানা কুটীর। উহার গায়ে 'মাক্তাবে মাক্কাহ' লিখিত একখানা সাইনবোর্ড ঝুলিতেছে।

কোন্ অর্থে 'মাক্তাবে মাক্কাহ' লিখা হইয়াছে তাহার সহিত ঘরের আভ্যন্তরীণ অবস্থার কোন মিল নাই। কেননা, আরবে 'মাক্তাব' শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ১। অফিস, ২। পাবলিক লাইব্রেরী। বস্তুতঃ ইহা অফিস ও পাঠাগার কোনটিই নয়। এই ঘরের এক প্রান্তে মনে হইল যেন ঘরের খাদেম সেই খানে রাত্রি যাপন করে আর বাকী অংশটুকু খালি। ঐ কুটীরের আশে পাশে যেইরূপ সরকারী মনোরম অট্টালিকারাজি শোভা পাইতেছে তাহা দেখার পর এই জীর্ণ কুটীরখানার

প্রতি নযর পড়িলে একজন আশেকে রাসূলের মন ব্যথিত হয় সত্য কিন্তু আগন্তুকের করার কিছু নাই। আর আমি স্বপ্নে যে ধূলা-বালিতে আচ্ছাদিত ও মাকড়সার জালে ঘেরা অবস্থায় ঘর দেখিয়াছি বাস্তবে উহারও কোন অস্তিত্ব নাই। ঘরের পাশে যে খেজুর গাছ দেখিয়াছি বাস্তবে তাহারও কোন নাম নিশানা নাই। অতএব আমি স্বপ্নে কি দেখিলাম তাহার কোন কুল-কিনারা করিতে পারিলাম না। বন্ধু-বান্ধবদের যাহাদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম মনে করিয়াছি তাহাদেরকেও ইহার তাবীর জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তাহারা বলিয়াছেন, হাদীসের খেদমত করিবেন, সুন্নাতে নবুবীর খেদমত করিবেন, ইত্যাদি। কিন্তু কোন তাবীরেই আমার মনে শান্তি আসে নাই। স্বপ্নের কথা মনে উঠিলে মন অস্থির হইয়া যাইত, মনের ব্যথা মনেই থাকিয়া যাইত উহা নিরাময়ের কোন পথ খুঁজিয়া পাইতাম না। কেননা, অধম তো কোরআন হাদীসের খেদমতে নিয়োজিতই আছি। আমার এই আঙ্গিকে এই স্বপ্ন দেখার কারণ কি?

হজ্ব হইতে প্রত্যাবর্তনের প্রায় দেড় বৎসর পর একদিন সকাল ৮ টার সময় আমি আমার ঢাকা বাংলা বাজারস্থ 'হাদীস মঞ্জিল' নামক প্রকাশনীতে বসিয়া পবিত্র কোরআনের অনুবাদের কাজে ব্যস্ত আছি, এমতাবস্থায় দেখিতে পাইলাম যে, ছাজা পাতলা লম্বা আকৃতির শ্যামল ফর্সা বর্ণের ত্রিশোর্দ্ধ একজন আলেম ব্যক্তি একবার আমার দোকানের সাইন বোর্ড আবার আমার সামনের দোকানের সাইনবোর্ড দেখিতেছেন। তাঁহাকে ডাকিয়া সাইনবোর্ড দেখার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমার সামনের দোকানের সাইন বোর্ডের দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন, এই গোলশান লাইব্রেরীর মালিক আমার পিতার মামাত ভাই, আমার চাচা হন। তাঁহার সহিত অনেক দিন যাবৎ সাক্ষাৎ নাই। আমি আমার বিশেষ কাজে ঢাকায় আসিয়াছি। এই সুযোগে ওনার সহিত সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে এইখানে আসিলাম। লোকটি যেহেতু আমার সমব্যবসায়ীর ভাতিজা, তাই আমি তাহাকে আমার দোকানে বসাইলাম এবং তাহার চাচা ৯টার পর আসিবে বলিলাম। তাহাকে চা পানি দ্বারা আপ্যায়ন করিলাম। ইত্যবসরে তাহার পরিচয় নিলাম। জানিতে পারিলাম, তাহার বাড়ী ফেনী শহরের উত্তর পশ্চিম কোণে দেলীপুর গ্রামে, নাম নূরুল ইসলাম রাযযাকী। তাহার নামের সহিত রাযযাকী পদবী কিভাবে সংযুক্ত হইল তাহা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, বৃটিশ ভারতের আইন পরিষদ সদস্য মাওলানা আবদুর রাযযাক সাহেব তাহার দাদা, সেই হিসাবে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

তিনি দাদার নামের সহিত সংযোগ করিয়া দাদার নামকে জাগরুক রাখার উদ্দেশ্যে তাঁহার নামের সহিত রাযযাকী উপাধি ধারণ করিয়াছেন।

ফেনী দুধমুখার পীর মরহুম মাওলানা ইসহাক সাহেব তাঁহার নানা।

তিনি আমাকে বলিলেন, "আপনি তো বেশ ভাল কাজই করিতেছেন। জিদ্দাহ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের ট্রেজারার এন্ড ফাইন্যান্স অফিসার জনাব সায়ীদ আহমদ গজনবী সাহেব হইলেন আমার ভগ্নিপতি। তিনি আমার নিকট তাঁহার পীরের লিখিত কয়েকখানা কিতাব পাঠাইয়াছেন, এই দেশের বিশিষ্ট কয়েকজন আলেমকে দেওয়ার জন্য। আমি ঐ কিতাব হইতে এক সেট কিতাব আপনাকে দিব।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তাঁহার পীর সাহেবের বাড়ী কোথায়? তিনি বলিলেন, তাঁহার পীর সাহেবের বাড়ী মক্কা শরীফ, তিনি আওলাদে রাসূল। এই কথা শুনিয়া আমি কিতাবগুলি পাওয়ার জন্য খুব উৎসাহী ও উদগ্রীব হইয়া পড়িলাম। কেননা, আমরা শুনিয়া আসিতেছি যে, সৌদী আরবে কোন পীর মুরীদির প্রচলন নাই। আর এখন শুনিতেছি যে, তাঁহার পীর সাহেব একজন আওলাদে রাসূল ও মক্কা শরীফের অধিবাসী। তাই উৎসাহ অধিক বাড়িয়া গেল। তাই আমি তাঁহাকে বলিলাম আপনি আমাকে কিতাবগুলি কিভাবে পৌঁছাইবেন? লোক মারফত পাঠাইলে হয় তো ঠিকমত নাও পৌঁছিতে পারে, বরং আপনি কিতাবগুলি ডাকযোগে পার্শ্বেল করিয়া পাঠাইয়া দেন, আমি আপনাকে ডাক খরচ বাবৎ ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা দিতেছি, তাহা আপনি নিয়া নেন। তিনি বলিলেন, আপনার ডাক খরচ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। আমি আজ যেইভাবে আপনার এইখানে পৌঁছিয়াছি, ঠিক সেইভাবেই আগামী সপ্তাহে আমি নিজেই আপনার হাতে কিতাবগুলি পৌঁছাইয়া দিব, ইনশাআল্লাহ।

অতপর পরবর্তী সপ্তাহে সত্যিই তিনি নিজে আসিয়া ঢাকায় আমার হাতে কিতাবগুলি পৌঁছাইয়া দিলেন। কিতাবগুলি হাতে নিয়া যখন এই حول الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف কিতাবখানা দেখিতে পাইলাম তখন আমার মনে মক্কা শরীফে 'মাওলাদ শরীফ' স্বপ্নে দেখার ও ধূলা বালি পরিষ্কার করার স্বপ্ন ভাস্বর হইয়া উঠিল। আর আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাঁহার নিকট সেই স্বপ্নের কথা বর্ণনা করিয়া তাহার তাবীর স্বরূপ এই কিতাবখানা

অনুবাদ করার বাসনা প্রকাশ করিলাম। তিনিও আমার স্বপ্নের তাবীর সমর্থন করিয়া কিতাবখানা বাংলায় অনুবাদ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করিলেন।

কেননা, সম্প্রতি আমাদের বাংলাদেশের এক শ্রেণীর বেদাআতী সম্প্রদায় যাহারা কোরআন ও হাদীসের দলীল মানে না। বুযুর্গদের কথাই দলীল, যাহা পরিষ্কার কুফরী পরিভাষা। তাহারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যথার্থভাবে মানে না। তাহারা সাহাবীদের ভক্ত। কিন্তু তাহাদের সম্মানিত সাহাবী হইলেন, হযরত আমীর মুআবিয়া (রাঃ) ও তাঁহার সমর্থকগণ। হযরত আলী (রাঃ) ও হাসান হোসাইনের নাম শুনিলে তাহাদের চেহারা মলিন হইয়া যায়। কারবালার ঘটনায় নাকি এজীদ তাঁহাদের মতে সঠিক পথে ছিল। অথচ যাহাদের আপাদমস্তক বেদআতে নিমজ্জিত তাহারাই আবার জায়েয ও উত্তম কাজকে বেদআত বলিয়া রাসূল দুশমনদের সহিত সুর মিলাইয়া মিলাদুন্নবীকে বেদআত বলিতেছে। আপনারা এই কিতাবেই দেখিতে পাইবেন যে, স্বয়ং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও তাঁহার জন্ম দিবস পালন করিয়াছেন। অতএব ইহা কোন প্রকারেই বেদআত নয়। বরং সুন্নাত।

আমি অধম অনুবাদক মৌলুদ শরীফের পক্ষে-বিপক্ষে অনেক কিতাবই পাঠ করিয়াছি। মৌলুদ শরীফের বিরোধীরা কোরআন ও হাদীসের কোন দলীল দ্বারা উহাকে নাজায়েয প্রমাণ করিতে পারে নাই বরং উদ্ভট ও কল্পিত কথার অবতারণা করিয়া উহাকে নাজায়েয বলিতেছে। যথাঃ ফাসেক, শরাবখোর, নেশাখোর, সুদখোর লোকেরাই মীলাদ শরীফের মাহফিল করিয়া থাকে এবং ঐ মজলিসে নারী-পুরুষের অবাধ মিলামিশা হয়, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বালিকাদের দ্বারা গান বাদ্য করা হয়। (নাউযু বিল্লাহ)

পাঠক বন্ধুগণ! চিন্তা করিয়া দেখুন! রাসূল দুশমনেরা রাসূলের মৌলুদ শরীফের পবিত্র মাহফিলকে কি সব আজে বাজে বিশেষণে বিশেষিত করিয়া উহাকে নাজায়েয বলিতেছে। ইহা কি সত্যের অপলাপ নয়? আমাদের এতদ্দেশে কি মৌলুদ শরীফের মাহফিলে এই সকল অপকর্ম হয়? হ্যাঁ ঐসব বেদআতীদের মৌলুদ শরীফের মাহফিলে যদি এই সকল অপকর্ম হয় তবে উহাকে তাহারা হারাম বলিতে পারে, আমরাও উহাকে হারাম বলি। আর আমরা যেই মৌলুদ শরীফের মাহফিল করি উহাতে এই সকল অপকর্ম হয় না। বরং আমাদের

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

মৌলুদ শরীফের মাহফিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লালাম এর জন্ম কাহিনী, জীবনী, আদব-আখলাক ও নামায রোযা, পর্দা ও মুসলমানী চাল-চলন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দুরূদ ও সালাম পেশ করা হয়। অতএব আমাদের মৌলুদ শরীফের মাহফিলকে নাজায়েয ও হারাম বলার কোন অধিকার তাহাদের নাই। এইরূপ মৌলুদ শরীফের মাহফিল হারামাইন শরীফাইনে বর্তমান যুগেও অনুষ্ঠিত হয় এবং ১২ই রবীউল আউয়ালকে মৌলুদুন্নবী দিবস হিসাবে সউদী সরকারও পালন করে। এই ১২ই রবীউল আউয়ালের এক উৎসবে ভাতিজা ঘাতক, চাচা বাদশাহ ফয়সলের সহিত আলিঙ্গন করিতে আসিয়া রিভলবারের গুলিতে তাঁহাকে হত্যা করে।

অতপর আমি আমার পরিচিত মুহাক্কিক্ব আলেম ও আশেকে রাসূলগণের নিকট আমার উপরোক্ত স্বপ্নের তাবীর হিসাবে বক্ষ্যমান কিতাবখানার বাংলায় অনুবাদ করার বাসনা প্রকাশ করি। তাঁহারাও আমার বাসনাকে সমর্থন করিয়া তাড়াতাড়ি অনুবাদ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। অতএব আমি প্রখ্যাত আলেম ও আশেকে রাসূলগণের উৎসাহে উৎসাহী হইয়া ইহার অনুবাদ করিতে প্রয়াস পাই। অনুবাদ সহজ সরল ও প্রাঞ্জল করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, কতটুকু সফল হইয়াছি তাহা আশেকানে রাসূল পাঠক সমাজ বিচার করিবেন। অনুবাদে কোন প্রকারের ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে অনুবাদককে অবহিত করিলে পরবর্তী সংস্করণে উহা সংশোধন করা হইবে, ইনশাআল্লাহ।

প্রিয় পাঠক ভাই বন্ধুগণ! মৌলুদ শরীফের মাহফিল জায়েয হওয়া সম্পর্কীয় আমার দেখা কিতাবসমূহের মধ্যে এই কিতাবখানাকে সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোত্তম পাইয়াছি এবং এই কিতাবখানা আমার হাতে পৌঁছার ধরনটাও একপ্রকার অলৌকিক! যেই মাওলানা সাহেব ফেনী হইতে ঢাকায় এক সপ্তাহের ভিতর দুইবার আসিয়া আমার সহিত দেখা করিয়া আমার হাতে কিতাবখানা পৌঁছাইয়া দিলেন, তাঁহার সহিত গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে আমার সহিত আর কোন সাক্ষাৎই হয় নাই। আমি অধম এই কিতাবখানার অনুবাদ করাকে পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহ তাআলা ও তাঁহার হাবীব রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ পালন মনে করিয়াই অনুবাদ করিয়াছি। আধুনিক আরবী ভাষায় লিখিত কিতাবখানার অনুবাদ করাটা অনেকটা দুরূহ ব্যাপার বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। কিন্তু অনুবাদ আরম্ভ করার পর আল্লাহর সাহায্য এই প্রচুর অনুভব

করিয়াছি যে, অনুবাদে কোন প্রকার অসুবিধা বোধ করি নাই। ইহা পাঠে বাংলা ভাষাভাষী ভাই বন্ধুগণ উপকৃত হইলে নিজের শ্রম স্বার্থক হইয়াছে মনে করিব।

পরিশেষে পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহ তাআলার দরবারে অধম গোনাহগারের মিনতি এই যে, হে আল্লাহ! রাহমান রাহীম! আমি আপনার স্বপ্ন প্রদত্ত নির্দেশ পালনার্থে আপনার হাবীব রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাওলাদ শরীফ তথা মৌলুদ শরীফ এর উপর রাসূল বিদ্বেষীদের প্রদত্ত ধূলাবালি ও মাকড়সার জাল পরিষ্কার করণার্থে এই "মৌলুদ শরীফের মাহফিল ও কিয়াম" নামক কিতাবখানা আরবী ভাষা হইতে বাংলায় অনুবাদ করিয়া বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান ভাইদের নিকট প্রকাশ করিলাম। আপনি মেহেরবানী করিয়া এই শ্রমটুকু কবুল করিয়া ইহার ওসীলায় আমাকে, আমার পিতা মাতাকে, আমার আসাতিযায়ে কেরামকে ও যাহারা আমার ইলম হাসিলে ও এই কিতাবখানার রচনায় ও প্রকাশনায় সহযোগীতা করিয়াছেন তাহাদের সকলকে ক্ষমা করিয়া দিন, আর এই কিতাবখানাকে পরকালে আপনার হাবীবের শাফাআত লাভে ধন্য হইয়া জান্নাত লাভের উসীলা করিয়া দিন। যাহারা এই কিতবাখানা পাঠ করিয়া তদনুযায়ী আমল করিবে তাহাদের জীবনের সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া তাহাদেরকে জান্নাত নসীব করুন। আর আপনার হাবীবের শাফাআত লাভে ধন্য করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

বিনীত–

অনুবাদক– মোহাম্মদ মোরশেদ আলম

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

গ্রন্থকার পরিচিতি

বর্তমান যুগের মুসলিম বিশ্বের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ সৌদী আরবের মক্কা নগরীর অধিবাসী আল্লামাহ সাইয়্যিদ মুহাম্মদ ইবনু আস সাইয়্যিদ আলাভী এক বিশিষ্ট সম্মানিত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব।

তিনি মিশর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভের পর জন্মভূমি মক্কানগরীতে প্রত্যাবর্তন করে বাইতুল্লাহর ইমামতী ও মক্কাভিত্তিক ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। একই সাথে দু'টি পদে সমাসীন থেকে উভয় কাজ সুচারুরূপে পরিচালনা করা সম্ভবপর নয় মনে করে তিনি বাইতুল্লাহর ইমামতির দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন।

বর্তমানে তিনি নিজ প্রতিষ্ঠিত শিক্ষালয়ে দরসে কুরআন ও দরসে হাদীসের অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করছেন এবং সমগ্র বিশ্ব মুসলিমের ঐক্য প্রচেষ্টায় আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই ধারায় তিনি ত্রিশের অধিক পুস্তক রচনা করে সারা বিশ্বে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। حول الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف নামক কিতাবখানাও তাঁর রচিত কিতাবসমূহের মধ্যে একখানি উল্লেখযোগ্য কিতাব।

আমাদের বাংলাদেশের অনেক আলেম ওলামাও তাঁর সান্নিধ্যলাভে ধন্য হয়েছেন। শর্ষিনা শরীফের পীর সাহেব ও হযরত আল্লামাহ আযীযুর রহমান নেছারী কায়েদ সাহেব হুযুরসহ মুতাআল্লেকীনে শর্ষিনার অনেক আলেমই তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছেন। চট্টগ্রামের বাইতুশ শরফের পীর বাহরুল উলূম হযরাতুল আল্লামা কুতুব উদ্দীন মাদ্দাযিল্লুহুল আলী ও তাঁর মুতাআল্লেকীন অনেকেই তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছেন।

চট্টগ্রাম আলফালাহ জাতীয় মসজিদের খতীব ও জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসার সম্মানিত অধ্যক্ষ হযরতুল আল্লামা জালালুদ্দীন মাদ্দাযিল্লুহুল আলী সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলাভী সাহেবের দরসে হাদীসে শরীক হয়েছেন এবং তাঁর থেকে বুখারী শরীফ পাঠদানের সনদ হাসিল করেছেন। অর্থাৎ আমাদের এতদ্দেশের অনেক স্বজ্ঞান আলেমই প্রতিবছর তাঁর সান্নিধ্য লাভেধন্য হয়েছেন এবং হচ্ছেন। স্থানাভাবে আমাদের জানা অনেক আলেমের নামই এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হলনা বিধায় আমরা দুঃখিত।

অনুবাদক

অভিমত

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া, ষোলশহর, চট্টগ্রাম এর মাননীয় অধ্যক্ষ ও জমিয়তুল ফালাহ জাতীয় মসজিদের সম্মানিত খতীব, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'ত বাংলাদেশ এর মহা সচিব এবং জমিয়তুল মুদাররেসীন, বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, উস্তাযুল আসাতিযা আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মুহাম্মদ জালালুদ্দিন আল্ কাদেরী মাদ্দাজিললুহুল আলী বলেন–

"মুসলিম বিশ্বের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ সৌদী আরবের মক্কা নগরীর মহান আলেমে দ্বীন, আল্লামা আস্আইয়্যেদ মুহাম্মদ ইবনু আসসাইয়্যেদ আলাভী একজন আওলাদে রাসূল। তিনি সারা বিশ্বের মুসলমানদের একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তিনি বিশ্ব মুসলিমের ঐক্য কামনায় আজীবন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই পর্যন্ত তাঁর রচিত ত্রিশের অধিক কিতাব প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত কিতাবগুলো মুসলিম বিশ্বে ঐক্যের প্রতীক হিসাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাঁর রচিত কিতাবসমূহের মধ্যে حول الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف নামক কিতাবখানাও বর্তমান যুগোপযোগী একখানা মূল্যবান কিতাব।"

আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় এই কিতাব খানার অনুবাদ হওয়ার একান্ত প্রয়োজন ছিল। জনাব মাওলানা মোহাম্মদ মোরশেদ আলম সাহেব কিতাবটির বাংলায় অনুবাদ করেছেন জেনে আমি খুবই খুশি হয়েছি। মূল কিতাব ও অনুবাদ পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে। আশা করি অনুবাদ সঠিক ও স্বার্থক হয়েছে। আমি দোয়া করি আল্লাহ যেন তাঁর হাবীবের মৌলুদ শরীফের এই খেদমতটুকু কবুল করে তাঁকে ও আমাদেরকে এবং যাঁরা এই কিতাব পাঠে উপকৃত হবেন তাদের সকলকে কাল কিয়ামতের দিন সাইয়িদুল মুরসালীন রাহমাতুল্লিল আলামীন তাজেদারে মদিনা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফাআত লাভে ধন্য করেন।

(আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ জালালুদ্দিন আল কাদেরী)
অধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া, চট্টগ্রাম।
খতীব, জমিয়তুল ফালাহ জাতীয় মসজিদ, চট্টগ্রাম।
মহা-সচিব, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, বাংলাদেশ।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সাইয়্যেদ আলাভী সাহেব রচিত حول الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف কিতাবখানার বাংলা অনুবাদ "কুরআন ও হাদীসের আলোকে মৌলুদ শরীফ ও কিয়াম" বইখানা কম্পিউটার কম্পোজ শেষ হওয়ার পর ছাপাইবার পূর্বে বায়তুশ শরফের পীর সাহেব কেবলা **বাহরুল উলুম শাহসূফী হযরত মাওলানা মোহাম্মদ কুতুব উদ্দীন** সাহেবের দরবারে আমি কম্পোজ কপিসহ দোয়ার জন্য হাযির হই। তিনি এই কিতাবখানার বাংলা অনুবাদ দেখিয়া খুব আনন্দিত হইলেন। তিনি বলিলেন, সাইয়্যেদ আলাভী সাহেবকে আমি খুব ভাল ভাবে জানি। তিনি খুব বড় দরজার আলেম। আপনি যে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া এই কিতাবখানার বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন এই জন্য আমি আপনাকে দোয়া করি আর ইহাতে আমি যে আনন্দিত হইয়াছি ইহার শুকরিয়া স্বরূপ এই একহাজার টাকা আপনি গ্রহণ করুন। আমি টাকা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক না হইলেও হুযুর কেবলার আদেশ পালনার্থে তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম।

ইতি

মুহাম্মদ
৪-৭-০

অনুবাদক

গ্রন্থকারের ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লার নামে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَشْرَفِ الْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ

সমস্ত প্রশংসা সে মহান আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র সৃষ্টির পালনকর্তা। দুরূদ ও সালাম রাসূলগণের সর্বশ্রেষ্ঠ আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর এবং তাঁহার বংশধরগণ ও তাঁহার সাহাবীগণের উপর বর্ষিত হউক।

মৌলুদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাহফিল সম্পর্কে অনেক আলোচনা হইয়াছে। অথচ আমি এই বিষয়ে কিছু লেখা পছন্দ করি নাই। কেননা, ইহা তাত্ত্বিক বা দার্শনিক বিষয়। আর বর্তমান যুগের মুসলিম দার্শনিকদের চিন্তার বিষয় থেকে তা অতি মহান। যাহা প্রতি বৎসর রবিউল আউয়াল মাসে ও সারা বছর পঠিত হয় এবং প্রচারিত হয়, সেই বিষয়টি সংকীর্ণমনাদের আলোচনা হইতে অধিক উত্তম। এমনকি এই বিষয়ে লোকেরা তাহাদের কথা শুনিতেও ঘৃণাবোধ করে, এতদসত্ত্বেও আমার অনেক বন্ধু-বান্ধবেরা এই বিষয়ে বিশেষভাবে আমার অভিমত জানার জন্য উৎসুক।

অতএব এমতাবস্থায় আমি আল্লাহ তাআলার নিকট ইলম গোপন করার দোষে দোষী হই নাকি! সেই ভয়ে বাধ্য হইয়া এই বিষয়ে কলম ধরিতে অগ্রসর হইলাম। সত্য কথা হইল এই যে, যেই বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতদ্বৈততা বিদ্যমান আছে সেই বিষয়কে সাধারণ লোকদের মধ্যে আলোচনা করিয়া উত্তেজনা বাড়াইয়া দেওয়া আমি পছন্দ করি না। কেননা, ইহা তাহাদের বুঝার বিষয় নয়। বরং আমি এই বিষয়ে আলোচনা করিতেও

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

নিষেধ করি। কিন্তু যখন অবস্থা এমন হয় যে, কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করে এই বিষয়ে কিছু জানার আগ্রহ প্রকাশ করে অথবা কোন সন্দেহ দূর করণার্থে বা কোন কঠিন প্রশ্নের সমাধানার্থে অথবা কেহ এই বিষয়ে কোন অশোভনীয় আচরণ করে এবং বলে যে, আপনারা তো গন্ডগোল লাগাইয়া দিয়াছেন এবং আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছেন, এই সকল বিষয় ছাড়া তো আপনাদের আলোচনার আর কোন বিষয় বস্তুই নাই। অথচ সে ভুলিয়া গিয়াছে অথবা ভুলার ভান করিতেছে, নিঃসন্দেহে সে-ই হইল এইসব গন্ডগোলের মূল হোতা, সে-ই গন্ডগোলের আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে। সে-ই এই গন্ডগোলের দ্বারোন্মোচনকারী এবং এ বিষয়ে সর্বদা ব্যস্ত। সাধারণ লোকদের সাথে এই বিষয়ে আলোচনায় রত। আপনি কি দেখিতে পাইতেছেন না যে, কোন সময় বেদআত, শিরক ও পথ ভ্রষ্টতা সম্পর্কে আলোচনা উঠিলেই তখন তাহারা মৌলুদ শরীফ, ওসীলা ধরা, যিয়ারত, তাবাররুক ও তাছাওউফসম্পর্কে সুন্দর-অসুন্দর, ভাল-মন্দ, ও পবিত্র-অপবিত্রের ভেদাভেদ না করিয়া ঐগুলির সহিত শামিল করিয়া হারাম, বেদআত ও গোমরাহীর হুকুম লাগাইয়া দেয়। অতএব ইহা কি ঠিক হইবে যে, তাহাকে এমতাবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া হইবে যে, সে সাধারণ উম্মতদের মধ্যে তাহার ভ্রান্ত ও দুষ্ট মতবাদের বিষ বাষ্প ছড়াইতে থাকিবে এবং লোকেরা সবসময় ধোকা খাইতে থাকিবে?

এই কারণেই আমাদেরকে এই বিষয়ে কথা বলিতে, আলোচনা করিতে ও লেখিতে উৎসাহ প্রদান করিতেছে। নতুবা আমাদের আসল কাজ হইল, (আলহামদু লিল্লাহ) উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নেক কাজের দিকে উৎসাহিত করা, সৎকাজের আদেশ দেওয়া ও মন্দ কাজ হইতে বিরত রাখা। এই সবই আমাদের শিক্ষাদানের মূল বিষয়। ঘরে-বাহিরে, দেশে-বিদেশে, সভা-সমিতিতে, সেমিনার, জনসভা, বিশেষ সভা ইত্যাদি তাহার সাক্ষী। এইসব আল্লাহার মেহেরবানী, ইহা আমি আল্লাহ তাআলার নেআমতের শুকরিয়া প্রকাশার্থে বলিতেছি, আমার শক্তি ও সামর্থের আত্মগর্ব ও ঘৃণিত অহঙ্কার হইতে মুক্তি পাওয়ার নিমিত্ত আল্লাহ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। আমি বলিতেছি যে, সেই সব হইতেছে নিয়মিত পাঠদান, জনসভা, শিক্ষা বিষয়ক সেমিনার, যাহাতে হাদীস, তাফসীর, ফিক্বাহ, সামাজিক কল্যাণ, ফিক্বাহ শাস্ত্রের মূলনীতি, আক্বীদাহ ও আরবী ভাষা বিষয়ক আলোচনা করা হয়। তাহাতে কোন বিশেষ জ্ঞান বিষয়ক, নির্দিষ্ট কোন তত্ত্ব বিষয়ক, নিষিদ্ধ কোন গোপনীয় বিষয় বা গোপনীয় সাক্ষাৎ নয়। বরং

প্রত্যেকটিই সাধারণ ও বিশেষ সকল প্রকার লোকদের জন্যই উন্মুক্ত। নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকলের নিকট প্রচারিত ও প্রসারিত। আল্লাহ তাআলার অশেষ শুকরিয়া, আমাদের ঘরের কথা কি বলব! যেমন সাইয়্যিদাহ হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, (যার ঘরের পাশে ছাইয়ের স্তুপ বড় দেখা যায় সে ঘরই উচ্চ সম্ভ্রান্ত পরিবারের ঘর। অর্থাৎ ঘরের পাশে ছাইয়ের স্তুপ বড় হইলেই বুঝিতে হইবে যে, এই ঘরবাসীরা অতিথি পরায়ণ আর যেই ঘরের লোকদেরকে বিপদে-আপদে ডাক দিলেই পাওয়া যায় তাহারাই হইল নিকটবর্তী পড়সী।[১]

আমরা যেমন আমাদের পাঠদানের সময় বর্তমান যুগের মুসলমানদের অবস্থার কথা এবং যন্ত্রণাদায়ক ঘটনাসমূহ আলোচনা করি। যাহা বর্তমান যুগে মুসলমানদের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা, বিশৃংখলা, মতদ্বৈততা, দুর্বলতা, অপদস্ততা, পিছনে পড়িয়া থাকা, পরস্পর বিরোধিতা, আল্লাহ প্রদর্শিত পথ ও সঠিক পথ হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ার কারণে দেখা দিয়াছে। আর আমরা তাহাদিগকে তাহাদের নেককার পূর্বপুরুষদের মান-সম্মান, শক্তি ও ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি যাহা কিছু আল্লাহ তাআলা তাহাদেরকে এই জগতে দান করিয়াছিলেন এবং তাহাদের অতীতের গৌরবময় ইতিহাসের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া থাকি। আর আমরা নিঃসন্দেহে আশা করি যে, আমরা যদি ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করি। তবে আমাদের জন্য প্রথম যুগ ফিরিয়া আসিবে। বস্তুতঃ আল্লাহ তাআলা সর্ব শক্তিমান এবং বান্দাহর দোআ কবূলকারী। আর আল্লাহ তাআলার রহমত ও শান্তি তাঁহার রাসূলগণের ইমাম, আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর, তাঁহার বংশধরগণের উপর ও তাঁহার সাহাবীগণের উপর বর্ষিত হউক।

বিনীত – লেখকঃ
সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ বিন সাইয়্যিদ
আলাভী মালিকী হাসানী
পবিত্র মক্কা শহরে ইলমের
একজন বিশিষ্ট খাদেম বা শিক্ষক।

টীকাঃ (১) হযরত সাইয়্যিদাহ আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বর্ণিত এ হাদীসটি প্রসিদ্ধ উম্মে যারআর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যাহা ইমাম বুখারী (রাহঃ) স্বীয় সহীহ বুখরী শরীফের বিবাহ অধ্যায়ের পরিবারবর্গের সহিত উত্তম আচরণ পরিচ্ছেদে ৫১৭৯ নং হাদীসে উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (রাহঃ) স্বীয় সহীহ মুসলিম শরীফের সাহাবীগণের মাহাত্ম্য অধ্যায়ের উম্মে যারআর হাদীস আলোচনা পরিচ্ছেদে ২৪৪৮ নং হাদীসে উল্লেখ করিয়াছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৌলুদ শরীফের মাহফিল করা কি ওয়াজিব?

কোন কোন সংকীর্ণমনা ব্যক্তিদের নিকট নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৌলুদ শরীফের মাসয়ালাটি এক বিরাট সঙ্কটময় বিষয় হিসাবে বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। আল্লাহ তাআলা তাহাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন!

আলহামদু লিল্লাহ, অবশ্যই সমাধান হইয়াছে। কোন কোন লোকের চিন্তা ধারায় যে সঙ্কটসমূহ দানা বাঁধিয়াছিল তাহার অনেকগুলিরই সমাধান হইয়াছে। তাহারা এই মাসয়ালার মূলতত্ত্বসমূহ বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে। যুগের গতি ধারা, অবস্থার পরিবর্তন, জীবন ব্যবস্থার ক্রম বিকাশ, যুগ ও সমাজের চাহিদা, সমাজ জীবনের ক্রম বিকাশ ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে অনেকে ইজতেহাদী মাসয়ালাসমূহে তাহাদের আগের মত পরিবর্তন করিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। তাহারা আগে যেই মত পোষণ করিত এখন তাহার বিপরীত মত পোষণ করিতেছে। এই সকল মাসয়ালা সম্পর্কে এখন যাহা বলিতেছেন, আগে তাহার বিপরীত বলিতেন। বর্তমান যুগের নাগরিকেরাই ইহার প্রধান সাক্ষী। আল্লাহ তাআলা যাহাদেরকে দীর্ঘ হায়াত দান করিয়াছেন তাহারা পূর্ব যুগের কথাও শুনিয়াছেন এবং বর্তমানযুগের কথাও শুনিতেছেন। উভয় কথায় যে, বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে তাহারা তাহা স্পষ্টতঃ প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই সকল পরিবর্তন ও ক্রমোন্নতিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৌলুদ শরীফের মাহফিলের ঝগড়ার কোন লাভ হয় নাই এবং অন্যান্য বিষয়ের উন্নতিলাভের ন্যায় ইহার কোন উন্নতি হয় নাই।

আমরা প্রতি বৎসর উজ্জ্বলময় রবীউ'ল আউয়াল মাসের শুভাগমনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৌলুদ শরীফের প্রকাশ্য মাহফিলের ঘোষণা শুনিয়া আসিতেছি এবং মাহফিলও অনুষ্ঠিত হইতেছে। আর সর্বদা মৌলুদ শরীফের মাহফিল সম্পর্কে পুতিগন্ধময় এই নাপাক কথাগুলিও শুনিয়া আসিতেছি যে, এই সকল মাহফিলে [illegible]

কাজ হয়, নারী-পুরুষের মেলা-মেশা হয়, নামায নষ্ট হয়, ঢোল, বাদ্যযন্ত্র বাজান হয়, মদ পরিবেশন করা হয়, মৌলুদ শরীফের মাহফিলে ফাসিক্ব, ফাজির, সুদখোর, বেদ'আতী ও রংবাজদের সমাবেশ হয়। মৌলুদ নবুবী শরীফের মাহফিলের উদ্যোক্তারা ইহাকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আদ্বহার মত একটি শরয়ী ঈদ মনে করে। অবশ্য আমি এই সকল মূল্যহীন কথা সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছি যে, এই গুলি মিথ্যা কথা অথবা যে এখন চিৎকার দিতেছে তাহার নিকট কেহ আসিয়া মিথ্যা কথা বলিয়াছে। কিন্তু এই জাতীয় মিথ্যা সংবাদ কোন ফাসিক হইতে শুনিয়া তাহা লইয়া হৈ চৈ করা শরীআতে জায়েয নাই এবং পবিত্র ক্বোরআনের নির্দেশের পরিষ্কার বিপরীত। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوْا .

(اَلْحُجُرَاتْ - ايت ٦)

অর্থাৎ হে মুমিনগণ। কোন ফাসিক্ব যদি তোমাদের নিকট কোন খবর নিয়া আসে, তখন তোমরা তাহা ভালভাবে যাচাই কর। (সূরা আলহুজুরাত, আয়াত ৬)

আমি তাহাদের এই সকল মিথ্যা উক্তির জবাব অনেকবার দিয়াছি। আমি বলিয়াছি যে, আমরা সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিনকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আদ্বহার মত একটি সাধারণ ঈদের দিনের মত মনে করি না। কেননা, তাহা সাধারণ ঈদ হইতে অনেক মহান এবং তাহার মর্যাদা ও সম্মান অনেক উর্দ্ধে।

কেননা, ঈদ তো সারা বৎসরে মাত্র একবারই হয়। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৌলুদ শরীফের মাহফিল করা, তাঁহার আলোচনা সম্পর্কে গুরুত্ব প্রদান করা, তাঁহার জীবনী বর্ণনা করা সারা বৎসরই ওয়াজিব। তাহা কোন স্থান ও কালের জন্য সীমাবদ্ধ নয়।

যে ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম দিবসের উপর সাধারণ ঈদ শব্দ প্রয়োগ করে সে মুর্খ। সাধারণ লোক ছাড়া আর কোন বিজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তি এইরূপ ব্যবহার করে না। যাহারা এইরূপ ব্যবহার করে তাহারাও ঈদ শব্দকে এই ক্ষেত্রে শরয়ী প্রচলিত ঈদ অর্থে ব্যবহার করা তাহাদের উদ্দেশ্য নয়। কেননা, সাধারণতঃ মানুষের অভ্যাসগত

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

ভাবে একটি প্রথা প্রচলিত আছে যে, মানুষ যে কোন আনন্দ ও খুশীর মহান বিষয়কে নিজেদের ভাষায় প্রকাশ করার সময় ঈদ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। যেদিন এই আনন্দ ও খুশীর বিষয় প্রকাশ বা সংঘটিত হইয়া থাকে সেই দিনকে ঈদের দিন বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। যেমনঃ বলা হয় যে, আজতো আমাদের ঈদের দিন অর্থাৎ আজ আমাদের খুশীর দিন। কোন বিশিষ্ট সম্মানিত ব্যক্তি বা কোন প্রিয়তম ব্যক্তির আগমন উপলক্ষে যে খুশী বা আনন্দ লাভ হয় তাহা প্রকাশের জন্য বলা হয়, আপনার আগমন আমাদের জন্য ঈদ। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর কোন সম্মানিত বা প্রিয়তম ব্যক্তির সাক্ষাত লাভের পর যে আনন্দ ও খুশী লাভ হয়, তাহা প্রকাশের জন্য বলা হয়। আপনার সাক্ষাতলাভই আমাদের জন্য ঈদ। আরবী সাহিত্যিকদের আরবী কাব্যে এইরূপ ক্ষেত্রে ঈদ শব্দের ব্যবহারের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমনঃ কোন এক কবি বলেন–

إِنَّ عِيْدِىْ يَوْمَ أَتَى حَبَّهُمْ

وَأَمْرُغُ فِىْ ثَرَاهُمْ مُقَلَّتِىْ

কবি তাহার প্রেমাস্পদের সহিত তাহার কতটুকু ভালবাসা ও মর্যাদা তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, যেই দিন আমার প্রেমাস্পদের জীবিতদের আগমন হয় সেইদিন আমার বাড়ীতে ঈদ হয়। আর আমি তাহাদের সন্তুষ্টির নিমিত্ত আমার সর্বস্ব বিলাইয়া দিতেও কুণ্ঠিত হই না।

অন্য এক কবি বলেন—

عِيْدٌ وَعِيْدٌ وَعِيْدٌ صِرْنَ مُجْتَمِعُهُ

وَجْهُ الْحَبِيْبِ وَعِيْدُ الْفِطْرِ وَالْجُمُعَهْ

উপরোক্ত পংক্তিদ্বয়ে কবি তাহার বন্ধুবরের আগমনে যে, কত আনন্দিত হইয়াছেন তাহার বর্ণনায় বলেন, আজ আমাদের বাড়িতে ঈদ, ঈদ ও ঈদ তিনটি ঈদ একত্রিত হইয়াছে।

১। বন্ধুবরের মুখ মণ্ডল, ২। ঈদুল ফিতর ও ৩। জুমুআ বা শুক্রবার।

এই অর্থেই সাধারণ লোকেরা হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জন্মদিনকে ঈদে মীলাদুন্নবী, ঈদে মৌলুদ,

ঈদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদ্দে ফাতিহা দুয়াযদাহুম বলিয়া থাকে।

জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, আমাদের মতে ইসলামে বৎসরে মাত্র ২টিই ঈদ।

১। ঈদুল ফিতর ২। ঈদুল আদ্বহা।

কিন্তু হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম দিনকে ঈদ হিসাবে নামকরণ না করিলেও উহার মর্যাদা এই দুই ঈদের মর্যাদা ও সম্মান হইতেও অনেক উর্দ্ধে ও উচ্চে। কেননা, ইসলামে আনন্দ, উৎসব ও নেক অর্জনের যত দিন পালিত হয় উহার মূল সূত্র এই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিনের সাথে গাঁথা। তাঁহার যদি জন্ম না হইত, তবে নুবুওয়াত লাভ হইত না।, ক্বোরআন নাযিল হইত না ইসরা বা মে'রাজ হইত না, হিজরত হইত না, বদরযুদ্ধে ফিরিশতাদের দ্বারা সাহায্য করাও হইত না, মহান মক্কা বিজয় হইত না। কেননা, এইসব কিছু হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহিত সংশ্লিষ্ট আর তাঁহার জন্মই হইল এই সবের মূল উৎস। তাঁহার জন্ম না হইলে এই সবের কিছুই হইত না।

এমনকি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আদ্বহাও হইত না। সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ আমীন কুতবী রাহিমাহুল্লাহু বলেন ঃ

يَا لَيْلَةَ الْاِثْنَيْنِ مَاذَا صَافَحَتْ

يُمْنَاكِ مِنْ شَرْفٍ أَشَمَّ وَمِنْ غِنٰى

كُلَّ اللَّيَالِىَ الْبِيْضِ فِى الدُّنْيَا لَهَا

نَسَبَ اِلَيْكِ فَأَنْتِ مِفْتَاحُ السِّنَا

فَالْقَدْرُ وَالْاَعْيَادُ وَالْمِعْرَاجُ مِنْ

حَسَنَاتِكِ الَّاتِىْ بَهَرْنَ الْاَعْيُنَا ـ

অর্থাৎ, হে সোমবার রাত্রি তোমার ডান হাত কোন সুগন্ধি ও অমুখাপেক্ষিতা স্পর্শ করিয়াছে?

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

যাহার ফলে দুনিয়ার সকল শুভ্র রাত্রিগুলি তোমার দিকে সম্পর্কিত হইতে প্রত্যাশী। অতএব তুমি সকল বিপদ মুক্তকারী।

অতএব লাইলাতুল ক্বাদর, ঈদসমূহ ও মে'রাজ রজনী আপনারই সৌন্দর্যে সৌন্দর্যমণ্ডিত যাহার ফলে চক্ষুযুগল দীপ্তিময় হয়।

মৌলুদ শরীফের মাহফিল ও তদুপলক্ষে একত্রিত হওয়া জায়েয হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের প্রতি আলোকপাত করা সমীচীন মনে করি।

প্রথমত ঃ আমরা আমাদের প্রিয় নেতা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম বৃত্তান্ত বা জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করণার্থে নিত্য, সর্বদা, সবসময়, যে কোন উপলক্ষে, যে কোন সুযোগে মাহফিলের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। ইহা দ্বারা আমরা খুশী, আনন্দ ও সন্তুষ্টি লাভ করিয়া থাকি। বিশেষতঃ তাঁহার জন্ম মাস রবিউল আউওয়াল মাসে ও তাঁহার জন্ম দিন সোমবারে বেশী বেশী মাহফিলের ব্যবস্থা করা হয়। কোন জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে এই সম্পর্কে এইরূপ প্রশ্ন করা সমীচীন নয় যে, তোমরা কেন এই মাহফিল কর? কেননা, এইরূপ প্রশ্ন করার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সে যেন এই কথাই বলিতেছে যে, তোমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এত আনন্দ প্রকাশ কর কেন? আর সে যেন ইহাও বলিতেছে যে, মে'রাজ অধিপতি সম্পর্কে তোমাদের এত আনন্দ ও সন্তোষ লাভ হয় কেন? যে মুসলমান বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নাই এবং সাক্ষ্য দেয় যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল, তাহার পক্ষে এইরূপ প্রশ্ন করা সম্ভব কি? কেননা, ইহা এত নিকৃষ্ট ধরনের প্রশ্ন যে, ইহার জবাব দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। প্রশ্নকৃত ব্যক্তি তাহার জবাবে শুধু এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে,

"আমি মৌলুদ শরীফের মাহফিল এই জন্য করি, যেহেতু আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধরাপৃষ্ঠে আগমনে প্রফুল্লিত ও আনন্দিত। যেহেতু আমি তাঁহাকে ভালবাসি। যেহেতু আমি একজন মু'মিন।"

দ্বিতীয়ত ঃ আমরা মাহফিলের অর্থ বুঝি যে, তাঁহার জীবনী আলোচনার জন্য একত্রিত হওয়া এবং তাঁহার উপর দুরূদ ও সালাম পেশ করা, তাঁহার প্রশংসায় যাহা আলোচনা করা হয় তাহা শ্রবণ করা, খানার ব্যবস্থা করা, ফকীর, মিসকীন ও অভাবী লোকদের সহিত সদ্ব্যবহার করা এবং রাসূল প্রেমিকদের অন্তরে আনন্দ ও সন্তোষ প্রবেশ করা।

তৃতীয়ত ঃ আমরা এই কথা বলি না যে, উক্ত মৌলুদ শরীফের মাহফিল নির্দিষ্ট বিশেষ রাত্রে ও বিশেষ নিয়মে পালন করিতে হইবে। আমাদের মতে শরীআত নামায-রোযা ইত্যাদি পালনার্থে যেইসব নিয়ম কানূন প্রকাশ্য বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই পালনীয়। কিন্তু মৌলুদ শরীফের মাহফিল সম্পর্কে শরীআত কোন নির্দিষ্ট নিয়ম কানূন বর্ণনা করে নাই এবং উহা পালন করিতে নিষেধও করে নাই। কেননা, আল্লাহার যিকির এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দুরূদ ও সালাম পেশ করার জন্য একত্রিত হওয়া উত্তম কাজ। যখনই সম্ভব হয় তখনই গুরুত্বের সহিত একত্রিত হইয়া অনুষ্ঠান করা উচিত। বিশেষতঃ তাঁহার জন্মের মাস রবিউল আউয়াল মাসে এইরূপ অনুষ্ঠান করার বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। কেননা আহ্বানকারী এই মাসে লোকদের এই মাহফিলে একত্রিত করিতে উৎসাহ বোধ করে এবং এই পথে দান-ছদক্বাকারীদের পরিচয় লাভ ঘটে। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে যে, লোকেরা একে অন্যকে ইহাতে দাওয়াত দিয়া আসিতেছে। অতপর উপস্থিত লোকেরা অতীতের লোকদের আলোচনা করে এবং উপস্থিত লোকেরা অনুপস্থিতদের নিকট এই খবর পৌঁছাইয়া দেয়।

চতুর্থত ঃ এই সকল সমাবেশ লোকদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করার সুবর্ণ সুযোগ। এ সোনালী সুযোগ যেন হাতছাড়া না হয় তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি রাখা উচিত। বরং আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীদের ও আলেমদের কর্তব্য যে, তাহারা উম্মাতে মুহাম্মদীকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্র, শিষ্টাচার, চাল-চলন, আচার-আচরণ, কাজ -কারবার ও ইবাদাত সম্পর্কে অবহিত করে উপদেশ প্রদান করা। আর তাহাদেরকে কল্যাণ ও সাফল্যের পথের দিকে উপদেশ প্রদান এবং বিপদ, বেদআত ও ক্ষতিকর পথ হইতে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করা। আমরা সর্বদা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে এই দিকে লোকদের আহ্বান করি এবং আমরা এই সকল নেককাজে অংশগ্রহণ করি আর লোকদের বলি ঃ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

এই সকল সমাবেশের উদ্দেশ্য শুধু লোক দেখানোর জন্য সমবেত হওয়া নয়। বরং এই সকল সমাবেশ এক মহান উদ্দেশ্য সাধনের মহান ওসীলা মাত্র। আর তাহা ইহল এই, যাহা পূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। যেই ব্যক্তি তাহার দীনের দ্বারা কোন উপকার সাধন করিতে পারে নাই। সে মৌলুদ শরীফের কল্যাণ হইতেও বঞ্চিত।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মদিবস কে সর্ব প্রথম পালন করিয়াছেন?

যাহার জন্মদিবস তিনিই অর্থাৎ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই সর্বপ্রথম তাঁহার জন্ম দিবস পালন করিয়াছেন। যেমন মুসলিম শরীফে এক সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি সোমবারে রোযা রাখা সম্পর্কে কোন এক সাহাবী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছেন যে, "এইদিন আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি।" মৌলুদ শরীফের মাহফিল বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মদিবস পালন করা জায়েয হওয়া সম্পর্কে এই দলীলই অধিক বিশুদ্ধ ও অধিক স্পষ্ট। (কেননা, এই হাদীসের দ্বারা যখন প্রমাণিত হইল যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে সোমবার রোযা রাখিয়া নিজের সাপ্তাহিক জন্মদিবস পালন করিয়াছেন। অতএব আমরা রোযা, ছদক্বাহ-খয়রাত, ওয়াজ মাহফিল, মৌলুদ মাহফিল, সীরাত মাহফিল ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁহার সাপ্তাহিক বা বার্ষিক জন্মদিবস পালন করাও জায়েয। আর জায়েয বিষয় স্পষ্ট নিষিদ্ধ সময় ছাড়া আর সকল সময় করাও জায়েয। আর ক্বোরআন ও হাদীসের কোথাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিবস পালন করা বা মৌলুদ শরীফের মাহফিল করা নিষিদ্ধ বলিয়া কোন নির্দেশ আসে নাই। অতএব যে কোন সময় মৌলুদ শরীফের মাহফিল করা জায়েয।

অতএব যাহারা বলে যে, মৌলুদ শরীফের মাহফিল সর্বপ্রথম ফাতেমী বাদশাহগণ করিয়াছেন, তাহাদের এই কথা বিশ্বাস করা যাইবে না। কেননা, তাহারা হয়ত অজ্ঞতা বশতঃ এই কথা বলিতেছে অথবা সত্য হইতে চোখ বুঝিয়া উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া অসত্য কথা বলিতেছে।

আল্লামা হাফেজ ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর অভিমত

ইমাম হাফেয আবূল ফজল আহমদ ইবনু হাজার আলআসক্বালানী বলেন, আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, মৌলুদ শরীফের মাহফিল একটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত। আর তাহা এই যে, সহীহ বুখারী শরীফ ও সহীহ মুসলিম শরীফে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা আগমনের পর দেখিতে পাইলেন যে, ইহূদীরা মুহাররাম মাসের ১০ তারীখে আশূরার রোযা রাখে। অতপর তিনি তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমরা এই দিন রোযা রাখ কেন? তাহারা উত্তরে বলিল যে, এইদিন আল্লাহ তাআলা ফেরআউনকে পানিতে ডুবাইয়া মারিয়াছেন আর মূসা আলাইহিসসালামকে রক্ষা করিয়াছেন। তাই আমরা এই দিন আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে রোযা রাখি। অতপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, আমরা তোমাদের থেকে মূসা আলাইহিস্ সালামের অধিক নিকটতম। অর্থাৎ আমরা মূসা (আঃ) এর সুন্নাত পালনের জন্য তোমাদের হইতে অধিক নিকটবর্তী।

অতএব এই বর্ণনা হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ প্রাপ্তি অথবা বিপদ মুক্তির জন্য আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করা কর্তব্য। আর যেই নির্দিষ্ট দিনে এই অনুগ্রহ লাভ হইয়াছে অথবা বিপদ হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে প্রতি বৎসর অনুরূপ সেইদিন পুনঃপুনঃ আল্লাহর শোকর আদায় করা উচিত। আল্লাহ তাআলার শোকর বিভিন্ন প্রকারের ইবাদাতের মাধ্যমে আদায় করা যাইতে পারে। যেমন–নামাযের মাধ্যমে সাজদাহ করিয়া, রোযা রাখিয়া, ছদক্বাহ খয়রাত করিয়া এবং ক্বোরআন তেলাওয়াত করিয়া ইত্যাদি। আর করুণার আধার আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধরাপৃষ্ঠে আগমনের দিন হইতে মহান অনুগ্রহের আর কোন দিন হইবে? আল্লাহ তাআলা পবিত্র ক্বোরআনে বলেন,

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ - (سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرَانَ ايت - ١٦٤)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

"আল্লাহ তাআলা মু'মিনদের মধ্য থেকে তাহাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করিয়া তাহাদের উপর বিরাট অনুগ্রহ করিয়াছেন।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৬৪)

আল্লামা হাফেয জালালুদ্দীন সূয়ূতী (রহঃ)-এর অভিমত

আল্লামা সূয়ুতী (রহঃ) বলেন, আমার মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম দিবস পালনের সূত্রের ভিত্তি আরেকটি আর তাহা এইযে, ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) তাঁহার সংকলিত হাদীস গ্রন্থে হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হইতে একটি হাদীস সংকলন করিয়াছেন যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াতলাভের পর নিজের আক্বীক্বাহ নিজে আদায় করিয়াছেন। অথচ বর্ণিত আছে যে, তাঁহার জন্মগ্রহণের সপ্তম দিনে তাঁহার পক্ষ হইতে আক্বীকাহ করিয়াছেন। আর ইহাও প্রমাণিত যে, দ্বিতীয় বার পুনরায় আক্বীক্বাহ করিতে হয় না। তবুও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কাজ করার কারণ এই যে, যেহেতু আল্লাহ তাআলা তাহাকে নুবুওয়াত দান করিয়া বিশ্বগজতের করুণা ও তাঁহার উম্মতের জন্য তাঁহাকে নতুন শরীআত বিশিষ্ট রাসূল হিসাবে সম্মানিত করার শুকরিয়া প্রকাশার্থে এই আক্বীক্বাহ করিয়াছেন।

অত্রএব আমাদের জন্যও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম দিবস উপলক্ষে ভাই বন্ধুগণকে একত্রিত করিয়া আলোচনা করা, মেহমানদারী করা ইত্যাদি যেই সকল ইবাদাত দ্বারা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করা যায় তাহা করা ও আনন্দ প্রকাশ করা মুস্তাহাব।

আল্লামা হাফেয শামসুদ্দীন আলজাযরী (রহঃ)-এর অভিমত

আল্লামা সূয়ূতী (রাহঃ) বলেন, অতপর আমি দেখিতে পাইলাম যে, ইমামুলক্বোররা হাফেয শামসুদ্দীন আলজাযরী (রাহঃ) তাঁহার রচিত "আরফুত্তা'রীফ বিলমাওলাদিশ শারীফ" নামক কিতাবে লিখিয়াছেন, বর্ণিত আছে যে, আবূলাহাবের মৃত্যুর পর কেহ তাহাকে স্বপ্নে দেখিতে পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, তুমি কেমন আছ ? সে উত্তরে বলিল, "জাহান্নামের আগুনে জ্বলিতেছি। কিন্তু প্রতি সোমবার রাত্রে আমার থেকে কিছু শাস্তি লাঘব করা হয়। আর তাহার আঙ্গুলের মাথার প্রতি ঈঙ্গিত করিয়া বলিল যে, আমি আমার এই দুই অঙ্গুলির মধ্যখানে এই পরিমাণ পানি চোষণ করিয়া শান্তি লাভ করি। ইহা এই কারণে যে, আমার দাসী 'সুওয়াইবাহ' আমাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মগ্রহণের সুসংবাদ দিবার কারণে তাহাকে আযাদ করিয়া দিয়াছিলাম এবং সে তাঁহাকে দুধপান করাইয়াছিল।"

অতপর আবূলাহাব কাফির যাহার তিরস্কারে ক্বোরআনে সূরা নাযিল হইয়াছে, সে যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মগ্রহণের সুসংবাদ শুনিয়া আনন্দিত হওয়ার কারণে তাঁহার জন্মগ্রহণের রাত্রে জাহান্নামের আগুনে থাকিয়া এই পুরস্কার প্রাপ্ত হয়! তবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুসলিম উম্মত, যে আল্লাহকে একক সত্তা হিসাবে বিশ্বাস করে, সে যদি রাসূলুল্লাহর জন্মদিনে আনন্দ প্রকাশ করে এবং তাহার মহব্বতে তাহার সাধ্যানুযায়ী ছদক্বাহ খয়রাত করে, তবে তাহার কি অবস্থা হইবে?

আমার জীবনের শপথ! মহান দাতা আল্লাহ তাআলা তাঁহার নিজ অনুগ্রহে ঐ ব্যক্তিকে অবশ্যই নেআমতপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

আল্লামা হাফেয শামসুদ্দীন ইবনু নাসিরুদ্দীন দামেশকী (রহঃ)-এর অভিমত।

আল্লামা হাফেয শামসুদ্দীন ইবনু নাসিরুদ্দীন দামেশক্বী (রহঃ) তাঁহার রচিত "মাওরিদুচ্ছাওয়ী ফী মাওলাদিল্‌হাদী" নামক কিতাবে বলিয়াছেন ঃ

ইহা সঠিক যে, আবূ লাহাব কাফির হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মগ্রহণের সুসংবাদ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া সুসংবাদ দাত্রী দাসী সুওয়াইবাহকে আযাদ করার কারণে প্রতি সোমবার রাত্রে তাহার শাস্তি লাঘব করা হয়। তারপর তিনি নিম্নোক্ত কবিতাগুলি পাঠ করেন।

إِذَا كَانَ هٰذَا كَافِرًا جَاءَ ذَمُّهُ
بِتَبَّتْ يَدَاهُ فِى الْجَحِيْمِ مُخَلَّدًا
أَتٰى أَنَّهُ فِىْ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ دَائِمًا
يُخَفَّفُ عَنْهُ لِلسُّرُوْرِ بِأَحْمَدَا
فَمَا الظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِىْ طُوْلَ عُمْرِهِ
بِأَحْمَدَ مَسْرُوْرًا وَمَاتَ مُوَحِّدًا ـ

অর্থঃ- এই কাফির যাহার কুৎসা তাব্বাত ইয়াদা সূরায় আসিয়াছে যে, সে চির জাহান্নামী। সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের সুসংবাদ শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করায় প্রতি সোমবারে তাহার শাস্তি লাঘব করা হয়। আর যেই বান্দাহ সারা জীবন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মগ্রহণে আনন্দ প্রকাশ করে এবং মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করে তাহার সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা ?

অর্থাৎ একজন কাফির কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা সত্তেও হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মগ্রহণের সুসংবাদ শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ করার কারণে সে চিরজাহান্নামী কাফিরের যখন প্রতি সোমবার

রাত্রে তাহার শাস্তি লাঘব করা হয়। তখন একজন মুমিন, যে মুমিন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে এবং চিরজীবন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মগ্রহণে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে সে যে চির জান্নাতী হইবে তাহাতে কি কেহ সন্দেহ পোষণ করিতে পারে? কক্ষনই না, নিশ্চিত সেই ব্যক্তি চির জান্নাতী হইবে।

টীকা ঃ আল্লামা হাফেয সুয়ূতী (রাহঃ) রচিত "হুসনুল মাক্বছাদ ফী আমালিল মৌলুদ' নামক কিতাবেও এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মদিবস পালনে আমাদের কি রোযা রাখা শর্ত?

কেহ যদি এই প্রশ্ন করে যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জন্ম দিবস পালনে রোযা রাখিয়াছেন। আর তোমরা এই দিন লোকদের একত্রিত করিয়া মাহফিল ইত্যাদি করিতেছ এবং অন্যান্য সওয়াবের কাজ করিতেছ যাহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এইদিন করেন নাই। আর ইহা কি বেদআতের অন্তর্ভুক্ত নয়?

জবাব ঃ নিঃসন্দেহে ইহা জন্মদিবস পালনের ধরন ও ধারণের উপর নির্ভরশীল। আর সাধারণ ধরনটি গবেষণার বিষয়, ইহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। কেননা, আমাদের আলোচ্য বিষয় হইল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মদিবস পালন করা কি সলফে ছালেহীনের যুগ হইতে প্রমাণিত না কি প্রমাণিত নয়? কিন্তু কিভাবে পালনীয়? আর কিভাবে ইহার গুরুত্ব সম্পাদন করা হইবে? উম্মতের জন্য ইহার পথ প্রশস্ত, তাহারা তাহাদের গবেষণা, চিন্তাধারা ও অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিবে। গবেষণামূলক বিষয়ে এইরূপ অনেক উদাহরণ বিদ্যমান আছে যে, যাহার মূল কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, অথচ পরবর্তীতে উহার ধরন ও ধারণ পরিবর্তন করা হইয়াছে। উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য এইরূপ দশ বিশ নয় শত শত উদাহরণ বিদ্যমান আছে। প্রথমতঃ আমরা ক্বোরআন কারীমের উদাহরণ পেশ করিতে পারি। যাহা পাঠের ফযীলত, মুখস্থ করার ফযীলত, শিক্ষা করার মর্যাদা তথা ক্বোরআন অধ্যয়নকারীদের ও ক্বোরআন শিক্ষাদাতাদের ফযীলত ও মর্যাদা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

সম্পর্কে কাহারও দ্বিমত নাই। কিন্তু তাহার প্রকাশ, শিক্ষা ও হিফয করার কি কোন নিয়ম পদ্ধতি নির্ধারিত আছে, যাহা অবশ্যই পালন করিতে হইবে?

তাহার জবাব ইহাই হইবে যে, না, ক্বোরআন পাঠকের জন্য অবশ্য পালনীয় কোন ধরন বা পদ্ধতি নাই।

বাস্তব তাহার সম্মুখেই প্রকাশ এবং সূর্যের থেকেও উজ্জ্বল দীপ্তিময়। সে দেখিতে পাইবে যে, ক্বোরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য ক্বোরক্বানিয়া মাদরাসাহর প্রচলন আছে, সভা সমিতির ব্যবস্থা আছে, পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা আছে, সনদপত্র প্রদানের ব্যবস্থা আছে, আলোচনা সভা এবং প্রতিযোগীতার নিয়ম আছে। আরো দেখা যাইবে যে, পবিত্র ক্বোরআনের ক্যাসেট বাহির হইয়াছে, টেপ রেকর্ড করা হইয়াছে, নূতন নূতন যন্ত্রাদির মাধ্যমে, ছাপাখানা ও ক্বোরআন প্রকাশনা সংস্থার মাধ্যমে ক্বোরআন প্রকাশ করা হইতেছে। বিভিন্ন প্রকারের ছাপায়, পাতায় অর্থাৎ কাগজে, আকার–আকৃতিতে, লেখায়, হরফে, রং-রূপে, বিভিন্ন প্রকারের বাঁধাই ও আবয়বে, আয়তনে, অসংখ্য প্রকারের গৌরবময় কারিগরিতে, রং বেরংয়ে প্রকাশ করা হইতেছে। যাহা দেখিয়া দর্শকবৃন্দ সন্তুষ্ট হয় এবং মু'মিনগণের চক্ষু শীতল হয়।

এই সব কিছু কি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় ছিল?

ইহার জবাবে ইহাই বলিতে হইবে যে, এই সবের কিছুই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যামানায় এমন কি সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনদের যামানায়ও ছিল না। তাই এই সব বেদআত। তবে এই বেদআতকে বেদআতে হাসানাহ বলে। আর তাহা জায়েয ও উত্তম।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৌলুদ শরীফ পালন করা জায়েয হওয়া সম্পর্কে দলীলসমূহ

প্রথম দলীল ঃ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম এর মৌলুদ শরীফ পালন করা বা মৌলুদ শরীফের মাহফিল করার অর্থ ঃ হযরত মুহাম্মাদ মুসত্বাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মগ্রহণে খুশী ও আনন্দ প্রকাশ করা। উহা দ্বারা একজন কাফির ব্যক্তিও উপকৃত হইয়াছে।

নবম দলীলে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে। কেননা, উভয় দলীলের মূল সূত্র এক। যদিও উভয় দলীলের ধরনের একটু বিভিন্নতা আছে। এইখানে এই পর্যন্তই বলিলাম,ইহার বেশী বলা প্রয়োজন মনে করি না বা দ্বিরুক্তি করিলাম না। বুখারী শরীফে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আবুলাহাব কাফির যে কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে। হযরত মুহাম্মদ মুসত্বাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের সুসংবাদ শ্রবণে সংবাদ দাত্রী তাহার দাসী সুওয়াইবাহ (রাঃ)-কে আযাদ করিয়া দেওয়ার কারণে প্রতি সোমবারে তাহার শাস্তি লাঘব করা হয়।

এই সম্পর্কে হাফেয শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনু নাসিরুদ্দীন দামেশক্বী (রহঃ) বলেন,

إِذَا كَانَ هٰذَا كَافِرًا جَاءَ ذَمُّهُ
بِتَبَّتْ يَدَاهُ فِى الْجَحِيْمِ مُخَلَّدًا
أَتٰى أَنَّهُ فِىْ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ دَائِمًا
يُخَفَّفُ عَنْهُ لِلسُّرُوْرِ بِأَحْمَدًا
فَمَا الظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِىْ طُوْلَ عُمْرِهِ
بِأَحْمَدَ مَسْرُوْرًا وَمَاتَ مُوَحِّدًا ـ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

অর্থাৎ এই কাফির যাহার কুৎসা 'তাব্বাদ ইয়াদা' সূরায় আসিয়াছে যে, সে চির জাহান্নামী। সে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের সুসংবাদ শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করায় প্রতি সোমবারে তাহার শাস্তি লাঘব করা হয়। আর যেই বান্দাহ সারা জীবন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম গ্রহণে আনন্দ প্রকাশ করে এবং মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করে তাহার সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা?

এই হাদীসটি ইমাম বুখারী (রাহঃ) তাঁহার ছহীহ বুখারী শরীফে বিবাহ অধ্যায়ে তালীক্বান বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রাহঃ) স্বীয় 'ফতহুলবয়ান' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবদুর রায়যাক্ব সানআনী (রাহঃ) 'মুছান্নিফ' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, ইমাম হাফেয বয়হাক্বী (রাহঃ) স্বীয় রচিত 'দালায়িলুন্নুবুওয়াত' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লামা ইবনু কাসীর (রাহঃ) স্বীয় রচিত 'সীরাতু নুবুওয়ীয়াহ' নামক গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ২২৪ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লামা ইবনু বাদী' শাইবানী (রাহঃ) স্বীয় রচিত 'হাদায়িকুল আনওয়ার' নামক গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ১৩৪ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লামা হাফেয ইমাম বুগাভী (রাহঃ) স্বীয় রচিত 'শরহুস্‌সুন্নাহ' নামক গ্রন্থের নবম খন্ডের ৭৬ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লামা ইবনু হিশাম (রাহঃ) ও সুহাইলী (রাহঃ) রাউদ্বুলউনুফ নামক গ্রন্থের পঞ্চম খন্ডের ১৯২ পৃষ্টায় বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লামা আমেরী (রাহঃ) স্বীয় রচিত 'বাহজাতুল মাহাফিল' নামক গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ৪১ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করিয়াছেন, এই সকল বর্ণনার সূত্র মুরসাল হইলেও ইমাম বুখারী (রাহঃ) ইহা বর্ণনা করায় ইহা গ্রহণযোগ্যতা লাভ করিয়াছে এবং হাফেযুলহাদীস আলেমগণও ইহাতে বিশ্বস্ত হইয়াছেন। যেহেতু ইহা মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্টের বিষয়, হালাল ও হারামের বিষয় নয়। জ্ঞানান্বেষীগণ মাহাত্ম্য ও বিধান সম্পর্কীয় হাদীসের দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্যতার পার্থক্য সম্পর্কে বিশষ ভাবে অবহিত আছেন। কাফিররা তাহাদের নেক আমলের প্রতিদান পাইবে কিনা এ সম্পর্কে শরীআতের বিজ্ঞ আলেমগণের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। এই ক্ষেত্রে সেই বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করার অবকাশ নাই।

এই বিষয়ের দলীলের মূল সূত্র হইল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দোআয় তাহার চাচা আবূ ত্বালিবের শাস্তি লাঘব হওয়ার সহীহ হাদীস।

দ্বিতীয় দলীল ঃ যেহেতু হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় জন্মদিবসের সম্মান প্রদর্শন করিতেন, তাঁহার উপর আল্লাহ তাআলা মহান অনুগ্রহ দান করায় এবং তাঁহার উপর অনুগ্রহ প্রদান করতঃ তাঁহার অস্তিত্ব দান করায় তিনি এই তারিখে তাঁহার শোকর আদায় করিতেন। কেননা, তাঁহার আগমনে সৃষ্টিকুলের সকলেই সৌভাগ্যলাভ করিয়াছে। আর তিনি রোযার মাধ্যমে এই শোকর আদায় করিতেন। যেমন হযরত আবূ ক্বাতাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হইতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবারে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইয়া তদুত্তরে বলিলেন, "আমি এই দিন জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আর এই দিনই আমার উপর ক্বোরআন নাযিল হইয়াছে।" ইমাম মুসলিম (রাহঃ) স্বীয় মুসলিম শরীফের সিয়াম অধ্যায়ে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহাই হইল জন্মদিবস পালনের অর্থ। কিন্তু ইহার ধরন বিভিন্ন প্রকার। কিন্তু তাহার মূল অর্থ বর্তমান। চাই উহা রোযার মাধ্যমে পালন করা হউক, অথবা খাদ্য খাবারের মাধ্যমে হউক, অথবা যিকিরের সমাবেশের মাধ্যমে হউক, অথবা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দুরূদ ও সালাম পেশের মাধ্যমে হউক, যেমন আমরা মৌলুদ শরীফের মাহফিলের মাধ্যমে আদায় করিয়া থাকি। অথবা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মানিত চারিত্রিক গুণসমূহ আলোচনার মাধ্যমে হউক।

তৃতীয় দলীল ঃ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মগ্রহণে বা তাঁহার আগমনে আনন্দ প্রকাশ করা ক্বোরআনের আদেশ দ্বারা নির্দেশিত। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا (سورة يونس ايت ٥٨)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

অর্থাৎ ঃ হে রাসূল! (সাঃ] আপনি বলুন, আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও করুণায়। অতত্রব তাহাদের ইহার জন্য আনন্দ প্রকাশ করা উচিত।

(সূরা ইউনুস, আয়াত ৫৮)

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁহার করুণা লাভের কারণে আনন্দ প্রকাশ করিতে নির্দেশ দান করিয়াছেন। বস্তুতঃ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই হইলেন আমাদের উপর আল্লাহ তাআলার মহান করুণা। পবিত্র ক্বোরআনে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ - (سورة الانبياء - ايت - ١٠٧)

অর্থাৎ আমি তো আপনাকে শুধু সৃষ্টি কুলের করুণা হিসাবেই প্রেরণ করিয়াছি। (সূরা আলআম্বিয়া, আয়াত ১০৭)

এই উম্মতের বিশিষ্ট নেতা, পবিত্র ক্বোরআনের মহা ভাষ্যকার সাহাবী হযরত ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা এর তাফসীর ইহার সহযোগীতা করে।

হযরত আবূশ্ শাইখ (রাহঃ) হযরত ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা হইতে বর্ণনা করেন যে, ফাদ্বলুল্লাহ অর্থ ইলম আর 'রাহমাতুহু' অর্থ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

প্রমাণ ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ -

অর্থ ঃ আমি আপনাকে শুধু সৃষ্টি কুলের রাহমাত হিসাবেই প্রেরণ করিয়াছি।[১] (সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত ১০৭)

টীকা ঃ (১) তাফসীর আদ্দুররুল মানসূর, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩০৮।

অতত্রব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনে সর্বদা, সকল পুরস্কার ও অনুগ্রহ লাভের সংলগ্নেই আনন্দ প্রকাশ করা কর্তব্য। বিশেষত প্রতি সোমবারে, রবিউ'ল আউয়াল মাসে শক্তি সার্মথ্য ও সময়ের উপযোগীতায় আনন্দ প্রকাশ করা বাঞ্ছণীয়। আর ইহা জানা কথা যে, সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও আহমক ও পাগল ভিন্ন আর কেহ যথাসময়ে এই আনন্দ প্রকাশ হইতে বিরত থাকে না।

চতুর্থ দলীল ঃ হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতীতে কোন সময় দীনী কোন বিরাট কাজ সংঘটিত হইলে তিনি উহার মর্যাদা প্রদান করিতেন। অতপর ঐ সময় আসিলে অর্থাৎ যেই তারিখে ঐ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল ঐ তারিখ আসিলেই তিনি ঐ তারিখের সম্মান প্রদর্শন করিতেন। কেননা, এই তারিখেই তো অতীতে এই ঘটনাটি সংঘটিত হইয়াছিল। অতএব এই তারিখই উহার ক্ষেত্র।

হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জীবনে এই নিয়মকে মূলনীতি হিসারে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যেমন সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আগমনের পর দেখিতে পাইলেন যে, ইহুদীগণ আশূরার দিন অর্থাৎ মুহাররমের দশ তারিখে রোযা রাখে, তিনি তাহাদিগকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, এইদিন তাহাদের রোযা রাখার কারণ এই যে, এইদিন আল্লাহ তাহাদের নবীকে রক্ষা করিয়াছেন এবং তাহাদের শত্রুকে পানিতে ডুবাইয়াছেন। অতএব তাহারা এইদিন আল্লাহ তাআলার এই নে'আমতের শুকরিয়া আদায় করণার্থে রোযা রাখে। অতপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, আমরা মূসা আলাইহিস সালামের অনুসরণের অধিক যোগ্য। অতত্রব তিনি নিজেও এই তারিখে রোযা রাখেন এবং সাহাবীগণকেও এই তারিখে রোযা রাখিতে নির্দেশ দান করেন।

পঞ্চম দলীল ঃ মৌলুদ শরীফ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি দুরূদ ও সালাম পেশ করিতে অনুপ্রেরণা যোগায়। যাহা আল্লাহ তাআলার এই বাণী দ্বারা নির্দেশিত।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ (سُوْرَةُ الْاَحْزَابِ - ايت - ٥٦)

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা ও তাঁহার ফিরিশতাগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দুরূদ পাঠ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরাও তাঁহার উপর দুরূদ পাঠ কর এবং যথাযথভাবে সালাম পেশ কর।

(সূরা আল-আহযাব, আয়াত ৫৬)

ওলামায়ে কেরামের নিকট এই বাক্যটি সর্বজন স্বীকৃত যে, শরীআত নির্দেশিত কাজটি আদায় করিতে যে কাজটি অনুপ্রেরণা যোগায় উহাও শরীআত নির্দেশিত বলিয়া পরিগণিত হয়। (অতএব মৌলুদ শরীফও শরীআত নির্দেশিত বলিয়া পরিগণিত হইবে।) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দুরূদ পাঠে অনেক উপকার সাধিত হয় এবং সাহায্য লাভ হয়। এই সম্পর্কে এত অসংখ্য হাদীস বর্ণিত আছে যাহার আলোকচ্ছটার প্রকাশ কলম বর্ণনা করিতে অক্ষম।

ষষ্ঠ দলীল ঃ মৌলুদ শরীফের মাহফিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মগ্রহণ, তাঁহার মুজিযাসমূহ, তাঁহার জীবনালেখ্য ও তাঁহার পরিচিতি বা প্রশংসারাজি বর্ণনা করা হয়। আমরা কি তাঁহার পরিচয় লাভ করিতে নির্দেশিত,তাঁহার অনুরণ করিতে নির্দেশিত, তাঁহার আমলসমূহকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিতে, তাঁহার মুজিযাসমূহ বিশ্বাস করিতে, তাঁহার নিদর্শনসমূহ অন্তঃকরণের সহিত বিশ্বাস করিতে আদিষ্ট হই নাই? (এই প্রশ্নের জবাবে অবশ্য ইহাই বলিতে হইবে যে, আমরা নিশ্চয়ই আদিষ্ট হইয়াছি।) আর মৌলুদ শরীফের কিতাবসমূহে ও মাহফিলসমূহে এইসব বিষয়ই আলোচনা করা হয়।

সপ্তম দলীল ঃ মৌলুদ শরীফের মাহফিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গুণরাজি ও উত্তম আদর্শসমূহ আলোচনা করিয়া আমাদের উপর যে তাঁহার অসংখ্য ঋণ রহিয়াছে তাহার কিছু পরিশোধ করার চেষ্টা করা হয়। কবিগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর

জীবদ্দশায় তাঁহার প্রশংসামূলক কবিতাসমূহ পাঠ করিয়া তাঁহার দরবারে উৎসর্গ করিতেন, তিনি তাহাদের এই কাজে সন্তোষ প্রকাশ করিতেন, এবং তাহাদের উত্তম পুরস্কার ও দোআয় ভূষিত করিতেন। যাহারা তাঁহার প্রশংসামূলক কবিতা পাঠ করিত ও লিখিত তিনি যখন তাহাদের এই কাজে সন্তোষ প্রকাশ করিতেন, তখন যাহারা তাঁহার সম্মানিত উত্তম চরিত্ররাজি বর্ণনা করিবেন বা একত্রিত করিয়া কিতাবে সন্নিবেশিত করিবেন, তাহাদের উপর কেন সন্তুষ্ট হইবেন না ? (অবশ্যই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন!) মৌলুদ শরীফের মাহফিলে এইসব মহৎ কার্যাবলী সম্পাদন করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহব্বত ও সন্তোষ আকর্ষণ করিয়া তাঁহার নৈকট্যলাভের চেষ্টা করা হয়।

অষ্টম দলীল ঃ হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উত্তম চরিত্ররাজি, মুজিযাসমূহ, নবুওয়াত লাভের পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহ সম্পর্কে অবহিত হওয়া, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি পূর্ণ ঈমান ও অধিক মহব্বতের প্রমাণ বহন করে। কেননা, মানুষ সাধারণতঃ সৃষ্টিগত ও চারিত্রিক,ইলম ও আমল, বাস্তব অবস্থা ও বিশ্বস্ততায় সৌন্দর্যের ভালবাসার পিয়াসী। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্র ও স্বভাব হইতে অধিক সুন্দর, অধিক পরিপূর্ণ ও অধিক উত্তম চরিত্র স্বভাব আর কাহারও হয় নাই, হইতে পারে না এবং হইবে ও না। আর অধিক ভালবাসা ও পূর্ণ ঈমান উভয়টিই শরীআতের পক্ষ হইতে নির্দেশিত। আর যাহা দ্বারা এই উভয়টি প্রামণিত হয় উহা শরীআত কর্তৃক নির্দেশিত বলিয়া পরিগণিত হইবে। যেমনঃ আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে ঈমান পরিপূর্ণ করার জন্য মু'মিনগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ـ (سورة النساء ايت - ١٣٦)

অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তাআলা ও তাঁহার রাসূলের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর। (সূরা আন্‌নিসা আয়াত ১৩৬)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

কেননা, মু'মিনগণ তো আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই মু'মিন হইয়াছে। আবার মু'মিনগণকে ঈমান আনা বা বিশ্বাস স্থাপন করার নির্দেশ দেওয়ার অর্থই হইল, কামিল ঈমান আনা বা পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা। বস্তুতঃ আল্লাহ তাআলা ও তাঁহার রাসূলের পূর্ণ পরিচয় লাভ করিতে হইবে। রাসূলের পরিচয় লাভের জন্য তাঁহার জীবনালেখ্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। আর এই জ্ঞান লাভের প্রধান উপায় হইল, "মৌলুদ শরীফের মাহফিল" যাহাতে তাঁহার জীবনালেখ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। আর তাঁহার জীবনীগ্রন্থ পাঠ করিলেও সেই জ্ঞানলাভ হয়।

আর আল্লাহর ভালবাসা লাভ করিতে হইলেও তাঁহার রাসূলের অনুসরণ করিতে হইবে। যেমনঃ আল্লাহ তাআলা পবিত্র ক্বোরআনে বলেন ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ (سورة ال عمران – ايت ٣١)

অর্থাৎ (হে রাসূল !) আপনি বলুন, তোমরা যদি আল্লাহর সহিত ভালবাসা স্থাপন করিতে চাহ, তবে তোমরা আমার অনুসরণ কর তাহলে আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

(সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১)

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমস্ত সৃষ্টি হইতে অধিক ভাল না বাসিলেও পূর্ণ মু'মিন হইবে না। যেমন ঃ বুখারী শরীফে ও মুসলিম শরীফে একটি হাদীস বর্ণিত আছে,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের কেহ পূর্ণ মু'মিন হইতে পারিবে না, যেই পর্যন্ত না আমি তাহার নিকট তাহার পিতা-মাতা, তাহার সন্তান সন্তুতি ও সকল মানুষ হইতে অধিক প্রিয় হই। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

নবম দলীল ঃ হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মান করা শরীআতে প্রামণিত। যেমন ঃ আল্লাহ তাআলা পবিত্র ক্বোরআনে বলেন ,

اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ـ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا (سُوْرَةُ الْفَتْحِ – ايت ٨ – ٩)

অর্থাৎ ঃ (হে রাসূল!) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে, সাক্ষী, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি। যেন (হে মুমিনগণ !) তোমরা আল্লাহ তাআলা ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আন, তাঁহাকে সাহায্য কর, সম্মান কর এবং সকাল ও সন্ধায় আল্লাহ তাআলার তাসবীহ পাঠ কর।

(সূরা আলফাতাহ, আয়াত ৮-৯)

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁহার রাসূলের সম্মান করার নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার জন্মদিবসে আনন্দ প্রকাশ করা, মেহমানদারীর ব্যবস্থা করা, তাঁহার জীবন চরিত আলোচনা করার উদ্দেশ্যে সভা সমাবেশের আয়োজন করা, ফকীর মিসকীনদের প্রতি দান খয়রাত করা, আল্লাহ তাআলা আমাদিগকে তাঁহার সঠিক দীন গ্রহণের তাওফীক দান করিয়াছেন এবং আমাদের হেদায়াত করার জন্য তাঁহার সর্বোত্তম রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই ধরা ধামে প্রেরণ করিয়া আমাদের উপর যে কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তাহার জন্য সন্তোষ, আনন্দ ও আল্লাহর শোকর প্রকাশ করাও সম্মান প্রদর্শনের সর্বাধিক বহিঃপ্রকাশ।

দশম দলীল ঃ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী যাহা তিনি জুমুআর দিনের ফযীলত সমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "তুমি মনে রাখিও যে, এইদিন হযরত আদম আলাইহিস্ সাল্লামকে সৃষ্টি করা হইয়াছে।"

ইহা দ্বারা আল্লাহ তাআলার নবীগণ আলাইহিমুস্ সালামের যে কোন নবীর প্রমাণিত জন্মদিবসের সম্মান প্রদর্শন করা জায়েয বলিয়া প্রমাণিত হয়। অতএব নবীগণের সেরা নবী ও রাসূললগণের মহা সম্মানিত রাসূল সাল্লাল্লাহু

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মদিবসের সম্মান প্রদর্শণ সম্পর্কে তোমরা কি ধারণা কর ?

তাঁহার জন্মদিবসেই শুধু তাঁহার সম্মান প্রদর্শণ করা নির্দিষ্ট নয়। বরং ঐ দিন বিশেষ ভাবে সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে এবং অনুরূপ দিনসমূহে ও যখনই তাহা আসিবে তখনই সাধারণ ভাবে সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে। যেমনঃ শুক্রবারের অবস্থা, এইদিনের সম্মান এই জন্য করিতে হইবে যে, এইদিন আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর যেইসব নেআমত দান করিয়াছেন তাহার শোকর আদায় করণার্থে, এইদিন আল্লাহ তাআলা তাঁহার নবীগণ আলাইহিমুস সালামের প্রতি যেই অনুগ্রহ প্রদান করিয়াছেন তাহার মাহাত্ম্য প্রকাশার্থে, ঐতিহাসিক মহান ঘটনাবলীকে জীবিত করণার্থে, যাহার স্মরণে লোকেরা সংশোধন হওয়ার জন্য মানব ইতিহাসের যুগের পাতায় চিরস্থায়ী গ্রন্থে স্মরণীয় ও সম্মানিত হইয়া থাকিবে। যেমন ঃ কোন নবীর জন্মস্থানকে স্মরণীয় ও বরণীয় করিয়া রাখার প্রমাণ হিসাবে আমরা এই ঘটনাকে দলীল বা প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করিতে পারি যে, মে'রাজের রজনীতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল মাক্বদিসে পৌছিলে তিনি তথায় বেথেলহাম নামক স্থানে হযরত জিবরীল আলাইহিস সালামের নির্দেশে দুই রাকআত নফল নামায আদায় করেন। অতপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনি জানেন কি, আপনি কোথায় নামায আদায় করিয়াছেন ? তিনি (সাঃ) বলিলেন, না,. আমি জানি না। জিবরীল (আঃ) বলিলেন, আপনি বেথেলহামে নামায আদায় করিয়াছেন। এই স্থানে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এই ঘটনাটি হযরত শাদ্দাদ বিন আউস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে বর্ণনা করা হইয়াছে। যাহা বাযযার, আবূ ইয়া'লা ও তিবরানী নামক হাদীস গ্রন্থসমূহে সংকলিত হইয়াছে। আল্লামা হাফেয হাইসুমী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থ মাজমাউ'য্ যাওয়ায়েদের প্রথম খন্ডের ৪৭ নং পৃষ্ঠায় বলেন, এই হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সকলেই বিশুদ্ধ। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী স্বীয় গ্রন্থ ফাতহুল মুবীন ৭ম খন্ডের ১৯৯ পৃষ্ঠায় এই সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ সংকলন করার পর কোন মন্তব্য পেশ করা হইতে বিরত থাকেন। অর্থাৎ হাদীসগুলি যে, বিশুদ্ধ তাহাতে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই।

একাদশ দলীল ঃ সমগ্র বিশ্বের আলেম সমাজ ও মুসলমানগণ মৌলুদ শরীফকে মুস্তাহসান বা নেকের কাজ বলিয়া মনে করেন এবং বিশ্বের সকল প্রান্তে তদনুযায়ী আমল জারী আছে। হযরত ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত একটি মওকূফ হাদীসের মর্মানুযায়ী ইহা শরীআতের নির্দেশেরও অন্তর্ভুক্ত। হাদীসটি এই–

"যাহাকে মুসলিম জাতি ভাল মনে করে, আল্লাহ তাআলার নিকটও তাহা ভাল। আর যাহাকে মুসলিম জাতি খারাপ মনে করে, আল্লাহ তাআলার নিকটও তাহা খারাপ।"

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) এই হাদীসটি মুয়াত্তা নামক স্বীয় গ্রন্থে সংকলন করিয়াছেন।

দ্বাদশ দলীল ঃ মৌলুদ শরীফের সমাবেশ, আল্লাহ তাআলার যিকির, দান-খয়রাত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রশংসা ও সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদির সমন্বয়ে সম্পাদিত হয়। অতএব তাহা সুন্নাত। এই সকল কাজ শরীআত নির্দেশিত ও প্রশংসিত। এই সকল কাজ করার নিমিত্ত উৎসাহ প্রদান করিয়া অনেক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

ত্রয়দশতম দলীল ঃ পবিত্র ক্বোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ -

(سورة هود ايت . ١٢٠)

অর্থাৎ ঃ "আমি আপনার নিকট রাসূলগণের সকল অবস্থার সংবাদ এই জন্য বর্ণনা করিতেছি যেন তাহা দ্বারা আপনার অন্তর সুদৃঢ় থাকে।

(সূরা হূদ, আয়াত ১২০)

এই আয়াতের মর্মানুযায়ী ইহা প্রকাশ পায় যে, রাসূলগণ আলাইহিমুস্ সালামের অবস্থার কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বর্ণনা করার রহস্য হইল, তাঁহার অন্তরকে সুদৃঢ় করা। নিঃসন্দেহে আমরা বলিতে পারি যে, সেই যুগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

অন্তরকে সুদৃঢ় করার জন্য রাসূলগণ আলাইহিমুস্‌সালামের কাহিনী বর্ণনা করার যত প্রয়োজন ছিল, বর্তমান যুগে আমাদের অন্তরকে সুদৃঢ় করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন চরিত ও কর্ম পদ্ধতি আলোচনা করার অত্যধিক প্রয়োজন রহিয়াছে।

চতুর্দশতম দলীল ঃ পূর্ববর্তী যুগের লোকেরা যাহা করে নাই এবং যাহা পূর্ববর্তী যুগে ছিল না তাহার প্রত্যেকটিই বেদআতে সাইয়্যিয়াহ মুনকিরাহ যাহা করা নিষিদ্ধ এবং না করা ওয়াজিব নয়। বরং নব্য সৃষ্ট কাজটিকে শরীআতের মানদন্ডে যাচাই বাছাই করিতে হইবে। অতপর সেই নব্য সৃষ্ট কাজটি যদি শরীআতের মানদন্ডে কোন প্রয়োজনবোধে সৃষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে তাহা করা ওয়াজিব। অথবা নব্য সৃষ্ট কাজটি যদি শরীআতের মানদন্ডে নিষিদ্ধ জাতীয় কাজের অন্তর্ভূক্ত হয় তবে তাহা করা হারাম বা নিষিদ্ধ অথবা সে কাজটি যদি মাকরূহ বা অপছন্দনীয় কাজের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তাহা করা মাকরূহ বা অপছন্দনীয়। অথবা সে কাজটি যদি মুবাহ কাজের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তাহা করা মুবাহ হইবে। অথবা সে নব্য সৃষ্ট কাজটি যদি মুস্তাহাব কাজের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তাহা করা মুস্তাহাব হইবে। উদ্দেশ্যে পৌছার জন্য যেইসব উপায় উপকরণ অবলম্বন করা হইবে, তাহারও উদ্দেশ্যের অনুরূপ হুকুম হইবে। অতপর আলেমগণ বেদআতকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

১। **ওয়জিব ঃ** যেমনঃ পথ ভ্রষ্টদের প্রতিবাদ করা।

২। **মুস্তাহাব ঃ** যেমন ঃ আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুত রাখা, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা, আরবী ব্যাকরণ বা ইলমে নাহূ শিক্ষা করা, মিনারার উপর দাঁড়াইয়া আযান দেওয়া, এমন কোন কল্যাণমূলক কাজ করা যাহা পূর্ব যুগে ছিল না।

৩। **মাকরূহ যেমন ঃ** মসজিদসমূহকে কারুকার্য খচিত করা, ক্বোরআন শরীফকে বিভিন্ন রংয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা।

৪। **মুবাহ ঃ** যেমন ঃ চালুনী ব্যবহার করা, খাদ্য ও পানীয়ে প্রশস্ততা করা অর্থাৎ উচ্চমানের খাদ্য ও পানীয় পানাহার করা।

৫। **হারাম ঃ** সুন্নাতের বিপরীত এমন কোন নূতন কাজ করা যাহা শরীআতের বিধিসম্মত নয় এবং শরীআতের কোন উপযোগীতার অন্তর্ভুক্ত নয়।

পঞ্চদশতম দলীল ঃ প্রত্যেক বেদআতই হারাম নয়। প্রত্যেক বেদআতই যদি হারাম হইত, তাহা হইলে মুসাইলামা কাযযাবের যুদ্ধে ক্বোরআন পাঠক অনেক হাফেয শহীদ হইলে তখন ক্বোরআন মানুষের স্মরণ হইতে ধীরে ধীরে বিলোপ হইয়া যাওয়ার ভয়ে হযরত আবুবকর সিদ্দীক্ব (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত যাইদ ইবনু সাবিত (রাঃ)-এর ঐকমত্যে যে ক্বোরআনকে একত্রিত করে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাও হারাম হইবে। (কেননা, রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যামানায় এই ব্যবস্থা তিনি করেন নাই। তাই ইহা বেদআত।) আর হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যে, নিজ খেলাফতকালে লোকদের একত্রিত করিয়া একই ইমামের ইমামতিতে তারাবীহর নামায আদায় করার ব্যবস্থা করিয়া বলিয়াছেন, نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهٖ -

"এই বেদআত কতই না উত্তম।"

তাহা হইলে উহাও হারাম হয়। (কেননা, ইহা যে, বেদআত তাহা স্বয়ং হযরত ওমর (রাঃ) নিজেই বলিয়াছেন।) আর আধুনিক যুগের সকল উপাদেয় জ্ঞানের বিষয়ের পুস্তক রচনা করা ও পাঠ করাও হারাম হইবে। (কেননা এই বিষয়গুলিও পুর্ববর্তী সলফে সালেহীনের তিন যুগের কোন যুগেই ছিল না।)

আর আমাদের সাথে কাফেরদের যুদ্ধে তাহাদের আধুনিক গোলা-বারূদ, আনবিক বোমা, ক্ষেপণাস্ত্র, ট্যাংক, বিমান, সাবমেরিন ইত্যাদির বিপরীতে আমাদেরকে তীর, ধনুক ও তরবারী দ্বারা তাহাদের মুকাবিলা করিতে হইবে। (কেননা, আধুনিক মারণাস্ত্রসমূহ পুর্ববর্তী সলফে সালেহীনের তিন যুগের কোন যুগেই ছিল না। অতএব এইগুলি বেদআত। আর প্রত্যেক বেদআতই হারাম হওয়ার কারণে তাহা ত্যাজ্য হইবে।)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

সংকীর্ণমনাদের ঃ উপরোক্ত দলীলানুযায়ী 'প্রত্যেক বেদআতই হারাম' এর কারণে মিনারায় বা লাউড স্পীকারে আযান দেওয়াও হারাম হইবে। আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুত করা ও মওজুদ রাখা, মাদরাসাহ-মক্তব প্রতিষ্ঠা করা, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা, সাহায্য কেন্দ্র, এতীমখানা ও জেলখানা স্থাপন করা হারাম হইবে। (কেননা, পুর্ববর্তী সলফে সালেহীনের তিন যুগের কোন যুগেই এই সকল ব্যবস্থা ছিল না। অতএব এই সকল বেদআত। আর তাহাদের কথানুযায়ী প্রত্যেক বেদআতই হারাম।)

অতএব আমাদের ওলামায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম হাদীসে বর্ণিত "কুল্লু বেদ- আতিন দ্বালালাতুন" এর বেদআতিনকে সাইয়্যিআতিন শিকল দ্বারা আবদ্ধ করিয়াছেন। অর্থাৎ "প্রত্যেক নব্য সৃষ্ট মন্দ কাজই পথভ্রষ্টতা।" আর বেদআতের অর্থ ইহা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন যে, যে নব্য সৃষ্ট কাজটি মহান সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ও তাবেয়ীনে কেরামের যুগে সৃষ্টি হইয়াছে, যাহা হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে করা হয় নাই। আর আমাদের এই যুগে আমরা আরও অনেক মাসয়ালার উদ্ভাবন করিয়াছি যাহা সলফে সালেহীনের তিনযুগের কোন যুগেই ছিল না।

যেমন ঃ রমযান মাসে তারাবীহর নামাযের পরে শেষরাত্রে এক ইমামের ইমামতিতে জামাআতের সহিত তাহাজ্জুদের নামায আদায় করার জন্য একত্রিত হওয়া। ক্বোরআন খতম করার পর ক্বোরআন খতমের দোআ পাঠ করা, রমযানের ২৭ তারিখে তাহাজ্জুদের নামাযের সময় ইমামের খোতবা পাঠ করা বা ভাষণ দেওয়া, (তারাবীহের নামাযের পূর্বে) আহ্বানকারী "সালাতুল্‌ক্বিয়ামি আসাবাকুমুল্লাহু" অর্থাৎ "তারাহীহর নামায আরম্ভ হইতেছে, আল্লাহ তাআলা আপনাদিগকে সওয়াব দান করুন!" বলিয়া আহ্বান করা, এই সকলের কোনটাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেন নাই এবং সলফে ছালেহীনের কেহও করেন নাই। আমাদের এই সকল কাজ কি ঐ (হারাম) বেদআতের অন্তর্ভুক্ত হইবে ?

ষড়দশতম দলীল ঃ মৌলুদ শরীফের মাহফিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যামানায় অনুষ্ঠিত না হওয়ার কারণে উহা বেদআত। কিন্তু উহা শরয়ী দলীলাদি ও পরিপূর্ণ নিয়মানুযায়ী সম্পাদিত হয়

বিধায় উহা উত্তম। অতএব উহা সমষ্টিগত ধরন বা আকৃতিতে বেদআত, কিন্তু একক হিসাবে উহা বেদআত নয়, কেননা উহার এককসমূহের অস্তিত্ব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগেও পাওয়া যায়। যাহা দ্বাদশতম দলীলে জানা গিয়াছে।

সপ্তদশতম দলীল ঃ যেই সমস্ত বস্তু বা বিষয় প্রথম যুগে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যামানায় সমষ্টিগত আকৃতিতে ছিল না, কিন্তু উহার এককসমূহের অস্তিত্ব ছিল তাহা শরীআত সমর্থিত বা নির্দেশিত বলিয়া পরিগণিত হইবে। কেননা, ইহা প্রকাশ্য কথা যে, শরীআত সমর্থিত এককসমূহ দ্বারা যাহা সংগঠিত হয় উহাও শরীআত সমর্থিত।

অষ্টাদশতম দলীল ঃ ইমাম শাফেয়ী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে নব্য সৃষ্ট কাজ ক্বোরআন, হাদীস, ইজমায়ে উম্মাত অথবা পূর্ববর্তী সালেহীনের তরীক্বা বিরোধী হয় উহা বেদআতে দ্বাল্লাহ। আর যে নব্য সৃষ্ট কাজ কল্যাণমূলক এবং ক্বোরআন, হাদীস ইত্যাদি কোনটারই বিরোধী নয় উহা প্রশংসিত বা উত্তম।

ইমাম ইয্‌যুদ্দীন ইবনু আবদুসসালাম (রহঃ) ও ইমাম নওবুভী (রাহঃ)ও এইরূপ বলিয়াছেন। আর ইমাম ইবনু আসীর (রাহঃ) বেদআতকে (পাঁচভাগে) বিভক্ত করিয়াছেন, যাহা আমরা পূর্বে ঈঙ্গিত করিয়াছি।

উনবিংশতম দলীল ঃ প্রত্যেক কল্যাণমূলক কাজ যাহা শরীআতের দলীলসমূহ দ্বারা সমর্থিত আর উহা দ্বারা শরীআতের বিরোধীতা করা উদ্দেশ্য নয় এবং উহা মুনকার বা মন্দের অন্তর্ভুক্ত নয়, উহা দীনের অন্তর্ভুক্ত।

বিরুদ্ধবাদী গোঁড়া ব্যক্তি, যে কোন দলীল প্রমাণ মানিতে রাজী নয়, সে বলে যে, নব্যসৃষ্ট কাজটি যদি সলফে সালেহীন অর্থাৎ পুর্ববর্তী তিন যুগের লোকেরা না করিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা দলীলই নয়। বরং তাহার এই কথার কোন দলীল নাই।

যেমনঃ ক্বোরআন হাদীস সম্পর্কে যাহার জ্ঞান আছে তাহার জানা আছে যে, হযরত শারে' আলাইহিসসালাম বেদআতে হুদাকে সুন্নাত নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং তাহার কর্তাকে পুরস্কারে ভূষিত করার ওয়াদা করিয়াছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِمَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَايَنْقُصُ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَئٌ - "যেই ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে উত্তম সুন্নাত জারী করিয়াছেন এবং তাহার পরে সেই সুন্নাত অনুসৃত হইয়াছে। তাহার আমলনামায় যাহারা ইহার উপর আমল করিয়াছে তাহাদের সকলের আমলের সমপরিমাণ সওয়াব লিখিয়া দেওয়া হইবে। অথচ আমলাকারীদের সওয়াব হইতে মোটেও কম করা হইবে না।"

বিংশতম দলীল ঃ মৌলুদ শরীফের মাহফিলে হযরত রাসূলে মুসত্বাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্মরণ বা আলোচনাকে জীবন দান করা হয়। আর আমাদের মতে ইসলামের শরীআতে ইহা সমর্থিত। অতএব আপনি দেখিতে পাইবেন যে, হজ্জের অধিকাংশ আমলই হইল অতীতের জীবন্ত ইতিহাসকে স্মরণ করা এবং প্রশংসিত স্থানসমূহে অবস্থান করা। অতএব সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে দৌড় দেওয়া, মিনায় শয়তানের চিহ্নিত স্থানে কংকর নিক্ষেপ করা এবং ক্বোরবানী করা এই সকলই অতীতের ঐতিহাসিক সংঘটিত ঘটনারাজি। মুসলমানগণ অতীতের ঘটনাসমূহকে নূতন আকৃতিতে রূপদান করিয়া রাখিয়াছেন। ইহার দলীল এই যে, আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আলাইহিসসালামকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন।

وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ (سُوْرَةُ الْحَجِّ - ايت - ٢٧)

অর্থাৎ তুমি লোকদের হজ্জের জন্য আহ্বান কর।(সূরা আলহাজ্জ, আয়াত ২৭)

[পবিত্র ক্বোরআনে আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমাসসালামের কথা বর্ণনা করিয়াছেন,

وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا - (سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ - ايت - ١٢٨)

অর্থাৎ ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমাসসালাম কা'বা ঘর তৈরি করার পর আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করেন যে, (হে আমাদের পালনকর্তা!) আপনি আমাদেরকে আমাদের ইবাদাতের নিয়ম পদ্ধতি দেখাইয়া দেন।" (সূরা আলবাক্বারাহ, আয়াত-১২৮)

একবিংশতম দলীল ঃ আমরা ইতিপূর্বে মৌলুদ শরীফের বিভিন্ন দিক আলোচনাক্রমে মৌলুদ শরীফের মাহফিল শরীআতের দৃষ্টিতে জায়েয বলিয়া প্রমাণ করিয়াছি। উহা ঐ সমস্ত মাহফিলের কথা বলা হইয়াছে, যেই সকল মাহফিলে শরীআত বিগর্হিত এমন কোন কাজ করা হয় না যাহার অস্বীকার করা ওয়াজিব। কিন্তু মৌলুদ শরীফের মাহফিলে এমন কোন কাজ অন্তর্ভুক্ত হইলে যাহা শরীআতের দৃষ্টিতে অস্বীকার করা ওয়াজিব, যেমনঃ পুরুষ ও মহিলাদের একত্রে সম্মিলন ও সংমিশ্রণ, হারাম কাজের অনুসরণ এবং সীমাহীন ব্যয়বাহুল্যতা করা যাহা স্বয়ং মৌলুদ শরীফের অধিকারী হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও পছন্দ করিতেন না। অনুরূপ যেই সকল মাহফিলে শরীআতে নিষিদ্ধ ঘোষিত হারাম কাজ অন্তর্ভুক্ত হয়, ঐ সকল মাহফিল হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই হারাম পারিপার্শ্বিক কারণে অস্থায়ী হারাম হইবে। মৌলিক হারাম হইবে না। যেমনঃ যাহারা এই বিষয় চিন্তা করে তাহাদের জন্য ইহা গোপন বিষয় নয়। (কেননা, যেই হারাম বিষয়ের সংমিশ্রনের কারণে মাহফিল হারাম হইয়াছে, উক্ত হারাম কারণ বিদূরিত ও পরিত্যাজ্য হইলে মাহফিল জায়েয ও শরীআত সমর্থিত হইবে। আল্লাহ তাআলাই অধিক জ্ঞাত।)

মৌলুদ শরীফ সম্পর্কে শাইখ ইবনু তাইমিয়াহর অভিমত

তিনি বলেন, কোন কোন লোক মৌলুদ শরীফের মাহফিল করার কারণে পুরস্কৃতও হইবে। এই মৌলুদ শরীফের মাহফিল করার মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি খ্রীস্টানরা হযরত ঈসা আলাইহিসসালামের জন্মদিনে যেরূপ অনুষ্ঠান করে তাহার অনুসরণে করিয়া থাকে। আর কেহ হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শনার্থেও করিয়া থাকে। আর আল্লাহ তাআলা তাহাকে এই মহব্বত ও প্রচেষ্টার কারণে তাহাকে পুরস্কৃতও করিবেন। বেদআতের কারণে নয়। অতপর তিনি বলেন।

তোমার জানিয়া রাখা উচিৎ যে, উহাতে যেই সকল নেককাজ হয় যাহা শরীআত সম্মত, তাহাতেও বেদআত ইত্যাদির মন্দ থাকে। অতএব ইহা দীন হইতে পূর্ণ বিমুখ থাকা হইতেও মন্দ, যেমনঃ মুনাফিক্ব ও ফাসিকদের অবস্থা।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

পরবর্তীকালের অধিকাংশ উম্মতই এই বিপদে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। অতএব তুমি তথায় দুইটি শিষ্টাচার রক্ষা করিবে।

প্রথমত ঃ তুমি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্বক্ষেত্রে সুন্নাতের ওপর আমল করিতে সচেষ্ট থাকিবে, তোমার ও তোমার অনুসারীদের বৈশিষ্ট্যে এইগুণ থাকিতে হইবে যে, সৎকাজে উৎসাহ প্রদান করিবে এবং মন্দকাজকে প্রতিহত করিবে।

দ্বিতীয়ত ঃ তুমি লোকদের যথা সম্ভব সুন্নাতের দিকে আহ্বান করিবে। অতঃপর যখন তুমি দেখিবে যে, লোকেরা ইহা হইতে মন্দ ছাড়া ইহা ছাড়িতেছে না তখন তুমি তাহাদের ইহা হইতে অধিক খারাব, অথবা ওয়াজিব বা মুস্তাহাব কাজ ছাড়ার বিনিময়ে খারাব কাজ ছাড়িয়া দিতে আহ্বান করিবে। কেননা, ঐ মাকরূহ কাজ করা হইতে উহা ছাড়িয়া দেওয়া অধিক ক্ষতিকর। কিন্তু যখন বেদআতের মধ্যে ভাল এর কোন দিক থাকে তখন যথা সম্ভব শরীআতে জায়েয এমন কোন ভাল কাজের বিনিময়ে উহার ক্ষতিপূরণ কর। কেননা, মানুষের প্রবৃত্তি কোন বিনিময় ছাড়া কোন বস্তু ছাড়িতে প্রস্তুত নয়। অতএব কাহারও পক্ষে কোন উত্তম কাজকে উহার অনুরূপ উত্তম অথবা উহা হইতে উত্তম কাজ ছাড়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিৎ নয়। অতপর তিনি বলেন ঃ

অতএব মৌলুদ শরীফের সম্মান করা যাহা কিছু লোকেরা সময় বিশেষের জন্য জরূরী করিয়া লইয়াছে, ইহাতে তাহাদের সদুদ্দেশ্য ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কারণে তাহারা বিরাট সওয়াবের অধিকারী হইবে। যেমন আমি ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, যাহাকে কোন চরমপন্থী মুমিন খারাপ মনে করে উহাই আবার সাধারণ মুমিনগণের নিকট উত্তম।

এই কারণেই দেখা যায় যে, ইমাম আহমদ (রাহঃ) এর নিকট কেহ আলোচনা করিল যে, অমুক গভর্ণর একখানা কোরআন মজীদে একহাযার স্বর্ণমুদ্রা খরচ করিয়াছেন। তিনি ইহা শুনিয়া বলিলেন, এই বিষয় আলোচনা করা ছাড়িয়া দাও। স্বর্ণ যেইসব কাজে ব্যবহৃত হয় উহার মধ্যে ইহা অতি উত্তম কাজ। অথবা ইহার অনুরূপ অন্য কথা বলিয়াছেন। অথচ তাঁহার মাযহাবে কোরআন শরীফকে কারুকার্য শোভিত করা মাকরূহ, তাঁহার অনুসারীদের কেহ কেহ বলিয়াছেন, উক্ত গভর্ণর কোরআন শরীফকে নুতন কাগজ ও অক্ষরে সাজাইতে এই অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, তাই ইমাম আহমদ (রাহঃ) উপরোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন।

বস্তুত ঃ ইমাম আহমাদ (রাহঃ) এর উদ্দেশ্য তাহা নয়। তাঁহার উদ্দেশ্য হইল, গভর্ণরের একহাজার স্বর্ণ মুদ্রা একখানা কোরআন শরীফের ব্যাপারে ব্যয় করার যুক্তি আছে। (অর্থাৎ গভর্ণর এক জিলদ কোরআন শরীফে এক হজার স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করিয়া কোরআন শরীফের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। আর কেহ যদি লোক দেখানো উদ্দেশ্যে কোরআন শরীফকে কারুকার্য শোভিত করে) তখন তাহা তাহার অসদুদ্দেশ্যের কারণে মাকরূহ হইবে।

আমার দৃষ্টিতে মৌলুদ শরীফের অর্থ (১)

নিঃসন্দেহে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, মৌলুদ শরীফের মাহফিল করার নির্দিষ্ট কোন ধরন নাই যে, এই নিয়মে পালন করিতেই হইবে। অথবা যে এইরূপ করে না তাহাকে দোষারোপ করা হয়। বরং যে সকল কাজের মাধ্যমে লোকদের কল্যাণের দিকে উৎসাহ প্রদান করে, লোকদের হেদায়াত করার জন্য একত্রিত করা হয়, তাহাদের দীন ও দুনিয়া লাভের পথ প্রদর্শন করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৌলুদ শরীফ বা জন্মদিন পালনের দ্বারা এই সকল মহান উদ্দেশ্যই সাধিত হয়।

এই কারণেই আমরা ভাল যেই কোন মজলিসেই উপস্থিত হই না কেন, আমরা তথায় আমাদের প্রিয় নবী আল্লাহর পেয়ারা হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রশংসা, তাহার ফযীলত, তাঁহার জিহাদ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করি। আমরা মৌলুদ শরীফের ধরা বাঁধা গথসমূহ পাঠ করি না, যাহা সম্পর্কে সাধারণ লোকদের ধারণা যে, ইহা ছাড়া বুঝি মৌলুদ শরীফ হয় না। অতপর বক্তাগণ তাহাদের যেই সকল সুচিন্তিত বক্তব্য পেশ করে, সৎ পথ প্রদর্শন করে এবং ক্বারীগণ পবিত্র ক্বোআরআন হইতে যেই সকল আয়াত তেলাওয়াত করে আমরা তাহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করি। আমরা এইসব যাহা কিছু করি তাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৌলুদ শরীফের অন্তর্ভুক্ত হিসাবেই করি। আর তাহা দ্বারাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৌলুদ শরীফের মাহফিলের অর্থ সার্থক হয়। আমি ধারণা করি যে, এইভাবে মৌলুদ শরীফের মাহফিল সম্পাদিত হইলে দুইজনে বিরোধ করার কোন অবকাশ থাকিবে না এবং তাহাতে দুই বকরীতে গুতাগুতিও হইবে না।

টীকা ঃ (১) অর্থাৎ মূল গ্রন্থকার সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলাভী মাল্লা ফিল্লুহুল আলী এর অভিমত।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

মৌলূদ শরীফের ক্বিয়াম

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম এর মৌলুদ শরীফ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্ম বৃত্তান্ত ও এই নশ্বর দুনিয়ায় আগমনের আলোচনাকালে কোন কোন লোক মিথ্যা ধারণা পোষণ করিয়া যে দণ্ডায়মান হয়, আমার জানা মতে বিজ্ঞ আলেমগণের নিকট তাহার কোন মৌলিক ভিত্তি নাই। বরং মৌলুদ শরীফে উপস্থিত অশিক্ষিত মুর্খ লোকেরাই দণ্ডায়মান লোকদের সহিত দণ্ডায়মান হয়। আর কোন লোক এইরূপ খারাপ আক্বীদাও পোষণ করে যে, ঐসময় হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বশরীরে ঐ মজলিসে আগমন করেন। কোন কোন লোক আরও মন্দ ধারণা পোষণ করে যে, এই মজলিসে আতর, লোবান ইত্যাদি সুগন্ধি দ্রব্যাদি তাঁহার আগমন উপলক্ষ্যেই ব্যবহার করা হয়। আর মজলিসের মাঝখানে খাবার পানি রাখা হয়, তিনি এই পানি পান করিবেন।

কোন জ্ঞানবান মুসলমানের মনের ধারে কাছেও এইরূপ কোন ধারণা হইতে পারে না। আমরা আল্লাহ তাআলার নিকট এই জাতীয় কুধারণা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। কেননা এই জাতীয় কথার দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মর্যাদাহানী করা হয় এবং তাঁহার উপর আদেশ করা হয়, এইরূপ বিশ্বাস কোন ধর্মদ্রোহীই করিতে পারে! আর ক্ববরের জিন্দেগী সম্পর্কে মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারো জানা নাই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এই কথা বলা যে, তিনি অমুক সময় নিজ কবর হইতে বাহির হইয়া অমুক মজলিসে উপস্থিত হন। এই জাতীয় কথা তাঁহার শানে বলা তাঁহার মর্যাদার পরিপন্থী। তাঁহার মর্যাদা এজাতীয় কথা হইতে অনেক উর্দ্ধে, অধিক পরিপূর্ণ ও মহান।

আমি[১] বলিতেছি যে, ইহা শুধু মিথ্যা অপবাদ, ইহাতে দুঃসাহসিকতা, নির্লজ্জতা ও কুৎসিত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, যাহা হিংসুক, শত্রু ও মুর্খ গোঁড়ার ছাড়া আর কাহারো পক্ষে এইরূপ বলা সম্ভব নয়।

হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে আমরা বিশ্বাস করি যে, হযরত রাসূলে আকরাম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহার যথোপযুক্ত মর্যাদার সহিত বরযখের জগতে পরিপূর্ণ জীবনসহ জীবিত আছেন। উক্ত মহান পরিপূর্ণ জীবনের চাহিদানুযায়ী তাঁহার মুবারক রূহ মহান আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় তাঁহার আধ্যাত্মিক জগতে ভ্রমণরত আছেন। আর ইহাও সম্ভব যে, তিনি এই ভ্রমণরত অবস্থায় কোন কোন নেক মজলিসে উপস্থিত হইয়া নূর ও ইলম প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। অনুরূপ তাঁহার খাঁটি অনুসারী মুমিনদের রূহও আছেন।

হযরত ইমাম মালিক (রাহঃ) বলেন, আমি জানিতে পারিয়াছি যে, (মৃতব্যক্তিদের) রূহ প্রেরিত হয়, সে তাহার ইচ্ছাধিন স্থানে যাইতে পারে।

হযরত সালমান ফারেসী রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, (মৃত) মুমিনদের বরযখী জগতে পৃথিবীর যেইখানে ইচ্ছা সেইখানে গমন করিতে পারেন। (আল্লামা ইবনু ক্বাইয়্যিম রচিত আররূহ নামক গ্রন্থের ১৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

আপনি যখন উপরোক্ত কথাসমূহ জানিতে পারিলেন, অতএব জানিয়া রাখুন যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৌলুদ শরীফে ক্বিয়াম করা ওয়াজিবও নয় এবং সুন্নাতও নয় আর এইরূপ বিশ্বাস করাও কক্ষনো ঠিক নয়। উহা এমন একটি কাজ যাহা দ্বারা মানুষ তাহাদের খুশী ও আনন্দ প্রকাশ করে। যখন আলোচনা করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং দুনিয়ায় আগমন করিয়াছেন, তখন শ্রোতা সেই মুহূর্তে ধারণা করে যে, এই নেআমত প্রাপ্তির আনন্দ ও খুশিতে সমগ্র সৃষ্ট জগত আনন্দিত ও প্রফুল্লিত। অতএব সে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি আনন্দ ও খুশী প্রকাশার্থে দাঁড়াইয়া যায়। অতএব ইহা একটি স্বাভাবিক বিষয়, ইহা কোন দীনী বিষয় নয়। (হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মতগণ তাঁহাদের নবীর জন্মগ্রহণ ও দুনিয়ায় আগমনের বার্তা শুনিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া দাঁড়াইয়া যাইবে। তাহা তো স্বাভাবিক। আর যাহারা তাঁহার উম্মত নয় তাহাদের তো সেই মুহূর্তে গাত্রদাহ আরম্ভ হইবেই, তাহাও স্বাভাবিক।) নিঃসন্দেহে ইহা ইবাদাতও নয় এবং শরীআতও নয় আর সুন্নাতও নয়। ইহা শুধু মানুষের স্বাভাবিক অভ্যাসই যাহা চালু রহিয়াছে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

মৌলুদ শরীফের ক্বিয়াম মুস্তাহসান হওয়া সম্পর্কে আলেমগণের অভিমত এবং তাহার দলীলসমূহের বয়ান।

মৌলুদ শরীফের কিয়ামকে যেই সকল আলেম মুস্তাহসান বলিয়াছেন, তাহাদের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া আল্লামা বরযিঞ্জী (রাহঃ) যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৌলুদ শরীফের উপর একখানা কিতাব রচনা করিয়াছেন, যাহা মৌলুদ বরযিঞ্জী শরীফ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, উহাতে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, "মৌলুদ শরীফের আলোচনার সময় ক্বিয়াম করা হাদীস বিশারদ ও বিজ্ঞ আলেমগণ মুস্তাহসান বলিয়াছেন। অতএব যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে নিজেদের জীবনের উদ্দশ্য ও শেষ কেন্দ্র বিন্দু হিসাবে স্থির করিয়াছে তাহাদের জন্য সুসংবাদ।"

আমরা 'ইস্তিহসান' শব্দ দ্বারা এইখানে কোন বস্তু তাহার মৌলিক ও বৈশিষ্ট্যগতভাবে জায়েয হওয়া এবং পরকাল ও কার্যকারণ হিসাবে প্রশংসিত ও বাঞ্ছিত হওয়ার অর্থগ্রহণ করিয়াছি। ফিক্বাহ শাস্ত্রের মূলনীতির পরিভাষাগত অর্থ গ্রহণ করা হয় নাই। স্বল্প জ্ঞান সম্পন্ন ছাত্ররাও অবহিত আছে যে, লোকেরা স্বাভাবিক যে কোন ভাল কাজকেই মুস্তাহসান বলে। অতএব লোকেরা সাধারণত বলিয়া থাকে যে, আমি এই কিতাবটিকে মুস্তাহসান বা পছন্দনীয় মনে করিয়াছি, এই কাজটি মুস্তাহসান, এই নিয়মকে লোকেরা মুস্তাহসান মনে করিয়াছে বা পছন্দ করিয়াছে। এই সকল বাক্য দ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য হইল আভিধানিক স্বাভাবিক পছন্দ। নতুবা সাধারণ লোকদের কথা-বার্তাও শরীআতের নিয়মভিত্তিক হইয়া যায়। কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই অথবা যে ব্যক্তির ফিক্বাহ শাস্ত্রের মূলনীতি সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান আছে সেও এই কথা বলিবে না।

ক্বিয়াম মুস্তাহসান হওয়ার দলীলসমূহ

প্রথম দলীল ঃ নিঃসন্দেহে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে, শহরে-বন্দরে সর্বপ্রান্তে এই আমল চালু আছে। পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের আলেম সমাজ ইহাকে মুস্তাহসান মনে করেন। আর ইহা দ্বারা মৌলুদ শরীফের অধিকারী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মান প্রদর্শন করাই উদ্দেশ্য। যেমনঃ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস পূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, 'মুসলমানগণ যাহাকে মুস্তাহসান মনে করিয়াছে, আল্লাহ তাআলাও

উহাকে উত্তম মনে করেন। আর যাহা খারাব মনে করিয়াছে, আল্লাহ তাআলাও উহাকে খারাব মনে করেন।" (আল হাদীস)

দ্বিতীয় দলীল ঃ মুসলিম মনিষীগণের নিকট মৌলুদ শরীফের ক্বিয়াম অসংখ্য হাদীসের দলীল দ্বারা শরীআত সমর্থিত। এই বিষয়ে মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচয়িতা ইমাম নবুওয়ী (রহঃ) একখানা স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করিয়াছেন। অতপর যাহারা ইমাম নবুওয়ী (রহঃ) রচিত কিতাবের সমালোচনা করিয়াছেন তাহাদের সমালোচনাকে খণ্ডন করিয়া আল্লামা ইবনু হাজার আসক্বালানী একখানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়া ইমাম নবুওয়ী রচিত কিতাবকে শক্তিশালী করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের নাম "রাফউ'ল্‌মালাম 'আলালক্বায়িলি বিইস্তিহ্‌সানিল্‌ক্বিয়াম।" অর্থাৎ মৌলুদ শরীফের ক্বিয়াম বিরোধীদের খণ্ডন।

তৃতীয় দলীল ঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে হযরত রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসার সাহাবীগণ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন,

قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

অর্থাৎ "তোমরা তোমাদের নেতার উদ্দেশ্যে দাঁড়াও।" (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

উপরোক্ত হাদীসে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাইয়্যিদুনা হযরত সাআদ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা 'আনহু এর সম্মানার্থে আনসারগণকে দাঁড়াইতে বলিয়াছেন। তিনি অসুস্থ থাকার কারণে আনসারগণকে দাঁড়াইতে বলেন নাই। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে তিনি বলিতেন, "তোমরা তোমাদের অসুস্থব্যক্তির উদ্দেশ্যে দাঁড়াও।" "তোমাদের নেতার উদ্দেশ্যে দাঁড়াও।" বলিতেন না। আর সকলকে দাঁড়াইতে বলিতেন না, বরং কেহকে অর্থাৎ ২/১ জনকে দাঁড়াইতে বলিতেন।

চতুর্থ দলীল ঃ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হেদায়াত হইল, আগন্তুক ব্যক্তির সম্মানার্থে ও মহব্বতে দাঁড়াইয়া যাওয়া। যেমনঃ হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহার প্রাণ প্রিয়তমা কন্যা ফাতেমা যোহরা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহার আগমনে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

দাঁড়াইতেন। আর তিনি তাঁহার কন্যার সম্মানার্থে ও মহব্বতে দাঁড়াইয়া ইহা প্রকাশ করিয়াছেন এবং আনসারদের তাহাদের নেতার সম্মানার্থে দাঁড়াইবার নির্দেশ দিয়াছেন। অতএব ইহা দ্বারা ক্বিয়াম শরীআত সমর্থিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর এই সম্মান লাভের জন্য হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বাধিক যোগ্য।

পঞ্চম দলীল ঃ কখনো কখনো বলা হয় যে, ইহা তো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় উপস্থিত থাকার কথা আর মৌলুদ শরীফের অবস্থায় তো তিনি অনুপস্থিত। ইহার জবাব এই যে, মৌলুদশরীফের পাঠক রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মানিত নির্দিষ্ট প্রকৃতির উপস্থিতির আকাঙ্খী। এই ধ্যান প্রশংসিত ও বাঞ্ছিত। বরং প্রত্যেক সত্যবাদী মুসলিমের ধ্যান ধারণায় সবসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্মৃতি জাগরুক থাকা একান্ত আবশ্যক। যেন রাসূলুল্লাহ এর অনুসরণ পরিপূর্ণভাবে করা যায় এবং তাঁহার প্রতি মহব্বত বৃদ্ধি পায়। আর তাহার প্রবৃত্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনিত দীনের অনুগত হইয়া যায়। অতএব লোকেরা এই ধারণার উপর নির্ভর করিয়া যাহা তাহাদের অন্তরে সেই মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহান ব্যক্তিত্ব ও উচ্চ মর্যাদার অনুভূতিতে তাঁহার সম্মানার্থে দাঁড়ায়। আর ইহা স্বাভাবিক ব্যাপার, যাহা আমরা পূর্বেও বর্ণনা করিয়াছি। আর আলোচনাকারীর অন্তরে এইরূপ উপস্থিতির কামনা করাটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সম্মান বৃদ্ধির কারণ। (কেননা আলোচনাকারী যখন কাহারও সম্পর্কে আলোচনা করে তখন আলোচনাকারীর অন্তরে তাঁহার ছবি ভাস্বর হইয়া উঠে। অতএব তাঁহার প্রতি আলোচনাকারীর সম্মান বৃদ্ধি পায়।)

মৌলুদ নুবুভী শরীফের বেদআতসমূহ

ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই যে, আরব দেশ ও ইসলামী দেশসমূহের কোন কোন অঞ্চলে মৌলুদ নুবুভী শরীফের মাহফিলে/ অনুষ্ঠানে কিছু কিছু বেদআত ও শরীআত বিরোধী কাজ করা হয়। আমরা অবশ্যই তাহা হইতে সতর্ক থাকি এবং লোকদের ইহার মন্দ ও ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অনেক সাবধান করি। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানীতে হারামাইন

শরীফাইনে অনুষ্ঠিত মৌলুদ শরীফের মজলিসসমূহে, মাহফিলসমূহে ও সমাবেশসমূহে বিশেষতঃ সৌদী আরব রাজ্যে সাধারণতঃ এই জাতীয় কোন কাজ হয় না। কেননা, উহা ওহীর অবতরণ স্থান, ইসলাম ও ইসলামের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মস্থান। আর তাহাতে ইসলামী শরীআতের শাসন বিধান প্রতিষ্ঠিত। এইখানে সৎকাজের আদেশ এবং মন্দকাজ হইতে বিরত রাখার নীতি প্রতিষ্ঠিত। ইহাই তাওহীদের আশ্রয়কেন্দ্র, সুদৃঢ় দুর্গ ও মজবুত লৌহবর্ম। এইখান হইতেই নেককাজ গ্রহণ করিতে হইবে, এইস্থান হইতেই মাহাত্ম্য ও মহত্ত্ব প্লাবিত হইবে। সত্যবাদীগণ এইখানেই আশ্রয়গ্রহণ করিবে।

আমরা এখন ইসলামী দেশসমুহের কোন কোন অঞ্চলসমূহে মৌলুদ শরীফের নামে কি কি অনৈসলামী কাজ সংঘটিত হয় তাহা আলোচনা করিব। উহার মধ্যে প্রধান হইল, মৌলুদ শরীফের মাহফিলে নারী ও পুরুষের সংমিশ্রণ। ইহা মন্দের প্রধান প্রবেশ পথ এবং অনিষ্টের প্রধান কারণ। এই সম্পর্কে হাদীস শরীফে উল্লেখিত হইয়াছে। মৌলুদ শরীফের বেদআতসমূহের মধ্যে ইহাও প্রধান যে, কোন কোন অঞ্চলে মুর্খ-অজ্ঞ লোকেরা মৌলুদ শরীফের মাহফিলে খেল-তামাশা ও হারাম গানের ব্যবস্থা করে, সারা রাত্র জাগরিত থাকিয়া আল্লাহর অবাধ্যতায় কাটায় এবং আল্লাহর নিষেধকে তুচ্ছ মনে করা হয়। অতএব লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। (অর্থাৎ ইসলামের নামে অনৈসলামী কাজ কারবার করা হইতে গ্রন্থকার আল্লাহ তাআলার নিকট তওবাহ করিতেছেন। আল্লাহ তাহাদেরকে হেদায়াত করুন!)

মৌলুদ শরীফের বেদআতসমূহের মধ্যে এক বেদআত এই যে, কোন কোন মৌলুদ শরীফের মাহফিলকারী তাহাতে কিছু খারাপ কাজ করে, নামাযের প্রতি অলসতা করে, মৌলুদ শরীফের মাহফিলের কাজে সূদের মাল খরচ করে এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সুন্নাতসমূহকে ধ্বংস করে। অতএব লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

অলসতার নিকৃষ্টতম প্রকার হইল, ভাল কাজ হইতে বিরত থাকা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাহা নিয়া আসিয়াছেন তাহা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

হইতেও বিমুখ হওয়া। কোন কোন লোক একরাত্র মৌলুদ শরীফের মাহফিল করিয়া তারপর বৎসরের বাকী দিনগুলি এমনিতেই ছাড়িয়া দেয়, তাহাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সীরাতের অনুষ্ঠান করে না এবং তাঁহার হাদীসেরও কোন আলোচনা করে না।

মৌলুদ শরীফের বেদআতসমূহের মধ্যে ইহাও একটি যাহা কোন কোন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয় যে, গুরুত্বের সহিত রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম দিবসে তাঁহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তাঁহার জীবন চরিত, তাঁহার হাদীস পাঠ করা হয়, মজলিস সমূহকে সুগন্ধময় করা হয়, তাহার কর্মপদ্ধতি, মাহাত্ম্য, তাঁহার প্রশংসা, তাঁহার গুণরাজি বর্ণনা করা হয়, খানা খাওয়ানো, নেককাজ করা ও বিভিন্ন প্রকারের দান খয়রাত করা হয়, রবিউল আউয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মদিবস উপলক্ষে খুব গুরুত্বের সহিত করে। এই সকল যে, ভাল কাজ, সৎ কাজ ও মহৎ কাজ তাহা সম্পর্কে কোন জ্ঞানবান মুসলমানই সন্দেহ পোষণ করিতে পারে না। কিন্তু এই সকল নেককাজ শুধু রবিউ'ল আউয়াল মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিৎ নয়। বরং মুসলমানদের কর্তব্য হল বৎসরের প্রত্যেক দিন সর্বদা-সবসময় ইহা প্রতিষ্ঠা করা। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আলোচনা কোন সময় দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যায় না এবং কোন বিশেষ দিনে করাও যথেষ্ট নয়। নিঃসন্দেহে ইহা মুসলমানদের জীবনী শক্তি, প্রত্যেক দিনই ইহাকে জীবিত রাখা উচিত। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইহার স্মরণাপন্ন হওয়া কর্তব্য। এই সকল অনুষ্ঠান এইসব রহস্য উদঘাটনের ও সাবধানতা অবলম্বনের চাবি এবং এই সকল মহান উদ্দেশ্য সাধনের পথ প্রদর্শক হওয়া উচিৎ।

আমরা পূর্বে মৌলুদ নুবুভী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেদআত হওয়ার যেই সকল কারণ উল্লেখ করিয়াছি সেই সকল কারণে যদি আমরা মৌলুদ শরীফকে বেদআত বলিয়া স্বীকার করিয়াও লই, তবুও মৌলুদ শরীফ নেক কাজের মহান ওসীলা এবং লোকদের আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ দ্বার। উপদেশ দান ও সৎপথ দেখাইবার, লোকদের তাহাদের সম্মানিত লোকদের দ্বারা, তাহাদের পূর্বপুরুষদের দ্বারা ও তাহাদের পূর্ববর্তী নেককার লোকদের দ্বারা (আল্লাহ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।) উপদেশ

দানের এক সম্মানিত মর্যাদাপূর্ণ পথ। ইহাই হইল বিরাট উদ্দেশ্য ও মহান কামনা যাহার ভিত্তি মজবুতভাবে করা উচিৎ, সম্মানিত অভিলাষের দিকে পৌছার গ্রহণযোগ্য উপায়। আমরা মহান আল্লাহ তাআলার নিকট এই পথে চলার পূর্ণ তাওফীকদানের প্রার্থনা করিতেছি। আমীন!

মৌলূদ শরীফ ও ঘৃণিত মন্দ দিকসমূহ

আমি আমার রচিত কিতাবসমূহে, যেই সকল সভা সমিতিতে আমি আহূত হই, আমরা আহ্বান করি এবং আমরা তাহাতে যোগ দানের ইচ্ছা করি আর যেই সকল মাহফিল সম্মানিত নবী ও মহান রাসূল আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন চরিত আলোচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হয়, হারামাইন শরীফাইনে যাহাতে আমি উপস্থিত হই অথবা তাহার বাহিরের আরব রাষ্ট্রসমূহে ও ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে যথাঃ মিশর, পাশ্চাত্য, সিরিয়া, উপসাগরীয় অঞ্চলসমূহে ও ইয়ামনে আমি বর্ণনা করিয়াছি ও করি। সেই সকল মাহফিল পবিত্র ও সম্মানিত---- সেই সকল মাহফিল হইল শিষ্টাচার সম্পর্কীয়, রুচীপূর্ণ, সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ ----- সেই সকল মাহফিল হইল, মহত্ত্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও খুশী, আনন্দ ও সন্তুষ্টি প্রকাশের।

যেই সকল স্থানে এই সকল মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় উহার অধিকাংশই মসজিদসমূহ, সম্মানিত স্থানসমূহ যাহা উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ ও মহা সম্মানিত (আল্লাহ তাআলার ঘরসমূহ।) অথবা ইসলামী কেন্দ্রসমূহ ও বিরাট চত্বর অথবা ইলমী আলোচনা কেন্দ্রসমূহ, দীনী মাদরাসাহসমূহ ও ওলামায়ে কেরামের ঘরসমূহ, সেইখানে বড় বড় আলেমগণের মধ্যে পীর সাহেবান, ওয়ায়িযীনে কেরাম যাহারা লোকদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন তাঁহারা উপস্থিত থাকেন। তাঁহারা তাঁহাদের মূল্যবান উপদেশ ও সৎপথ প্রদর্শনের বাণীর সৌরভে সেই সকল মাহফিলকে সৌরভময় করিয়া তোলেন। এবং তাহা সর্বপ্রকার প্রচার যন্ত্রে (রেডিও, টেলিভিশন, টেলিস্কোপ ইত্যাদিতে) প্রচার করা হয়। আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া ও অনুগ্রহে এই সকল মজলিস ও মাহফিল সম্মানিত, মর্যাদাপূর্ণ ও পবিত্র।

সম্ভবত ঃ সমালোচক ব্যক্তিই দেখিতে পায় যে, মৌলুদ শরীফের মাহফিলে শুধু কিছু দুষ্ট ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা একত্রিত হইয়া খেল তামাশা ও ঘৃণিত কাজের পর্ব পালন করে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

আমি তাহাদের অর্থাৎ সমালোচক ব্যক্তিদের বলিতে চাহি যে, এই সকল কাজ শুধু মৌলুদ শরীফের মাহফিলসমূহকে উপলক্ষ করেই হয় না। বরং এই সকল কাজ যেই কোন স্থানেই যেখানে কিছু লোকের সমাবেশ হয় সেই খানেই কিছু দুষ্ট লোক উহাকে বিরাট সুযোগ মনে করিয়া ভাল কাজ ও মহৎ উৎসবের অন্তরালে কিছু খেল তামাশা ও কিছু ঘৃণিত কাজও করিয়া থাকে। শরীআত সমর্থিত কোন মজলিসই ইহা হইতে খালি নাই। যেমনঃ মসজিদের আশে পাশে, হজ্জ এর ও ওমরাহর স্থানসমূহে যখন লোকেরা সেই সকল স্থানে সমবেত হয় তখনই তাহা প্রত্যক্ষ করা যায়। অথবা বার্ষিক সম্মেলনসমূহে যাহা শরীআত সমর্থিত হওয়া সম্পর্কে কাহারও কোন দ্বিমত নাই। যেমনঃ ঈদুল ফিতরের নামাযের জন্য সমবেত হওয়া, অথবা ঈদুল আদ্বহার নামাযের জন্য সমবেত হওয়ার সময় অথবা আরাফায় অবস্থানের জন্য সমবেত হওয়ার সময় অথবা মিনায় শয়তানকে পাথরমারার সময় ইত্যাদি লোকের উপস্থিতি ও সমাবেশের স্থানসমূহ। অথচ এই সকল অনভিপ্রেত কাজের কারণে মূল সমাবেশের কোন ক্ষতি হয় না। কেননা, প্রবাহিত অধিক পবিত্র পানিকে কোন অপবিত্র বস্তুই অপবিত্র করিতে পারে না! কোন জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে এই কথা বলা কি ঠিক হইবে যে, এই সকল শরীআত সমর্থিত সমাবেশে কিছু মুর্খলোক অজ্ঞতাবশতঃ শরীআত বিরোধী কিছু কাজ করে, অতএব এই সকল সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা উচিৎ। আল্লাহ! আপনি মহান পবিত্র।

এই সকল তো হইল মিথ্যা অপবাদ। এই সকলের দর্শক ব্যক্তি যদি ইনসাফ ভিত্তিক কথা বলে এবং নিষিদ্ধের নির্দেশদাতা যদি গবেষণা করে ও চিন্তা করে, তবে সে বলিতে বাধ্য হইবে যে, আমাদের সকল ঘৃণিত কাজকেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা উচিৎ। যেই কোন মজলিস অথবা মাহফিলে যেই সকল বেদআত হয় তাহার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করা উচিৎ। উহা মৌলুদ শরীফের মাহফিলে, অথবা মেরাজের মাহফিলে অথবা হজ্জের স্থানসমূহে, অথবা ওমরাহর স্থানসমূহে অথবা উভয় ঈদের সমাবেশে, অথবা তারাবীহর নামাযের সমাবেশে যেই কোন স্থানেই হইক না কেন? উহা মসজিদসমূহে, অথবা ঘরসমূহে, অথবা ঘরের কোণায় যেই খানেই হউক না

কেন। মৌলুদশরীফের মাহফিলকে গোড়া হইতে উচ্ছেদ করিয়া নয়। তাহার মূল সম্পর্কে ঝগড়া লড়াই করিয়া নয়, কোন কোন প্রচার যন্ত্রে চিন্তাশীলদের লড়াকু দলের প্রচারের মাধ্যমে নয় অথবা মিম্বরের জুমুআর খোতবায় মৌলুদ শরীফের মাহফিলের বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করিয়া নয়। যেহেতু ইহা এমন একটি মজলিস ও মাহফিল যাহা এই সময়ের জন্য সময়োপযোগী উহাকে জীবিত রাখা একান্ত কর্তব্য।

আমি[১] বলিতে চাহি যে, উপদেশ দাতা ও পীরসাহেবগণ যদি সর্বপ্রকার বেদআত ও ঘৃণিত কাজসমূহ উচ্ছেদের জন্য যেহেতু ঐগুলি বেদআত ও ঘৃণিত, লোকদের লড়াই করার জন্য আহ্বান করে, উহা মৌলুদ শরীফের মাহফিলের বেদআত হউক বা অন্য কোন বেদআত হউক, তাহা হইলে উহাই ঠিক হইবে। আর তাহাদের সহিত এই বিষয়ে প্রত্যেক জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, সুক্ষ মর্যাদাশীল উপদেশদাতা যাহারা ভাল এর প্রতি উৎসাহী এবং লোকদের হেদায়াতের দিকে আহ্বানকারী সকলেই যোগদান করিবে।

ভুল সন্দেহ ও তাহার জবাব

আপনার জানা উচিৎ যে, নিঃসন্দেহে মৌলুদ শরীফ আমাদের নিকট নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনালেখ্য শুনার উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহ তাআলা এই উম্মাতের নিকট সম্মানিত, দয়ালু ও দয়াবান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করিয়া যেই উপকার ও অনুগ্রহ করিয়াছেন তাহা আলোচনার মজলিস ছাড়া আর কিছু নয়। মৌলুদ শরীফের বিরুদ্ধবাদীরা কতগুলি দুর্বল অভিযোগ ও ভুল সন্দেহ আরোপ করিয়া থাকে এবং প্রতি বৎসর (রবিউ'ল আউয়াল মাসে মৌলুদ শরীফের মাহফিলের সময়ে) ইহা লইয়া চেঁচামেচি করিতে থাকে।

উহাদের অভিযোগসমূহের একটি এই যে, মৌলুদ শরীফের মাহফিলকারীরা বিশ্বাস করে যে, ইহা একটি তৃতীয় ঈদ। তাহাদের এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যাত। আমরা ইতিপূর্বে এই সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করিয়াছি। (এই কিতাবের ---- পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

টীকা ঃ অর্থাৎ মূল গ্রন্থকার আল্লামা আসসাইয়্যিদ মুহাম্মাদ বিন উলওয়ী আলমালিকী আলহাসানী।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

তাহাদের অভিযোগসমূহের আরো একটি অভিযোগ এই যে, মৌলুদ শরীফের মাহফিল শরীআত ও দীনের পরিপূর্ণতার মধ্যে বাড়াবাড়ী বৈ আর কিছু নয়। কেননা, ইহা যদি কল্যাণমূলক হইত, তাহা হইলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্যই ইহা করিতেন।

তাহাদের এই অভিযোগও অভিযুক্ত বা ভিত্তিহীন। কেননা সাধারণ মুসলমানদের কেহই এই বিশ্বাস বা ধারণা করে না। ওলামায়ে উম্মতের মর্যাদা ভিন্ন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সলফে ছালেহীন যাহা করেন নাই এবং তাহাদের পরে দীনের পরিপূর্ণতা ও শরীআতের সম্পূরক হিসাবে যাহা করা হইয়াছে তাহা যদি সমাদৃত না হয়, (কখনো না আবারও কক্ষনো না।) তাহা হইলে ইজতিহাদের স্থান কোথায়?

তাহারা সেই হাজারো ইজতেহাদী মাসআলা সম্পর্কে কি বলে? যাহা সেই মহৎ যুগের পরে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা কি দীনের পরিপূর্ণতার জন্য?

ইহা কি বলা ঠিক হইবে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সলফে সালেহীনের যুগে ইহা ছিল না? নিঃসন্দেহে তাহারা কি ইহা ভুলিয়া গিয়াছে অথবা তাহারা ইহাতে সংকীর্ণতা প্রকাশ করিয়াছে অথবা অজ্ঞানতার ভান করিয়াছে? হে আল্লাহ! আপনি মহান পবিত্র! ইহা মহান অপবাদ!

তারপরও আমরা বলিতেছি যে, তোমাদের নিকট কে দাবী করিয়াছে যে, মৌলুদ শরীফের ধরন পূর্ব যুগের বর্ণিত হুবহু নিয়মানুযায়ী ইবাদাত হিসাবে করা হইতেছে?

এইরূপ দাবী করা জাজ্বল্যমান মিথ্যা এবং সর্বৈব বাতিল। ইতিপূর্বে এই মিথ্যা অপবাদ প্রত্যাহৃত হইয়াছে তাহাই ইহার জন্য যথেষ্ট।

(এই কিতাবের ----পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

তাহাদের মিথ্যা অভিযোগসমূহের মধ্যে ইহাও একটি যে, মৌলুদ শরীফের মাহফিল শিয়া মতাবলম্বী রাফেযীদের সৃষ্ট একটি বেদআত। কেননা ইহার উদ্ভাবক হইল ফাত্বেমী বাদশাহগণ আর তাহারা হইল আল্লাহতে অবিশ্বাসী রাফেযী সম্প্রদায়, আবদুল্লাহ বিন সাবা ইহূদীর পৌত্রগণ!! তাহারা এই রূপ বলে।

এই অভিযোগের উত্তর আমি এই কিতাবে একাধিকবার প্রদান করিয়াছি যে, মৌলুদ শরীফের সর্বপ্রথম উদ্ভাবক হইলেন, মৌলূদ শরীফের অধিকারী

য়ং নিজেই। আর তিনি হইলেন আমাদের মহান নেতা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আমরা ইতিপূর্বে ইহার দলীল সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। আর ইহা এমন দলীল যাহা সম্পর্কে কোন মতভেদ নাই। মতভেদ হইল শুধু ধরন ও নিয়ম সম্পর্কে, যাহা অনেকদিন হইতে পরিবর্তন পরিবর্ধন হইয়া চলিয়া আসিতেছে, উহা ক্বোরআন বা হাদীসের নির্দেশিত বিষয় নয়। অথচ উহা ফাতেমী শাসকদের পূর্ব হইতেই লোকেরা গুরুত্ব সহকারে পালন করিয়া আসিতেছে। আর এ বিষয়ে অনেকে কিতাব রচনা করিয়াছেন এবং লোকেরা বিশেষভাবে তাহা পাঠ করিয়া আসিতেছে। যেমনঃ হাফেয ইরাকী (রাহঃ), হাফেয ইবনু নাসিরুদ্দীন দামেশকী (রাহঃ), হাফেয ইবনু কাসীর (রহঃ), হাফেয সাখাভী (রহঃ) ও আল্লামা ইবনুল্ জাওযী (রাহঃ) প্রমুখ মনীষীগণ মৌলুদ শরীফের উপর কিতাব রচনা করিয়াছেন।

আল্লামা হাফেয ইবনু কাসীরের উপর মিথ্যা অপবাদ ও তাহার কথার পরিবর্তন

স্বার্থবাজরা তাহাদের মিথ্যার প্রচারের জন্য স্বল্প জ্ঞান সম্পন্ন মুসলমানদের চিহ্নিত করিয়া লইয়াছে ইহাতে তাহাদের অভ্যাসানুযায়ী সত্যকে গোপন করিয়া হইলেও। যেমনঃ তাহারা সকলে এক বাক্যে বলে যে,

"হাফেয ইবনু কাসীর বেদায়া ও নেহায়া কিতাবে (১১/১৭২) উল্লেখ করিয়াছেন যে, ফাতেমিয়া ওবাইদিয়া সরকার যাহা ওবাইদুল্লাহ বিন মাইমূন আলক্বোদাহ ইহূদীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত। যাহারা মিশরে (৩৫৭ হিঃ হইতে ৫৬৭ পর্যন্ত) রাজত্ব করিয়াছে, তাহারা নূতন নূতন অনেক দিন পালনের সূচনা করিয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মদিবস পালনও উহার অন্তর্ভুক্ত?

ইহা তাহারা হাফেজ ইবনু হাজার হইতে উদ্বৃত করিয়াছে। তাহারা যে উদ্বৃতির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছে উহাই যথেষ্ট। আমরা তোমাদেরকে বলিতেছি, আল্লাহর ক্বসম! তোমরা মিথ্যারোপ করিয়াছ। তোমরা হাফেয (ইবনু কাসীর) হইতে যাহা সংকলন করার দাবী করিয়াছ তাহাতে আমরা তোমাদেরকে জানাইতেছি যে, তোমরা ওলামায়ে উম্মাত হইতে সংকলন করার

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

ব্যাপারে তাহা মিথ্যা, মিথ্যারোপ, সত্যগোপন ও বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়াছ। ইহার উপর যদি তোমরা হঠকারিতা কর, তাহা হইলে তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে তাহা আমাদেরকে বাহির করিয়া দেখাও।

তোমরা তোমাদের দাবী হইতে কোথায়? তোমরা তো এই বিষয়ে ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের খাতিরে প্রবৃত্তির অনুসরণ হইতে মুক্ত থাকা উচিত ছিল। বরং নিঃসন্দেহে ইহা লজ্জাহীন পক্ষপাত দুষ্ট ও হিংসাত্মক প্রবৃত্তির অনুসরণ। ইহার পরেও আমরা কিভাবে তোমাদের হইতে নির্ভয় থাকিব?

হে আমার মুসলিম ভাই! (আপনি দেখুন!) ইহা হইল তাহাদের ওলামায়ে উম্মাত হইতে সংকলনের নমূনা! হে আমার মুসলিম ভাই! আমি এখন আপনার নিকট হাফেয আল্লামাহ ইবনু কাসীর (রহঃ) এর মৌলুদ শরীফ ও তাহার প্রচার সম্পর্কে সঠিক অভিমত তুলিয়া ধরিতেছি, যাহা তাহারা এই বিষয়ে ন্যায় বিচার ও ইনসাফের দৃঢ়তার দাবী করিয়াও গোপন করিয়াছে।

আল্লামাহ হাফেয ইবনু কাসীর (রাহঃ) নিজ রচিত বেদায়া ও নেহায়া কিতাবের ১৩তম খণ্ডের ১৩৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ কিরয়াছেন যে,

"আলমালিকুলমুযাফফর আবূ সায়ী'দ আলকাওকাবরী (রাহঃ) একজন মহান দাতা, বিরাট নেতা ও সম্মানিত বাদশাহ। তাঁহার অনেক উত্তম নিদর্শন আছে। তিনি রবিউ'ল আউওয়াল মাসে মৌলুদ শরীফের আমল করিতেন এবং এই উপলক্ষে বিরাট মাহফিলের ব্যবস্থা করিতেন। এতদব্যতীতও তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন, বীর প্রধান, বীর কেশরী, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও ন্যায় বিচারক ছিলেন।" (আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে রহম করুন এবং উত্তম ঠিকানা দান করুন।) আর সর্বশেষ বলিয়াছেন, "তিনি মৌলুদ শরীফ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম দিবস উপলক্ষে তিন লক্ষ দীনার ব্যয় করিতেন।

(হে মুসলিম ভাই!) আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি রহম করুন! আপনি দেখুন! আল্লামা হাফেয ইবনু কাসীর (রহঃ) বাদশাহর কি প্রশংসা ও প্রশস্তি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে জ্ঞানী, ন্যায় বিচারক, তীক্ষ্ম বুদ্ধিমান, বীরশ্রেষ্ঠ ইত্যাদি গুণরাজিতে ভূষিত করিয়াছেন। অবশেষে তিনি "আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে রহম করুন এবং উত্তম ঠিকানা দান করুন!" বলিয়াছেন।

আল্লাহতে অবিশ্বাসী, পাপী, দুষ্কৃতকারী, নির্লজ্জতা ও ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত ইত্যাদি বিশেষণ বলেন নাই। যেমনঃ অভিযোগকরী মৌলুদ শরীফের আমলকারীদের সম্পর্কে বলিয়া থাকে!! পাঠক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, হাফেয ইবনু কাসীর (রহঃ) এর উদ্বৃতি প্রদানেও কি মিথ্যা চতুরতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এ বিষয়ে অনেক কথা বলার ছিল। আমি বিস্তৃতির ভয়ে উদ্বৃত করিলাম না।

হে পাঠক! আপনি ইমাম হাফেয যাহাবী (রহঃ) এর অভিমত দেখুন! তিনি নিজ রচিত "সিয়ারু আ'লামুন্নুবালা" নামক গ্রন্থের দ্বাবিংশ খণ্ডের ৩৩৬ পৃষ্ঠায় মালিকুলমুযাফফর এর জীবনীতে লিখিয়াছেন।

"তিনি বিনয়ী, উত্তম ও সুন্নী ছিলেন, ফক্বীহ ও মুহাদ্দিসগণকে পছন্দ করিতেন।"

মৌলুদ শরীফের মাহফিল সম্পর্কে সৎপথ প্রদর্শক আলেমগণের অভিমত

১। শরয়ী দলীল বিশারদদের ইমাম হাফেয আল্লামাহ সুয়ূত্বী (রহঃ) এর অভিমত

ইমাম হাফেয সুয়ূত্বী (রহঃ) নিজ রচিত গ্রন্থ "আলহাওয়ী লিল্‌ফাতওয়ী" এর এক অধ্যায়ের নাম রাখিয়াছেন, "হুসনু ল্‌মাক্বছাদ ফী আমালিল্ মাওলাদ" উহার শুরুতে তিনি বলেন–

রবীউ'ল আউওয়াল মাসে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম দিবস পালন সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, শরীআতের দৃষ্টিতে উহার কি হুকুম? তাহা কি প্রশংসিত না কি ঘৃণিত? তাহার আমলকারীকে সওয়াব দেওয়া হইবে, কি হইবে না ? আমার মতে ইহার জবাব এই যে, মৌলুদ শরীফের মূল হইল, মানুষের সমাবেশ হওয়া, পবিত্র ক্বোরআন হইতে যতটুকু সম্ভব পাঠ করা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের পূর্ববর্তী সময়ের ঘটনাবলী সম্পর্কে যাহা হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

তাহা বর্ণনা করা। তাঁহার জন্মের সময় যেই সকল মু'জিযা পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা, তারপর লোকদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা, উহার উপর কোন সীমালঙ্ঘন না করিয়া মাহফিল শেষ করা, ইহা বেদআতে হাসানাহ, ইহার আমলকারীরকে সওয়াব দেওয়া হইবে। কেননা, সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মর্যাদার সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে এবং তাহার মৌলুদ শরীফে (অর্থাৎ তাহার জন্মের কারণে) আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে।

২। শাইখুল্ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) এর অভিমত

তিনি তাঁহার রচিত "ইক্বতিদ্বাউস্সিরাতিলমুস্তাক্বীম" নামক কিতাবের ২৬৬ পৃষ্ঠায় এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, অনুরূপ কোন কোন ব্যক্তি হযরত ঈসা আলাইহিস্সালামের অনুসরণে অথবা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহব্বতে ও তাঁহার সম্মানার্থে মৌলুদ শরীফ পালন করিয়া থাকে, আল্লাহ তাআলা তাহাকে তাহার এই মহব্বত ও প্রচেষ্টার কারণে অবশ্যই সওয়াব দান করিবেন।" এই কিতাবেরই অন্যত্র বলিয়াছেন, "ইহা যদিও সলফে সালেহীন করেন নাই, তবুও তাহা প্রতিষ্ঠার চাহিদার কারণে এবং শরীআতের কোন বাধা না থাকায় তাহা প্রতিষ্ঠা করা জায়েয।"

ইহা তো এমন ব্যক্তির কথা যিনি পক্ষপাতমূলক কোন পক্ষালম্বন করেন নাই এবং এমন কথা বলিয়াছেন যাহাতে আল্লাহ তাআলা ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তুষ্ট হন। কিন্তু শাইখুল ইসলাম (রহঃ) এর অভিমত অনুযায়ী আমরা শুধু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি মহব্বত ও তাহার সম্মান প্রদর্শনার্থেই মৌলুদ শরীফের মাহফিল করিয়া থাকি। আল্লাহ তাআলা অবশ্যই আমাদের এই মহব্বত ও প্রচেষ্টার কারণে আমাদেরকে সওয়াব দান করিবেন।

আল্লাহ তাআলার জন্য সকল প্রশংসা। কত মূল্যবান কথাই না কবি বলিয়াছে।

دَعْ مَا اَدَّعَتْهُ النَّصَارٰى فِىْ نَبِيِّهِمْ

وَاَحْكِمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيْهِ وَاحْتَكِمْ

وَانْسِبْ اِلٰى ذَاتِهٖ مَاشِئْتَ مِنْ شَرَفٍ

وَانْسِبْ اِلٰى قَدْرِهٖ مَاشِئْتَ مِنْ عَظَمٍ

فَاِنَّ فَضْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ لَيْسَ لَهٗ

حَدٌّ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمٍ

অর্থাৎ, খ্রীস্টানগণ তাহাদের নবী সম্পর্কে যাহা বলিয়াছে তাহার প্রতি তুমি দৃষ্টি করিও না। তুমি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রশংসায় যাহা বলিবার তাহা দৃঢ় ভাবে বলিতে পার। তুমি তাঁহার সত্তার মর্যাদা দান বিষয়ে যাহা ইচ্ছা বলিতে পার। তুমি তাঁহাকে মর্যাদার উচ্চাসনে সমাসীন করার জন্য যাহা ইচ্ছা বলিতে পার। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাহাত্ম্যের কোন সীমা রেখা নাই যে, মুখ সেই সীমারেখার ভিতরে কথা বলিবে।

৩। শাইখুল ইসলাম হাদীস ব্যাখ্যাকারগণের ইমাম হাফেয ইবনু হাজার আলআসক্বালীনী (রহঃ) এর অভিমতঃ

ইমাম হাফেয সূয়ূত্বী (রহঃ) তাঁহার পূর্ববর্তী কথার জের টানিয়া বলিয়াছেন যে, " শাইখুল ইসলাম হাফেযুল আসর আবুলফদ্বল ইবনু হাজার আল আসক্বালানী (রহঃ) মৌলুদ শরীফের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইয়া তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, মৌলুদ শরীফের মূল হইল বেদআত, পূর্ববর্তী তিন যুগের সলফে সালেহীনের কাহারও হইতে ইহা প্রমাণিত নয়। তবুও উহা উত্তম ও অনুত্তম এর সহিত সংশ্লিষ্ট। অতএব যেই ব্যক্তি উত্তম আমল

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

করিবে এবং উহার বিপরীত হইতে বিরত থাকিবে, তাহা বেদআতে হাসানাহ হইবে। আমার নিকট উহার সূত্র দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়াছে যে, উহার মূল দৃঢ়। আর উহা হইল সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত প্রমাণিত একটি হাদীস।

হাদীসটি এই– হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আগমনের পর দেখিতে পাইলেন যে, ইহূদীগণ মুহাররাম মাসের দশ তারিখে রোযা রাখে। অতপর তিনি তাহাদিগকে (এই সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা বলিল, এইদিন আল্লাহ তাআলা ফেরাউনকে পানিতে ডুবাইয়াছেন এবং মূসা আলাইহিস সাল্লামকে রক্ষা করিয়াছেন। অতএব আমরা আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করণার্থে এইদিন রোযা রাখি।

"এই হাদীস দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, যেই নির্দিষ্ট দিন আল্লাহ তাআলা নিজ বান্দাহদের উপর নেআমত দান করেন অথবা শাস্তি হইতে রক্ষা করেন, সেই দিন বান্দাহ আল্লাহর শোকর আদায় করা বিধেয় বা কর্তব্য।"

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এই দিন আল্লাহ তাআলার নবী, নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশ্ব জগতে আগমন হইতে বড় নেআমত আর কোন্ নেআমত হইতে পারে? ইহা তো হইল মূল আমল সম্পর্কীয় কথা। কিন্তু সেইদিন যাহা করা হইবে তাহা যাহা দ্বারা আল্লাহ তাআলার শোকর প্রকাশ পায় তাহার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিৎ। যেমন ঃ পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে ক্বোরআন তেলাওয়াত, খানা খাওয়ান, দান খয়রাত, নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রশংসা মূলক, ভক্তিমূলক, অন্তরে নেক কাজ ও আখেরাতের উদ্দেশ্যে আমল করার আলোড়ন সৃষ্টিকারী গজল-কবিতা ইত্যাদি পাঠ করা।" (আল্লাহ তাআলা তাহাকে রহম করুন।)

এই সকল দলীল সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদী বলে যে, "নিঃসন্দেহে ইহা মিথ্যা প্রমাণ এবং বিকৃত চিন্তা" হায় দুর্ভাগ্য! আমার কথা যদি অস্বীকারকারী ও অস্বীকৃতের নিকট পৌঁছিত।

মৌলুদ শরীফের অস্বীকারকারীর কথা, "ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেন নাই, তাঁহার খোলাফায়ে রাশেদীন করেন নাই

এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম রিদ্বওয়ানিল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাঈন করেন নাই।"

ইহার উত্তরে আমরা বলিতেছি যে, কোন বস্তু শুধু কৃত হয় নাই এর সহিত নিষিদ্ধের প্রমাণ না পাওয়া গেলে উহা নিষিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে না। বরং সর্বশেষ উক্ত কৃত হয় নাই কাজটি শরীআত সমর্থিত বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু পরিত্যাক্ত কর্মটি নিষিদ্ধ প্রমাণ করার জন্য দলীলের প্রয়োজন হইবে, শুধু পরিত্যাক্ত হওয়ার কারণে উহা নিষিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে না। নিষিদ্ধের উপর কোন দলীল প্রমাণিত হইলে , শুধু তখনই তাহা নিষিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে। অতএব এই যুক্তির মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীর অভিযোগ রহিত হইল। কেননা, আমরা পূর্বেই বলিয়াছি (এবং প্রমাণ করিয়াছি) যে. মৌলূদ শরীফের মূল বিষয়ে কোন মতভেদ নাই, (উহা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত) মতভেদ হইল শুধু ধরন ও নিয়ম-রীতি সম্পর্কে।

বিরুদ্ধবাদীর এই দাবী করা যে, মৌলুদ শরীফের মাহফিলের কর্মকর্তাদের অধিকাংশই ফাসিক্ব-ফাজির, সুদখোর তাহারা সুদের টাকা দ্বারাই এই মাহফিলের আয়োজন করে, নামাযের প্রতি অলসতা করে, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সুন্নাতসমূহের অনিষ্ট সাধন করে, অনেক গোনাহ ও পাপের কাজে লিপ্ত হয় এবং নির্লজ্জতা ও ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়। ইহা মিথ্যা অপবাদ এবং সাক্ষ্যের বেশে প্রকাশ্য মিথ্যাচার। তাহারা আজ সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত না হইলেও তাহারা কাল ক্বিয়ামতের দিন অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হইবে। সে আল্লাহর নিকট প্রমাণ করিতে হইবে যে, সে মৌলুদ শরীফের মাহফিলকারীদের সম্পর্কে যেইরূপ উক্তি করিয়াছে তাহারা সেইরূপ, অন্যথায় আল্লাহ তাআলা তাহার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু আমরা বলিতেছি যে, হে আল্লাহ আপনি মহান। ইহা সর্বৈব মিথ্যা অপবাদ। আমরা আরও বলিতেছি যে,

যাহারা নামাযের জামাআতে হাযির হয়, রোযা রাখে, হজ্জ পালন করে, ওমরাহ পালন করে, ক্বোরআন পাঠ করে, মসজিদে ইতেকাফ করে তাহারা সকলেই কি এই সকল দোষ ত্রুটি হইতে পবিত্র। আমি বলিতেছি যে, তাহাদের মধ্যে কি সুদখোর ও অন্যায়ভাবে মানুষের ধন-সম্পদ ভক্ষণকারী

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

নাই? তাহাদের মধ্যে কি মদখোর ও নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত ব্যক্তি নাই? তাহাদের মধ্যে কি এমন ব্যক্তি নাই , যে অন্যায় করার পর তওবাহ করে অন্যায় কাজ হইতে ফিরে আসে?

প্রত্যেক আদম সন্তানইভোলা বা পাপী, মানবজাতিই ভুলত্রুটির ক্ষেত্র

হে আল্লাহ ! আমরা আপনার নিকট অহংকার , আত্ম গর্ব, নিজকে ভাল মনে করা ও ইবলীস শয়ত্বানের তরীকা হইতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। সে বলিয়াছে –

اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ ـ (سُوْرَةُ الْاَعْرَافِ – ايت ـ ١٢)

অর্থ ঃ আমি তাহার থেকে উত্তম, আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন, আর তাহাকে করিয়াছেন মাটি দ্বারা সৃষ্টি। (সূরা আল আ'রাফ, আয়াত ১২)

আলেমগণ বলিয়াছেন, নিঃসন্দেহে আলেম ব্যক্তি যখন নিজেকে ভাল মনে করে লোকদের অবজ্ঞা করে বলে যে, লোকেরা ধ্বংস হইয়াছে। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সে নিজেই সর্বাধিক ধ্বংস হইয়াছে এবং সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

মৌলুদ শরীফের বিরুদ্ধবাদীদের আভযোগ

মৌলূদ শরীফের বিরুদ্ধবাদীরা অধিকাংশ সময় এই কথা বলিয়াই অভিযোগ আনয়ন করে যে, " মৌলুদ শরীফের মাহফিল করাটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি মহব্বতের প্রমাণ নয়!

অভিযোগের জবাব ঃ

আমরা কক্ষনো এই কথা বলি না যে, মৌলুদ শরীফের মাহফিল করাটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মহব্বতের একমাত্র প্রমাণ! আর যেই ব্যক্তি মৌলুদ শরীফের মাহফিল করে না, সে রাসূল প্রেমিক নয়। বরং আমরা নিঃসন্দেহে বলি যে, মৌলুদ শরীফের মাহফিল করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ। মৌলুদ শরীফের মাহফিল করাটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম এর সহিত সম্পর্ক থাকার ও তাঁহার অনুসরণের প্রমাণ। ইহা অপরিহার্য নয় যে, যেই ব্যক্তি মৌলুদ শরীফের মাহফিল করে না সে রাসূল প্রেমিকও নয় এবং তাঁহার অনুসারীও নয়।

অনুসরণের সহিত মহব্বত প্রমাণ করা, অতিরিক্ত অনুগ্রহ লাভের আশায় গুরুত্বের সহিত শরীআত সম্মত নিয়ম রীতি অনুযায়ী মৌলুদ শরীফের মাহফিলের আয়োজন করাও জ্ঞানীদের নিকট মহব্বত প্রমাণ করিতে নিষেধ করে না। জ্ঞানীগণ যদি অনুসরণ করে এবং বিরুদ্ধবাদী যদি ন্যায় বিচার করে, তাহা হইলে তাহারা মৌলুদ শরীফের অনুষ্ঠানকারীদের সর্বাধিক লোকদের, মিথ্যা অপবাদকারীদের অপবাদের এবং চাপাবাজদের মিথ্যা চাপাবাজির বিপরীত দেখিতে পাইবে। অতপর তাহাদের মুখ হইতেই উচ্ছস্বরে ধ্বনিত হইবে যে, তাহারা শুধু মিথ্যাই বলিয়াছে। মৌলুদ শরীফের অস্বীকারকারীরা ও বিরুদ্ধবাদীরা যে কতগুলি সন্দেহ যুক্ত ও ভুল কথা বলিয়া চিৎকার করে তাহা হইল এই যে, মৌলুদ শরীফের মাহফিলে নারী-পুরুষের একত্রে মিশ্রণ ঘটে, গান-বাদ্য করা হয়, নেশাজাত দ্রব্য পান করা হয়, অল্প বয়স্ক তরুণদের প্রতি দৃষ্টি পড়ে ইত্যাদি বাজে কথা।

আল্লাহর ক্বসম! অবশ্যই এই প্রবক্তা মিথ্যা বলিয়াছে। আমরা শত শত মৌলুদ শরীফের মহিফিলে হাযির হইয়াছি, কোন মাহিফিলেই নারী -পুরষের মিশ্রণ ঘটে নাই, বাদ্য শুনি নাই, এই মিথ্যা অপবাদের কোন ঘটনাই দেখি নাই। বিশেষত ঃ আমাদের হারামাইন শরীফাইনের দেশে। আমরা জানি না, তাহারা কিভাবে প্রমাণ করিবে যে, এই দেশে এই জাতীয় কাজ হয়! অথচ এই দেশ হইল, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজ হইতে বিরত রাখার প্রতিচ্ছবির মূলকেন্দ্র, যাহা আল্লাহর অনুগ্রহে এই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বিস্তৃত আছে। এতদসত্ত্বেও তাহারা নিবৃত্ত হয় নাই। অনেক বৎসর হইতেই এই সকল মাহফিল একই নিয়মে চলিয়া আসিতেছে। এই সকল মাহফিলে কোন প্রকার নারী-পুরষের মিশ্রণ, নেশাজাত দ্রব্য পান, গান বাদ্যের মহা উচ্ছৃংখলাতার কিছুই হয় না। ইহাতো দিনের চতুর্থ প্রহরের সূর্যের মত উজ্জ্বল, তাহাকে প্রকৃত অন্ধ অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবে অন্ধের ভানকারী ব্যতীত আর কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। কোন কবি বলিয়াছেন ঃ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

وَلَيْسَ يَصِحُّ فِى الْاَذْهَانِ شَىْءٌ

اِذَا اِحْتَاجَ النَّهَارُ اِلٰى دَلِيْلٍ

অর্থাৎ ঃ দিন প্রমাণ করিতে যখন দলীলের প্রয়োজন হইবে, তখন মানুষের প্রতিভা কোন কাজেই আসিবে না।

অতপর সে যখন বলিবে, কিন্তু হারামাইন শরীফাইনের বাহিরের কোন কোন দেশে এইরূপ কাজ হয়, তখন আমরা বলিব যে, তবে তোমরা সাধারণভাবে এইরূপ কথা কেন বলিয়াছ? তবে তোমাদের এইরূপ বলা উচিৎ ছিল যে, কোন কোন দেশে এইরূপ হয়। তুমি যদি ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাক যে, এই খবরদাতা ফাসিক্ব নয়, অথবা তুমি তাহা তোমার মাথার দুইচোখ দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াছ। তবে তুমি যদি ন্যায় বিচার করিতে, তুমি অবশ্যই বলিতে যে, ইহা কোন কোন দেশে মুর্খ -অজ্ঞানরা ও নিকৃষ্ট সাধারণ লোকেরা করে, সত্যের পাল্লায় যাহাদের কোন মর্যাদা নাই।

আমি এমন অনেক সম্প্রদায়কে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যাহাদেরকে আল্লাহ তাআলাও ক্ষীণ দৃষ্টি ও সংকীর্ণ দিগন্ত দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহারা তাহাদের নিজেদেরকে ছাড়া আর কাহাকেও দেখে না। ক্বোরআন ও হাদীসের আক্ষরিক রূপ ও বাহ্যিক শাব্দিক অর্থ ছাড়া আর কিছুই বুঝে না। ইহা ছাড়া তাহাদের আর কিছুই বুঝার বা ইহার বিপরীত চিন্তা করার ক্ষমতাও নাই। এই কারণেই তাহারা তাহাদের হুকুমাদিতে, প্রত্যাহারের ব্যাপারে ও অস্বীকারে সাধারণ পথ অবলম্বন করে, যেমন ঃ হাদীস "যেই ব্যক্তি আমাদের এই দীনের বিষয়ে এমন কাজের সূচনা করে যাহা ইহার অন্তর্ভুক্ত নয়, অতএব তাহা প্রত্যাহৃত।" এবং হাদীস ঃ"প্রত্যেক নব সূচিত কাজ বেদআত এবং প্রত্যেক বেদআতই পথ ভ্রষ্টতা।" উভয় হাদীসের একই অর্থ করিয়া দলীল আনয়ন করে যে, মৌলুদ শরীফের মাহফিলে নারী-পুরুষের মিশ্রণ ঘটে, নেশাজাত দ্রব্য পান করা হয়, খেল তামাশা হয়, গান-বাদ্য হয় ইত্যাদি। বেদআতের হাদীসসমূহের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের সীমাবদ্ধতার অভিমতের কোন মর্যাদা দেয় না। এই হাদীসে "যেই ব্যাক্তি

আমাদের এই দীনের এমন কাজের সূচনা করে যাহা ইহার অন্তর্ভুক্ত নয়, অতএব তাহা প্রত্যাহৃত।" "যাহা ইহার অন্তর্ভুক্ত নয়" শব্দের অর্থ না বুঝিয়াই যত্রতত্র বেদআতের হুকুম লাগায়। অথচ যেই কোন ব্যক্তিই গভীর দৃষ্টিতে দেখিলে অথবা গভীর দৃষ্টিতে না দেখিয়াও সামান্য চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, যেই কাজ শরীআতের নিয়ম-রীতি ও মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত নয় উহাই প্রত্যাহৃত। এই মাসআলাটি পূর্বে বর্ণিত মাসআলাসমূহের অন্তর্ভুক্ত যাহা ইলমে দীনের অন্বেষীদের নিকট ভালভাবেই জানা আছে।

কোন কোন লোকের কথার ভ্রান্তি খণ্ডন ঃ

পবিত্র কোরআনের বাণী ঃ

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا (سورة يونس - ايت ٥٨)

"আপনি বলুন, আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণায়, অতএব তোমরা ইহার জন্য আনন্দ প্রকাশ কর।" (সূরা ইউনুস, আয়াত ৫৮)

আমরা মৌলুদ শরীফের পক্ষে এই আয়াতের "আনন্দ প্রকাশ কর"দ্বারা যেমন দলীল গ্রহণ করিয়াছি। তাহারা বলে, "আনন্দ প্রকাশ কর" দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনে আনন্দ প্রকাশ করার নির্দেশ বুঝায় না। কেননা, এই আয়াতে রহমত অর্থ ইসলাম ও ক্বোরআন। তাহারা এই অর্থের সপক্ষে কোন কোন তাফসীর বিশারদের কথা উদ্বৃত করিয়াছে এবং এতদ সম্পর্কীয় তাবেয়ীদের কথাসমূহের সমাবেশ করিয়াছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম হইতে বর্ণিত কোন মরফূ' হাদীস বর্ণনা করে নাই। এখন কাহারও পক্ষে ইহা বলা সম্ভব নয় যে, ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী।

আমরা বলিতেছি যে, সুবহানাল্লাহ! ইহা হইতে আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর বস্তু আর কি হইবে! এই অস্বীকারকারী ব্যক্তি যদি কালেমায়ে শাহাদাত -" আশহাদু আল্লা -ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ " এর সাক্ষ্য দাতা না হইত, তাহা হইলে আমরা বলিয়া দিতাম যে, সে নিঃসন্দেহে পথ ভ্রষ্টকারী, স্পষ্ট শত্রু এবং নির্বোধ-হিংসুক ও বিদ্বেষী। কিন্তু কালেমায়ে তাওহীদ তাহার জন্য সুপারিশ করে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

অতএব, একত্ববাদে বিশ্বাসী রাসূল প্রেমিক মুমিনদের যবান তাহার থেকে নিশ্চুপ হইয়া যায়। তাহারা সুধারণা বশতঃ ইহাকে অজ্ঞানতা ও নির্বুদ্ধিতা হিসাবে গ্রহণ করে, যাহা একজন মু'মিনের অবস্থা।

উপরোক্ত কথার উত্তরে আমরা বলিব যে, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রহমত বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

যেমন ঃ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ (سُوْرَةُ الْاَنْبِيَاءِ - ايت ١٠٧)

" আমি আপনাকে সৃষ্টিকুলের জন্য রহমত হিসাবেই প্রেরণ করিয়াছি। (সূরা আল আম্বিয়া,আয়াত ১০৭)

আল্লাহ তাআলা পবিত্র ক্বোরআনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাহীম বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। যেমন ঃ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ - (سُوْرَةُ التَّوْبَةِ - ايت ١٢٨)

" তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হইতে একজন রাসূল আসিয়াছেন, যিনি তোমাদের কষ্টে তাঁহার দুঃখ বোধ হয়, তিনি তোমাদের হীতাকাঙ্খী, মু'মিনদের সহিত দয়ালু ও করুণাময়।" (সূরা আত্তাওবাহ, আয়াত ১২৮)

আর এই বিষয়ে হাদীস শরীফে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। অতএব আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ (سُوْرَةُ يُوْنُسَ - ايت - ٥٨)

অর্থ ঃ আপনি বলুন আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণায়।"

(সূরা ইউনুস, আয়াত ৫৮)

এই আয়াতে 'রহমত' শব্দের অর্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও অন্তর্ভুক্ত করিতে বাধা কোথায়? অতএব আয়াতের অর্থ এইরূপ হইবে - ইসলাম, ক্বোরআন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলই আল্লাহ তাআলার রহমত।

কে সেই ব্যক্তি যিনি ইসলাম নিয়া আসিয়াছেন, যাহা হইল 'রহমত'?

কে সেই ব্যক্তি যাহার উপর ক্বোরআন নাযিল হইয়াছে, যাহা হইল 'রহমত'?

তিনি কি সেই নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ওয়া সাল্লাম নন, যিনি এই রহমত নিয়া আসিয়াছেন?

পবিত্র ক্বোরআন শরীফে যদি আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার ভাষায় মহা মহিমান্বিত ও মহা সম্মানিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশেষণে 'রহমত' শব্দ ব্যবহার নাও করিতেন , তবুও এই আয়াতের মফহুম ও ইঙ্গিতই যথেষ্ট হইত যে, যিনি রহমত নিয়া আগমন করিয়াছেন, তিনিও রহমত। (অথচ আল্লাহ তাআলা পবিত্র ক্বোরআনে সূরা আল আম্বিয়ার ১০৭ আয়াতে জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّارَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ -

অর্থ ঃ "আমি আপনাকে সৃষ্টি কুলের জন্য শুধু 'রহমত' হিসাবেই প্রেরণ করিয়াছি।"

অতএব কবির ভাষায় বলিতে হয়,

رَحْمَةٌ كُلُّهٗ وَحَزْمٌ وَعَزْمٌ وَوَقَارٌ وَعِصْمَةٌ وَحَيَاءٌ

অর্থাৎ হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্দেশ্য সাধনে দৃঢ় সংকল্প, সম্মান পবিত্রতা ও লজ্জা সর্বদিক দিয়ে রহমত বা করুণা।

কি হইয়াছে? পবিত্র ক্বোরআনে সূরা আল আম্বিয়ার ১০৭ আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরিষ্কার ভাষায় 'রহমত' বলার

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

পরও তাহা স্বীকার করিতে বাধা কোথায় "আদ্বওয়াউলবায়ান ফী তাফসীরিল ক্বোরআন বিল ক্বোরআন" অর্থাৎ "পবিত্র ক্বোরআনকে ক্বোরআন দ্বারা ব্যাখ্যা করাই সর্বোত্তম ব্যাখ্যা " নামক গ্রন্থকারের অভিমত অনুযায়ী যেই আয়াতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁহার 'রহমত' এর জন্য আনন্দ প্রকাশ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন, সেই আনন্দের নির্দেশে নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই রহমতের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। পবিত্র ক্বোরআনে সূরা ইউনুসের ৫৮ আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁহার উম্মতদের জানাইয়া দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিতেছেন যে,

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا (سُوْرَةُ يُوْنُسَ - ايت ٥٨)

অর্থ ঃ "আপনি বলুন, আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও করুণা লাভের কারণে তোমরা আনন্দ প্রকাশ কর।" সূরা ইউনুস, আয়াত ৫৮

অতএব তিনি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও মহান দান এবং মজবুত রজ্জু, যেমন ঃ আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا -
(سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرَانَ ايت ١٠٣)

অর্থ ঃ "তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে মজবুত ভাবে আকড়াইয়া ধর, বিচ্ছিন্ন হইও না। তোমাদের উপর আল্লাহ তাআলা যে নে'আমত দান করিয়াছেন, তাহা স্মরণ কর। যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, অতপর আল্লাহ তাআলা তোমাদের অন্তরের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। অতপর তোমরা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে ভাই ভাই হইয়া গিয়াছ।"

(সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০৩)

অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই হইলেন, আল্লাহর রজ্জু, আল্লাহর অনুগ্রহ, কেননা, তিনিই তো তাহাদের অন্তরের মধ্যে ক্বোরআন, ইসলাম, স্থায়ী হেদায়াত ও সরল সঠিক পথ যাহা তিনি নিয়া আসিয়াছেন, তাহা দ্বারা মহব্বত সৃষ্টি করিয়াছেন। ইবনু ইসহাক (রাহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলিয়াছেন যে, তারপর মহান আল্লাহ তাআলা ইসলামের দ্বারা শত্রুতার আগুন নিবাইয়া দিয়াছেন এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দ্বারা তাহাদের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব তিনি তাহাদেরকে উপদেশ দান করিয়াছেন। তাঁহার প্রশংসা মহান। ইমাম তাবারী ইহা নিজ রচিত তাফসীরগ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

কোন কোন ব্যক্তি বলে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লাম এর জন্ম ও মৃত্যু দিবস একই দিন, অতপর আনন্দ প্রকাশ করা শোক পালন হইতে উত্তম নয়। অতএব রাসূল প্রেমিকদের এই দিন কান্না-কাটি ও শোক পালন করা উচিৎ।এই কথার সন্দেহ খন্ডন।

আমরা বলিতেছি যে, ইমামুল আল্লামাহ জালালউদ্দীন সুয়ুত্বী (রাহঃ) বিরুদ্ধবাদীদের এই ভুল প্ররোচনা খণ্ডনে যাহা বলিয়াছেন তাহাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি তাঁহার রচিত 'আল-হাত্তয়ী' নামক মৌলুদ শরীফের কিতাবে লিখিয়াছেন যে, নিঃন্দেহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ হইতে বিরাট নেআমত। পক্ষান্তরে তাঁহার মৃত্যু আমাদের জন্য মহান বিপদ। শরীআত নেআমতের শোকর আদায় করার উৎসাহ প্রদান করে এবং বিপদে ধৈর্যধারণ ও চুপ থাকিতে নির্দেশ দেয়। শরীআত শিশুর জন্মের পর তাহার আক্বীক্বাহ করিতে নির্দেশ দেয়। আর তাহা হইল নবজাতকের জন্মের শোকর প্রকাশ ও আনন্দ লাভ। আর সন্তানের মৃত্যুতে আক্বীক্বাহ বা অন্য কিছু করার নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। বরং মৃত্যুর বিলাপ করিতে এবং অধৈর্য ও অস্থিরতা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অতএব শরীআতের ক্বানূন এই মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মগ্রহণের কারণে আনন্দ প্রকাশের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। কিন্তু এই মাসে তাঁহার ওফাত হওয়ার কারণে শোক প্রকাশের অনুমতি দেয় নাই। আল্লামাহ ইবনু রজব (রাহঃ) নিজ রচিত 'আললাত্বায়েফ' নামক কিতাবে রাফেযীদের তিরস্কার করিয়া বলিয়াছেন যে, রাফেযীরা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

আশূরার দিন ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর শাহাদাতের কারণে বিলাপ করে। অথচ আল্লাহ তাআলা ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবীগণের বিপদের দিনসমূহে ও মৃত্যু দিবসে শোক পালন করিতে নির্দেশ দেন নাই। অতপর তাহাদের হইতে নিম্ন মানের লোকের কিভাবে শোক পালন করা জায়েয হইবে?

মোট কথা এই যে, মৌলুদ শরীফের বিরুদ্ধবাদীদের এ ধরণের অনেক প্রশ্নের জবাবের জন্য রাসূলে করীম মুহাম্মাদ মুসত্বাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই একটি হাদীসই যথেষ্ট। যাহা আবু ইয়া'লা (রাহঃ) হযরত হুযাইফাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেনঃ আমি তোমাদের উপর যাহার ভয় করিতেছি তাহা এই যে, এক ব্যক্তি ক্বোরআন পাঠ করিবে এমন কি তাহার প্রভাব তাহার উপর প্রতিভাত হইবে আর তাহার আবরণ হইল ইসলাম। এমতাবস্থায় সে তাহার আবরণ খুলিয়া পিছনে ফেলিয়া দিবে এবং তাহার পড়শীকে শিরকের অপবাদ দিয়া তাহার উপর তরবারী নিয়া ঝাঁপাইয়া পড়বে। বর্ণনাকারী হযরত হুযাইফাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর নবী! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, অপবাদ দাতা ও অপবাদ প্রদত্ত এই দুই ব্যক্তির মধ্য হইতে কে শিরকের অধিক নিকটবর্তী হইবে? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, বরং অপবাদ দাতা! হাফেয ইবনু কাসীর (রাহঃ) বলেন, এই হাদীসের বর্ণনা সূত্র উত্তম।

আরও একটি ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন ঃ যাহা দ্বারা বিরুদ্ধবাদীদের কেহ কেহ দলীল আনিয়া থাকে। তাহারা বলে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের সুসংবাদ শ্রবণে কাফির আবূলাহাব তাহার দাসীকে আযাদ করার কারণে প্রতি সোমবারে তাহার শাস্তি লাঘবের হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, ইহা স্বপ্নে দেখা বিষয়, তাহা কোন দলীল হইতে পারে না। অধিকন্তু তাহা পবিত্র ক্বোরআনের হুকুমেরও বিরোধী। তারপর তাহারা ইবনু হাজার আসক্বালানী (রাহঃ) এর কথাকে দলীল হিসাবে পেশ করে, তাহারা বলে, হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রাহঃ) "ফাতহ'নামক কিতাবে আলোচনা করিয়াছেন যে, স্বপ্নের কথা দলীল হইতে পারে না।

আমি বলিতেছি যে, তিনি সেই হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রাহঃ) যাহার কথা মৌলুদ শরীফের বিরুদ্ধবাদী দলীল হিসাবে পেশ করিয়াছে। অথচ এই হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রাহঃ)ই মৌলুদ শরীফের মূল যে বিশুদ্ধ হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত তাহার দলীল স্বরূপ আশূরার রোযার হাদীস পেশ করিয়াছেন। যাহা আমরা ইতিপূর্বে .....পৃষ্ঠায় বর্ণনা করিয়াছি। কিন্তু মৌলুদ শরীফের বিরুদ্ধবাদী সেই খানে তাহার কথা গ্রহণ করে নাই। বরং সে বলিয়াছে, ইবনু হাজার আসক্বালানী আশূরার হাদীসকে দলীল হিসাবে পেশ করা বাতিল ও ভ্রান্ত অনুমান।

অতএব, হে পাঠক ভাই! আপনি এই বিরুদ্ধবাদীর চরিত্রের বাঁকা নীতিটা দেখুন! সে যখন ধারণা করে যে, তাঁহার ইজতিহাদ তাহার ভ্রান্ত প্রবৃত্তির অনুরূপ হইবে তখনই সে ইবনু হাজার আসক্বালানী (রাহঃ) এর নাম বারবার উচ্চারণ করে। অতএব সে তাঁহার নামের স্থলে সম্মান ও মর্যাদা পূর্ণ হাফেয শব্দ ব্যবহার করে। আর যখন দেখে যে, তাঁহার ইজতিহাদ তাহার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যাইবে। তখন তাহার নাম লইতে কোন প্রকার ভ্রুক্ষেপ করে না। ইহা তখনই হয়, যখন সে জানিতে পারে যে, এই ইবনু হাজার (রাহঃ) তো তিনিই যিনি প্রথম আশূরার রোযার হাদীসের দ্বারা মৌলুদ শরীফ জায়েয প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু সে যখন তাহা জানে না, তখন তাঁহার এই না জানাটাই তাহার উপর হুকুম করিতে যথেষ্ট।

হে পাঠক! আমি আপনার আরও বেশী অবগতির নিমিত্ত এই মৌলুদ শরীফের বিরুদ্ধবাদীর সুওয়াইবাহ (রাঃ) এর হাদীসের খণ্ডনে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানীর কথা "স্বপ্নের কথা দলীল হইতে পারে না।" দ্বারা দলীল আনয়নের অজ্ঞতা সম্পর্কে জানাইতছি যে, এই সংকলনকারী তাঁহার কথাকে পরিবর্তন করিয়াছে এবং তাহার প্রবৃত্তির অনুসারে কথাটিকে তাহার মূল হইতে কাট-ছাঁট করিয়াছে। যথাযথ বিশুদ্ধভাবে উহাকে উপস্থাপিত করা হয় নাই। তাহা যদি যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হইত, তাহা হইলে তাহার ধাক্কা তাহার দলীলের উপরই পড়িত এবং তাহাকেই অপমানিত হইয়া পিছনের দিকে পলায়ন করিতে বাধ্য করিত। কেননা, হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রাহঃ) বিরুদ্ধবাদীদের এই অভিযোগকে খণ্ডন করিয়াছেন এবং তাঁহার আলোচনার শেষাংশে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ তাআলা আবূ লাহাবের

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

উপর অনুগ্রহ সূত্রে যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন, তাহা তাঁহার জন্য বিধেয়। (তাহাতে কাহারও অভিযোগ করার কিছু নাই।) যেমনঃ আল্লাহ তাআলা খাজা আবূ তালিবের উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন। এই বিষয়ে আমাদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক কোন বিতর্কে জড়িত না হইয়া চুপ থাকাই ওয়াজিব। উপরোক্ত অনুগ্রহ তো কোন কাফিরের সৎকাজের প্রতিদান স্বরূপই হইতে পারে। আমি এই বিষয়ে আমার রচিত **'আল মাফাহীম'** নামক গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি যিনি এই বিষয়ে আরও বেশি জানার উৎসাহ বোধ করেন, তিনি তথায় দেখিতে পারেন।

হযরত সুওয়াইবাহ (রাঃ)-এর মুক্তির কাহিনী

হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মগ্রহণের সংবাদ (তাঁহার চাচা) আবু লাহাবের দাসী সুওয়াইবাহ যখন তাহাকে জানাইল তখন তাহাকে মুক্তিদানের কাহিনী ওলামায়ে কেরাম হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থসমূহে বর্ণনা করিয়াছেন। আবু লাহাবের মৃত্যুর পর (তাহার ভাই) আব্বাস (রাঃ) তাহাকে স্বপ্নে দেখিতে পাইয়া তাহাকে তাহার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, আমি তোমাদেরকে ছাড়িয়া আসার পর হইতে ভাল অবস্থায় নাই। কিন্তু আমি সুওয়াইবাহকে মুক্তি দেওয়ার কারণে প্রত্যেক সোমবার আমার শাস্তি সামান্য লাঘব করা হয় এবং একটু পানি পান করিতে দেওয়া হয়।

আমি বলি। এই হাদীসটি প্রত্যেক হাদীস গ্রন্থকার ইমামগণ ও সীরাত গ্রন্থ প্রণেতাগণ নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। যেমনঃ ইমাম আবদুর রাযযাক্ব ছুনআনী (রাহঃ), ইমাম বুখারী (রাহঃ), হাফেজ ইবনু হাজার আসক্বালানী (রাহঃ), হাফেজ ইবনু কাসীর (রাহঃ), হাফেজ বায়হাক্বী (রাহঃ), ইবনু হিশাম (রাহঃ), ইমাম সুহাইলী (রাহঃ), আশখার (রাহঃ) ও আমিরী (রাহঃ)। আমি এখনই তাঁহাদের সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করিব।

ইমাম আবদুর রায্যাক্ব আচ্ছুনআনী নিজ রচিত 'আলমুসান্নাফ' নামক গ্রন্থের ৭ম খণ্ডের ৪৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, ইমাম বুখারী (রাহঃ) তাঁহার

ছহীহ আলবুখারী গ্রন্থে উরওয়াহ ইবনু যুবাইর এর সনদে মুরসাল হিসাবে বিবাহ অধ্যায়ে তোমাদের দুধমাতাগণ পরিচ্ছেদে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম হাফেয ইবনু হাজার (রাহঃ) তাঁহার নিজ রচিত 'আলফাতহ' নামক গ্রন্থে এই হাদীসের আলোচনায় বলিয়াছেন, এই হাদীসটি ইসমায়ীলী (রহঃ) যাহল এর সূত্রে আবূলইয়ামান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আর আবদুররায্যাক্ব (রাহঃ) এই হাদীসটি মুআম্মার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এই হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, কোন কোন সময় কাফিরের নেক আমল দ্বারাও পরকালে তাহার উপকার হয়। কিন্তু ইহা পবিত্র ক্বোরআনের প্রকাশ্য হুকুমের বিপরীত। পবিত্র ক্বোরআনে আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন-

وَقَدِمْنَا اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا -
(سُوْرَةُ الْفُرْقَانِ - ايت ٢٣)

অর্থঃ আর আমি তাহাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করিয়া সেইগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার ন্যায় করিয়া দিব।

(সূরা আলফূরক্বান আয়াত ২৩)

বিরুদ্ধেবাদীদের পক্ষ হইতে সুওয়াইবাহর হাদীসের প্রথমতঃ জবাব দেয়া হয় যে, হাদীসটি মুরসাল, উরওয়াহ (রঃ) হাদীসটি মুরসাল বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট কে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি তাহার নাম উল্লেখ করেন নাই। হাদীসটির সনদ মৌছূল মানিয়া নিলেও উহা দলীল হিসাবে পরিগণিত হয় না। আর যাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছেন সে যেহেতু পরবর্তীতে মুসলমান হয় নাই, অতএব তাহা দলীল হিসাবে পরিগণিত হইবে না। ইতিপূর্বে বর্ণিত আবূতালিব এর শাস্তি লাঘব হওয়ার কাহিনী বিশেষভাবে নিরাপদ রহিল। অতএব হাদীসটি প্রচ্ছন্নতা হইতে পরিচ্ছন্নতার দিকে উত্তীর্ণ হইল। ইমাম বয়হাক্বী (রহঃ) বলেন, কাফিরদের জন্য খবরটি বাতিল হওয়া সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে তাহার অর্থ এই যে, নিঃসন্দেহে তাহারা জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাইবে না এবং জান্নাতেও দাখিল হইবে না। অথচ তাহারা জীবিতাবস্থায় কুফরী ব্যতীত অন্য যেই সব গোনাহর কাজ করিয়াছে তাহার

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

জন্য যেই পরিমাণ শাস্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছিল তাহার নেক আমলের কারণে ঐ নির্দ্ধারিত শাস্তি হইতে কিছুটা লাঘব হওয়া জায়েয।

কিন্তু ক্বাযী আয়ায (রাহঃ) বলেন, ওলামায়ে কেরাম এই কথার উপর একমত হইয়াছেন যে, কাফেররা তাহাদের নেক আমলের দ্বারা উপকৃত হইবে না, কোন নেআমতও সওয়াব হিসাবে পাইবে না এবং শাস্তিও লাঘব হইবে না। যদিও তাহারা পরস্পর একজন অন্যজন হইতে কঠিন হইতে কঠিনতর শস্তি ভোগ করিবে।

আমি বলি, ওলামায়ে কেরামের এই ঐকমত্য ইমাম বয়হাক্বী (রাহঃ) এর আলোচ্য সম্ভাবনাকে রহিত করিতে পারে না। কেননা, ইতিপূর্বে যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহা তো কুফরীর গোনাহ সম্পর্কে বলা হইয়াছে। কিন্তু কুফরী ভিন্ন অন্য গোনাহর শাস্তি লাঘব হইতে বাধা কোথায়?

ইমাম কুরতুবী বলেন, এই লাঘব হওয়াটা এই ঘটনার বৈশিষ্ট্য এবং যাঁহার সম্পর্কে এই হাদীস বর্ণিত হইয়াছে তাঁহার বৈশিষ্ট্য। আল্লামা ইবনু মুনীর (রাহঃ) এই হাদীসের টীকায় বলিয়াছেন, এইখানে দুইটি বিষয় সংশ্লিষ্ট।

এক ঃ অসম্ভব আর তাহা হইল, কাফেরের কুফরী অবস্থার ইবাদাতের মর্যাদা দান। কেননা, ইবাদাতের মর্যাদালাভের প্রধান শর্ত হইল খাঁটি পরিশুদ্ধ নিয়তে ইবাদাতটি আদায় করা আর তাহা কাফের হইতে হওয়া অসম্ভব।

দ্বিতীয় ঃ আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ সূত্রে কাফেরের কোন কোন সৎ কাজের সওয়াব দেওয়া, ইহা জ্ঞানের দিক হইতে অসম্ভব নয়। উহা যখন প্রমাণিত হইল, তখন আবূলাহাবের সুওয়াইবাহকে মুক্ত করিয়া দেওয়া এমন কোন নৈকট্য লাভের বিশেষ কাজ নয়। আল্লাহতাআলা আবূতালিবের উপর যেমন অনুগ্রহ করিয়াছেন, তেমন আবূলাহাবের উপর অনুগ্রহ করাও বিচিত্র নয়। ইহাতে অনুসরণীয় বিষয় এই যে, এই ব্যাপারে পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু না বলিয়া চুপ থাকাই উত্তম।

আমি বলি, ইহার সার কথা এই যে, ঐ কাফির ব্যক্তি যাহার কারণে এই সৎকাজ ও অনুরূপ কাজ করিয়াছে তাঁহার সম্মানার্থেই উপরোক্ত অনুগ্রহ করা হয়। আর এই বিষয়ে আল্লাহ তাআলাই অধিক জ্ঞাত। (আল্লামা ইবনু কাসীর রচিত 'সীরাতুন্নবী' ১ম খণ্ড, ২২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

কিন্তু জামেউল উছূল গ্রন্থ প্রণেতা হাফেয আবদুর রহমান ইবনু দাইবু' আশশাইবানী (রাহঃ) নিজ রচিত সীরাত গ্রন্থে এই হাদীসটি মুআল্লাক্ব হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আমি বলিতেছি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মানার্থেই তাহার শাস্তি লাঘব করিয়াছেন, যেমনঃ হযরত আবূতালিবের শাস্তি লাঘব করিয়াছেন। তাহার দাসীকে আযাদ করিবার কারণে নয়। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ (سُوْرَةُ الْهُوْدِ-ايت ١٦)

অর্থ ঃ তাহারা এই দুনিয়ায় যাহা করিয়াছে, তাহা নিষ্ফল ও তাহাদের কৃত কর্ম অনর্থক হইবে। (সূরা হূদ, আয়াত ১৬।) হাদায়েকুল আনওয়ার নামক সীরাত গ্রন্থ হইতে সংকলিত। (প্রথম খণ্ডের ১৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য) হাফেয ইমাম বাগাভী (রাহঃ) শরহে সুন্নাহ নামক গ্রন্থের ৯ম খণ্ডের ৭৬ পৃষ্ঠায় এই ঘটনাটি উল্লেখ করিয়াছেন।

ইমাম আশখার (রাহঃ) স্বীয় রচিত 'বাহজাতুল মাহাফিল' এ এই ঘটনাটি উল্রখ করিয়াছেন। উহার ব্যাখ্যাকার আমেরী (রাহঃ) উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, কোন কোন আলেম বলিয়াছেন, উহা বিশেষতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মানার্থেই করা হইয়াছে। যেমনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কারণে খাজা আবূতালিবের শাস্তি লাঘব করা হইয়াছে। আর কেহ কেহ বলিয়াছেন, যেই সকল কাফির নেক আমল করিয়াছে তাহাদের শাস্তি লাঘব করার ব্যাপারে কোন বাধা নাই। (শরহে আলবাহজাহ, প্রথম খণ্ড, ৪১ পৃষ্ঠা।)

আল্লামাহ ইমাম সুহাইলী (রাহঃ) ইমাম ইবনু হিশাম রচিত সীরাত গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থ "আররাউদ্বুল উনুফ" নামক গ্রন্থে (আবূলাহাব সম্পর্কীয়) এই হাদীসটি সংকলন করার পর বলিয়াছেন যে, তাহার জাহান্নামের শাস্তি লাঘবের এই উপকারিতার উদাহরণ এইরূপ যেমন তাহার এ হাদীসের বর্ণনাকারী আব্বাস (রাঃ)-এর ভাই আবূতালিব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

ওয়া সাল্লাম হইতে বিপদাপদ দূর করার কারণে জাহান্নামের শাস্তি লাঘবের দ্বারা উপকৃত হইয়াছেন। অতএব তিনি হইলেন, জাহান্নামের লঘুতর শাস্তি ভোগকারী। ইতিপূর্বে হযরত আবূতালিবের বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, এই উপকারিতা হইল তাহার শাস্তি কমাইয়া দেওয়া। কিন্তু ওলামায়ে কেরামের বিশুদ্ধ মত হইল এই যে, পরকালে তাহার নেক আমল তাহার কোন উপকারে আসিবে না, মীযানের পাল্লায়ও তাহা ওজন করা হইবে না এবং তাহার বিনিময়ে জান্নাতেও প্রবেশ করিবে না। ইহাতে কোন আলেমের দ্বিমত নাই। (আররাউদ্বুল উনুফ, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯২।)

পূর্বোক্ত আলোচনার সার সংক্ষেপ

মোট কথা এই যে, এই কাহিনী অর্থাৎ আবূলাহাবের শাস্তি লাঘবের কাহিনী হাদীস সংকলন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনী গ্রন্থসমূহে উল্লেখিত হইয়াছে। বিশ্বস্ত ও আস্থাবান হাদীস বিশারদগণ নিজ নিজ গ্রন্থে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। এই কাহিনীর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে উহাই যথেষ্ট যে, সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও আস্থাবান ইমাম বুখারী (রাহঃ) তাঁহার নিজ গ্রন্থ সহীহ বুখারী শরীফে এই হাদীসটি সংকলন করিয়াছেন। কেননা, এই গ্রন্থে বর্ণনাকারীর বর্ণনা ধারা ক্রমে যেই হাদীসই সংকলিত হইয়াছে তাহা বিনা বাক্য ব্যয়ে বিশুদ্ধ হিসাবে পরিগণিত। এমনকি উহার মুআল্লাক্ব ও মুরসাল হাদীসসমূহও গ্রহণীয়। কেননা, ঐ সকল হাদীসের নিয়ম নীতিও গ্রহণযোগ্যতার সীমার বাহিরে নয় এবং পরিত্যাগের সীমায় পৌঁছে না।(১) যাহা যথাস্থানে বিস্তারিত বর্ণনা করা হইয়াছে। হাদীস শাস্ত্র বিশারদ তত্ত্ব জ্ঞানীগণ সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদীসে মুআল্লাক্ব ও মুরসাল এর হুকুম সম্পর্কে ভাল জানেন।

আপনি যদি এই পরিভাষা সম্পর্কে ও বর্ণনাকারীর রীতি-নীতি সম্পর্কে জানতে চাহেন, তবে এই বিষয়ে লিখিত গ্রন্থসমূহ যেমন ঃ আল্লামা সুয়ূত্বী ও আল্লামা ইরাক্বী রচিত 'আলফিয়া' নামক গ্রন্থদ্বয় ও উহাদের ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ দেখিতে পারেন। কেননা, তাঁহারা ঐ গ্রন্থদ্বয়ে এই মাসয়ালার উল্লেখক্রমে সহীহ বুখারী শরীফের হাদীসে মুআল্লাক্ব ও মুরসালের কি মর্যাদা সেই

সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহা হাদীস বিশারদগণের নিকট গ্রহণীয়।

নিঃসন্দেহে ইহা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্র মাধূর্য, মাহাত্ম্য ও মহত্ব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। যাহা বিশিষ্ট আলেমগণ হযরতের বৈশিষ্ট্যসমূহ ও চরিত্র গ্রন্থসমূহে উল্লেখ করিয়াছেন এবং উহার সংকলনে কোনরূপ জটিলতা আরোপ করেন নাই। আর সহীহ এর পরিভাষাগত শর্তসমূহও আরোপ করেন নাই। আমরা যদি এই বিরল শর্ত আরোপ করিতে যাই তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনীতে নবুওয়াত পূর্ব যুগের ও নবুওয়াত পরবর্তী যুগের অনেক ঘটনাই বর্ণনা করিতে সক্ষম হইব না। অথবা আপনি দেখিতে পাইবেন যে, বিশিষ্ট নির্ভরশীল হাদীস বিশারদগণের কিতাবসমূহ যাহাদের কৃতকর্মের উপর আমরা আস্থাবান, যাহাদের নিকট হইতে আমরা দুর্বল হাদীসের দ্বারা কোন বিষয় আলোচনা করা জায়েয ও কোন বিষয় আলোচনা করা জায়েয নয় জানিতে সক্ষম হইয়াছি। তাহাদের কিতাবসমূহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনায় বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্ন সূত্রের হাদীসসমূহ ও জ্যোতিষীদের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। কেননা, এই ক্ষেত্রে এইরূপ বর্ণিত ঘটনাসমূহ বর্ণনা করা জায়েয। কিন্তু যাহা অনুসন্ধানে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে এবং যাহার সত্যতা অস্বীকৃত হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা জায়েয নয়।

কিন্তু যেই ব্যক্তি বলে যে, এই হাদীস পবিত্র ক্বোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের বিপরীত। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন,

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا -
(سُوْرَةُ الْفُرْقَانِ - ايت ٢٣)

অর্থঃ আর আমি তাহাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করিয়া সেইগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণার ন্যায় করিয়া দিব।
(সূরা আলফুরক্বান, আয়াত ২৩।)

টীকা (১) এই কিতাবের শেষাংশেও 'হাদীসে মুরসাল' এর ওপর আমল করা সম্পর্কে পূর্ববর্তী আলেমগণের মতামত সম্পর্কে বিষদ আলোচনা করা হইয়াছে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

বিজ্ঞ আলেমগণের মতানুযায়ী এই কথা গ্রহণযোগ্য নয় প্রত্যাখ্যাত। আমি ইতিপূর্বে এই বিষয়ে তাহাদের মতামত বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছি। এই ক্ষেত্রে এখন শুধু এতটুকুই লেখা যাইতে পারে যে, এই আয়াতের দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, কাফিরদের আমলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হইবে না। কিন্তু এই আয়াতের দ্বারা ইহা প্রমাণ হয় না যে, কাফিরদের সকলকে সমপরিমাণ শাস্তি প্রদান করা হইবে এবং কাহারও শাস্তি লাঘব করা হইবে না। যেমন উহা ওলামায়ে কেরামের নিকট দৃঢ়ভাবে স্বীকৃত। অনুরূপ ক্বাযী আইয়াদ্ব (রাহঃ) যেই ইজমা' বা সর্ব সম্মতের কথা বলিয়াছেন উহা সাধারণ কাফিরদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে। উহাতে আল্লাহ্ তাআলা বিশেষ কোন কাফিরের তাহার বিশেষ কোন আমলের কারণে তাহার শাস্তি লাঘব করা হইবে না বলা হয় নাই। একারণেই আল্লাহ তাআলা জাহান্নামকে বিভিন্ন স্তরে বিন্যাস করিয়াছেন। আর মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্ব নিম্নস্তরে থাকিবে।

আবার এই ইজমা বা সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত সহীহ হাদীসকে রহিত করিয়া দেয়। অথচ হাদীস শাস্ত্রের যে কোন ছাত্রেরই ইহা জানা আছে যে, সহীহ হাদীসের বিপরীত সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা জায়েয নাই। সহীহ হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি (আপনার চাচা) হযরত আবূতালিবের কোন উপকার করিয়াছেন? কেননা, তিনি তো আপনাকে আপনার বিপদাপদের সময় ঘিরিয়া রাখিতেন এবং আপনার থেকে বিপদাপদ দূর করিতেন! হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তদুত্তরে বলিলেন, "আমি তাঁহাকে জাহান্নামের ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে জাহান্নামের উজ্জ্বল স্থানে বাহির করিয়া আনিয়াছি।" (অর্থাৎ আমি তাঁহাকে জান্নামের কঠোর শাস্তি হইতে উদ্ধার করিয়া লঘু শাস্তির স্থানে পৌঁছাইয়া দিয়াছি।)

তিনি সেই আবূতালিব যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনেক উপকার করিয়াছেন, তাঁহাকে বিপদাপদে আগলাইয়া রাখিয়াছেন। আর এই কারণেই হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহাকে জাহান্নামের কঠোর শাস্তি হইতে লঘু শাস্তির দিকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন।

আবূলাহাব হইতে শাস্তি লাঘব করাও আবূতালিব হইতে শাস্তি লাঘব করার অনুরূপ। অতএব তাহা অস্বীকার করার কোন কারণ থাকিতে পারে না। আর হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র ক্বোরআনের উপরোক্ত আয়াত যাহার শাস্তি লাঘব হওয়ার মত কোন আমল নাই তাহার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর ইহাই সর্ববাদী সিদ্ধান্ত।

আর হযরত আবূতালিবের শাস্তি লাঘবের হাদীস দ্বারা ইহা সুপ্রমাণিত হইল যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে যেমন কোন অসম্ভব কাজকে সম্ভব করিতে সক্ষম এবং ক্বিয়ামতের পূর্বে ও পরে পরকালের বিষয়েও সুপারিশ করিতে সক্ষম এবং উম্মতকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন। আর যেই ব্যক্তি বলে যে, ইহা তো স্বপ্নে দেখা কথা, স্বপ্নে দেখা কথা দ্বারা কোন হুকুম কার্যকর হয় না। যেই ব্যক্তি এইরূপ বলে, আল্লাহ তাআলা তাহাকে সঠিক পথের হেদায়াত দান করুন! কেননা, সেই ব্যক্তি শরীআতের হুকুম আহকাম ও আহকাম নয় এমন বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করার জ্ঞানই রাখে না।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্বপ্ন দ্বারা আহকামে শরীআত জারী করা জায়েয হইবে কিনা এই বিষয়ে ফকীহ আলেমগণের মতভেদ আছে। কিন্তু শরয়ী আহকাম ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্বপ্নের উপর গুরুত্ব প্রদান করা সম্পর্কে কোন মতভেদ নাই।

হাদীস শাস্ত্রবিদগণ ইহার উপর গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াত লাভের পূর্বে জাহেলী যুগে যেই সব স্বপ্ন দেখিয়াছেন, সেই সব স্বপ্নে তিনি যে, অদূর ভবিষ্যতে একজন সতর্ককারী হিসাবে আবির্ভূত হইবেন এবং শিরক ও কুফরী যে, নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে তাহার উল্লেখ রহিয়াছে। হাদীস সংকলনের কিতাবসমূহ এই জাতীয় হাদীসে পরিপূর্ণ। দালা-য়িলুন্নুবুওয়াত নামক গ্রন্থের গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় এই সকল হাদীসকে নবুওয়াত লাভের প্রস্তুতি লগ্ন হিসাবে উল্লেখ ১০ করিয়া বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্বপ্ন দ্বারা দলীল গ্রহণ করিতে কোন বাধা নাই। আর এই সকল স্বপ্নের হাদীস দ্বারা যদি দলীল গ্রহণ করা না যায়, তবে এই সকল স্বপ্নের হাদীসসমূহ হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করা হইত না।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

হযরত আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত আবূলাহাবের শাস্তি লাঘবের হাদীস সম্পর্কে কাহারও এই কথা বলা যে, ইহা দলীল নয়, ইহা দ্বারা কোন হুকুম ও খবরও প্রমাণিত হইবে না। ইহা হাদীস শাস্ত্রবিদগণের মতের বিপরীত। (কেননা, হাদীস শাস্ত্রবিদগণ তাঁহাদের নিজ নিজ হাদীস সংকলন গ্রন্থে এই হাদীস সঠিকভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।) আর এই হাদীসের মূল উদ্দেশ্য হইল, লোকদের জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা ছাড়া আর কিছু নয়। সত্য পন্থী কোন ব্যক্তির এই বিষয়ে তর্ক করা উচিৎ নয়। আল্লাহ তা'আলাই ইহার বিচার কর্তা। (পরকালে ইহার বিচার করিবেন।)

আর যেই ব্যক্তি বলে যে, হযরত আব্বাস (রাঃ) কাফির থাকাবস্থায় এই স্বপ্ন দেখিয়াছেন এবং এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আর কাফিরদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় এবং তাহাদের বর্ণনাও গ্রহণীয় নয়। এই কথাটি অগ্রাহ্য। ইহাতে জ্ঞানের কোন গন্ধ নাই। তাই উহা বাতিল। কেননা, কেহ তো এই কথার দাবী করে নাই যে, স্বপ্নের কথা সাক্ষ্য হিসাবে পরিগণিত হয়। ইহা তো শুধু সুসংবাদ, ইহাতে দীন ও ঈমানের শর্তারোপ করা যাইবে না। বরং আল্লাহ তাআলা পবিত্র ক্বোরআনে মিশরের বাদশাহর স্বপ্ন দ্বারা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের মুজিযার কথা আলোচনা করিয়াছেন। অথচ সেই বাদশাহ ছিল মূর্তিপূজক, আসমানী দীন সম্পর্কে তাহার কোন জ্ঞানই ছিল না। এতদস্বত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাহার স্বপ্ন ও উহার ব্যাখ্যাকে হযরত ইইসুফ আলাইহিস সালামের নবুওয়াতের প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, উহার গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন এবং উহাকে তাঁহার কাহিনীর সহিত পবিত্র ক্বোরআনেও সংযুক্ত করিয়াছেন। উহার যদি কোন মূল্যই না থাকিত তবে আল্লাহ তাআলা উহাকে পবিত্র ক্বোরআনে উল্লেখ করিলেন কেন? (কেননা, আলোচকের কথানুযায়ী) উহা তো এক মূর্তিপূজক মুশরিকের স্বপ্ন, উহা দ্বারা কোন উপকার সাধিত হয় না।

এই কারণে আলেমগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, কাফির ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা যে স্বপ্ন দেখান সে স্বপ্নে সে তাহার জন্য সতর্কীকরণ, ধমক ও তিরস্কার জাতীয় বিষয় দেখিতে পায়।

সমালোচনাকারীর এই কথা বড়ই আশ্চর্যজনক যে, হযরত আব্বাস (রাঃ) এই স্বপ্ন কাফির থাকাবস্থায় দেখিয়াছেন আর কাফিরদের সাক্ষ্য

গ্রহণযোগ্য নয় এবং তাহাদের সংবাদও অগ্রাহ্য। কেননা, এই কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, আলোচনাকারীর ইলমে হাদীস সম্পর্কে কোন জ্ঞানই নাই। কেননা, হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় ইহা বার বার উল্লেখিত হইয়াছে যে, সাহাবী অথবা অন্য কোন ব্যক্তি কাফির থাকাবস্থায় যখন হাদীস ধারণ করিয়াছে অতপর ইসলাম গ্রহণের পর তাহা বর্ণনা করিয়াছে, তাহার বর্ণিত হাদীস গৃহিত হইবে এবং তাহার উপর আমল করিতে হইবে। আপনি ইহার ভুরি ভুরি উদাহরণ হাদীসের কিতাবসমূহে দেখুন, তাহা হইলে আপনি বুঝিতে পারিবেন যে, সমালোচনাকারীর এই কথা হাদীস শাস্ত্র সম্পর্কীয় জ্ঞানের কত দূরে অবস্থিত। প্রবৃত্তি সমালোচনাকারীকে এমন বস্তুর প্রতি উদ্বুদ্ধ করিয়াছে যাহাতে তাহার অভিজ্ঞতা নাই।

আমি এই কথা বলিয়া আলোচনা সমাপ্ত করিতেছি যে, হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর স্বপ্ন অন্য সকল স্বপ্ন হইতে ভিন্ন ধরনের। কেননা, উহা এইভাবে মর্যাদাপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, হযরত আব্বাস (রাঃ) এই স্বপ্নটি সাইয়্যিদুনা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে বর্ণনা করেন, তিনি উহা শুনিয়া উহাকে সত্য বলিয়া স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন। অতএব উহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত হাদীস হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে। যেমন তমীম দারী রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর কাহিনী যাহা তিনি জাসসাসাহকে স্বপ্নে দেখার পর বলিয়াছেন এবং সহীহ হাদীস গ্রন্থ রচয়িতাগণও তাঁহাদের স্ব স্ব গ্রন্থেও উক্ত ঘটনা সংকলন করিয়াছেন।

যেমনঃ প্রখ্যাত উম্মে যারআর হাদীস, যাহা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সাইয়্যিদুনা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা হইল অন্ধকার যুগের একটি কাহিনী, যাহাতে বর্ণিত আছে যে, সে যুগের কতিপয় মহিলা একস্থানে বসিয়া তাহাদের নিজ নিজ স্বামীদের কথা আলোচনা করিয়াছিল। সাইয়্যিদাহ হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট ঐ কাহিনী বর্ণনা করিতেছিলেন। আর তিনি গভীর মনোযোগের সহিত শুনিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে উহার জবাব দান করিতেছিলেন আর সেই কাহিনীর মাঝখানে এই কথা সংযুক্ত করিলেন যে,

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

"আমি তোমার নিকট হইলাম উম্মে যারআর নিকট আবূ যারআর মত।" অতপর এই কাহিনী হাদীসরূপে পরিগণিত হইয়াছে এবং মারফূ' হাদীসের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। আর হাদীসবেত্তা আলেমগণ তাঁহাদের স্ব স্ব গ্রন্থে উহা সন্নিবেশ করিয়াছেন, ইমাম বুখারী তাঁহার সহীহ বুখারীতে, ইমাম মুসলিম তাঁহার সহীহ মুসলিমে, ইমাম তিরমিযী তাঁহার শামায়েলে মুহাম্মাদীয়া নামক গ্রন্থে। অথচ ইহা হইল অন্ধকার যুগের কতিপয় মহিলার সমাবেশের কাহিনী। কিন্তু, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহা শুনার কারণে উহা মারফূ' হাদীসের মর্যাদা লাভ করিয়াছে এবং বিশ্বস্ত হাদীস গ্রন্থসমূহে সন্নিবেশিত হওয়ার উপযুক্ত হইয়াছে।

মুরসাল(১) হাদীসের উপর আমল করা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা

মুরসাল হাদীসের হুকুম সম্পর্কে হাদীস বিশারদ ও ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে অনেক মতভেদ প্রমাণিত আছে, যাহা হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ক গ্রন্থে ও ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ক গ্রন্থসমূহে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। আপনি প্রয়োজনবোধে সেই সব গ্রন্থ দেখিতে পারেন। কিন্তু এইখানে অন্য বিষয় আলোচনা করা হইবে। আর তাহা হইল হাদীসে মুরসালের উপর আমল করা সম্পর্কে এবং উহার বিশ্বস্ততা ও গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে দুইটি মহান নীতির মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকিবে।

প্রথম নীতি হইল ঃ দুর্বল হাদীসের উপর আমল করার নীতি সম্পর্কে। আর যাহারা মুরসাল হাদীসকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করিতে সম্মত নয় তাহাদের সম্পর্কে।

দ্বিতীয় নীতি হইল ঃ সাধারণ মানুষের কথার উপরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণীকে প্রাধান্য দেওয়া সম্পর্কে। কেননা, মুরসাল হাদীসের উপর আমল করা এবং উহা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যথাস্থানে যথার্থ। আর উহার বিশ্বস্ততাকে অস্বীকার করার অর্থ হইল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসের বিশাল ভাণ্ডারকে ধ্বংস করা।

মুরসাল হাদীসের স্থলে যদি মানুষের ব্যক্তিগত মতামত ও স্বীয় উদ্ভাবনী কথাকে গ্রহণ করা হয়, তবে দীনের জন্য ইহা প্রকাশ্য ক্ষতিকর।

আললুবাব গ্রন্থকার বলেন,

যেই ব্যক্তি মুরসাল হাদীসের উপর আমল করা ছাড়িয়া দিয়াছে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অধিকাংশ হাদীসের উপর আমল করাই পরিত্যাগ করিয়াছে।

বিশিষ্ট হাদীসবেত্তা আবূলওয়ালীদ আলবাজী বলেন, আপনি যদি বিশিষ্ট ৭জন ফিকাহ শাস্ত্রবিদ, মদীনা শরীফ, সিরিয়া ও কুফাবাসীগণের খবরের অনুসরণ করেন, তবে আপনি দেখিতে পাইবেন যে, তাহাদের (ইমামগণের) সকলেই হাদীসে মুরসাল করিতেন। তার পর এই আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বর্ণিত সনদ সংযুক্ত হাদীসের সংখ্যা অনেক সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম এর বর্ণিত সনদ সংযুক্ত হাদীসের সংখ্যা হইতে অনেক বেশী। আর হাদীসে প্রমাণিত হইয়াছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **হইতে মাত্র ৭টি হাদীস শুনিয়াছেন। ইমামুল আল্লামাহ শাইখ মুল্লা আলী ক্বারী (রাহঃ) বলিয়াছেন, আমাদের হাদীস বিশারদ আলেমগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম** এর হাদীসের অনুসরণে অধিক অগ্রগামী। ইহা এই কারণে যে, তাঁহারা মুরসাল হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, বিশ্বস্ততায় মুরসাল হাদীসও মুসনাদ অর্থাৎ সূত্র সংযুক্ত হাদীসের অনুরূপ। আর তাঁহারা সকলে বিনা বাক্য ব্যয়ে সাহাবীগণ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম এর মুরসাল হাদীসসমূহ গ্রহণের ব্যাপারে একমত। তারপর বলিয়াছেন, হাফেয আবূ আমর ইবনু আবদুল বার (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থের ভূমিকায় তৎপ্রতিইঙ্গিত করিয়াছেন। তারপর বলিয়াছেন, মোট কথা এই যে,জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে মুরসাল হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণীয়। যেমন হাফেয আবুল ফারাজ ইবনুল জূযী (রাহঃ) ইমাম আহমদ (রাহঃ) হইতে বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইমাম মালিক (রাহঃ)ও এইমত

টীকা ঃ (১) হাদীস বর্ণনা কারীদের সূত্রের ধারাবাহিকতায় শেষাংশে তাবেয়ীর পর এক বা একাধিক সূত্র বিচ্যুতিকে মুরসাল বলে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

পোষণ করেন। আল্লামাহ খাত্বীব বাগদাদী (রাহঃ) 'আল জামি" নামক স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, (দেখা গিয়াছে যে,) অনেক সময় মুরসাল হাদীস মুসনাদ হাদীস হইতে অধিক শক্তিশালী হয়। আমাদের সহকর্মীদের মধ্য হইতে ঈসা ইবনু আবান ও ইমাম মালিক (রাহঃ) এর অনেক সহকর্মী এই মতের উপর দৃঢ় মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। নিঃসন্দেহে মুরসাল হাদীসসমূহ মুসনাদ হাদীসসমূহ হইতে উত্তম, তাহার কারণ এই যে, যেই বর্ণনাকারী তাঁহার বর্ণিত হাদীসের সকল সূত্রের নাম আপনার নিকট উল্লেখ করিয়াছেন তাহাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগতির ভার তিনি আপনার উপর ন্যাস্ত করিয়াছেন। উহার দায় দায়িত্ব তিনি আর বহন করেন না। আর ইমামগণের মধ্য হইতে যেই বর্ণনাকারী তাঁহার বর্ণিত হাদীসের সূত্র হইতে সূত্রের শেষাংশ তাঁহার জ্ঞানানুযায়ী তাঁহার দীনদারী ও বিশ্বস্ততার সহিত বিলুপ্ত করিয়াছেন, তবে বুঝিতে হইবে যে, তিনি উহা আপনার জন্য বিশুদ্ধ হিসাবেই সূত্র লুপ্ত করিয়াছেন। উহার বিশুদ্ধতার দায় দায়িত্ব তিনি নিজেই বহন করিয়াছেন। আপনার তাহা দেখাই যথেষ্ট। অতপর তিনি বলিয়াছেন, আমাদের অনেক সহকর্মী ও ইমাম মালিক (রাহঃ) এর অনেক অনুসারী বলিয়াছেন, আমরা বলি না যে, মুরসাল হাদীস মুসনাদ হাদীস হইতে অধিক শক্তিশালী। কিন্তু দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে উভয় প্রকার হাদীসই সমান গুরুত্বপূর্ণ। আর তাঁহারা এইভাবে দলীল গ্রহণ করিয়াছেন যে, পূর্ববর্তী হাদীসবেত্তাগণ কোন সময় একটি হাদীসকে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন আবার কোন সময় সূত্র সংযুক্ত করিয়া মুসনাদ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের কেহই কাহাকেও দোষারোপ করেন নাই। আল্লামা মুল্লা আলী ক্বারী অতপর বলিয়াছেন, পূর্ববর্তী আলেমগণের কেহই মুরসাল হাদীসকে অগ্রাহ্য করেন নাই। যেমন ইমাম মালিক (রাহঃ) স্বীয় 'মুওয়াত্বত্বা' নামক হাদীস সংকলন গ্রন্থে অনেক মুরসাল হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। কেননা, তাঁহারা মুরসাল, সহীহ ও হাসান হাদীসের মধ্যে কোন পার্থক্য করিতেন না। তাঁহারা শুধু মুরসাল হাদীসকে মুনক্বাত্বা' ও মু'দ্বাল হইতে পৃথক করিতেন (১)।

টীকাঃ (১) মুল্লা আলী ক্বারী রচিত শরহে নেক্বায়া দ্রষ্টব্য।

পরিশিষ্ট

মৌলুদ শরীফ সম্পর্কে রচিত কয়েক খানা প্রসিদ্ধ কিতাবের বয়ান

মৌলুদ শরীফ সম্পর্কে গদ্যে, পদ্যে, সংক্ষিপ্ত, বিস্তৃত ও মধ্যম অনেক কিতাবই রচিত হইয়াছে। সেই সব কিতাবের সংখ্যা এত অধিক ও ফিরিস্তি এত বিস্তৃত যে, এই ক্ষুদ্র কিতাবে আমরা সেই সব কিতাবের ফিরিস্তি লিখিয়া কিতাবের কলেবর বৃদ্ধি করার ইচ্ছা করি না। আর ঐসকল কিতাবের সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা, এই সকল কিতাবের কোনটি কোনটি হইতে উত্তম এমন কথাও বলা যাইবে না, যাহার ফলে উত্তমটির আলোচনা আগে করিতে হইবে বরং ইহাদের কোনটি কোনটি হইতে অতি উত্তম ও কলেবরে বড়। অতএব আমি এই খানে সেই সবের মধ্যে কোন প্রকার তারতম্য না করিয়া ওলামায়ে উম্মতের মহান হাদীস বিশারদ আলেমগণ ও ওলামায়ে দীনের ইমামগণ মৌলুদ শরীফ সম্পর্কে যেই সকল কিতাব রচনা করিয়াছেন তাহাদের মধ্য হতে প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম ও তাহাদের রচিত কিতাবের নাম সংক্ষিপ্তাকারে লিপিবদ্ধ করিব।

১। **ইমামুলমুহাদ্দিস হাফেয আব্দুর রাহমান ইবনু আলী** যিনি আবূল ফারাজ ইবনুল জূযী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। মৃত্যু-৫৯৭ হিজরী। তাহার লিখিত মৌলুদ শরীফের কিতাব খানা প্রসিদ্ধ উহার নাম রাখা হইয়াছে 'আল 'আরূস'। ইহা মিশরে অসংখ্য বার ছাপা হইয়াছে।

২। **ইমামুল মুহাদ্দিস, আলমুসনাদ, আলহাফেয আবূলখাত্বত্বাব ওমর ইবনু আলী ইবনু মুহাম্মদ** যিনি ইবনু দাহইয়াতুল কালবী নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছেন। মৃত্যু ৬৩৩ হিজরী। তিনি মৌলুদ শরীফ বিষয়ে "আত্তানভীর ফী মাওলাদিলবাশী রিন্নাযীর" নামে একখানা বিরাট কিতাব রচনা করিয়াছেন। উহাতে তত্ত্ব ও তথ্য মূলক অনেক উপকারী ও উপাদেয় বিষয় সংযোজন করিয়াছেন।

৩। **ইমাম শাইখুল কুররা ও সেই যমানার ইমামুল ক্বিরাআত, আলহাফেয আল-মুহাদ্দিস, আলমুসনাদ, আলজামে' আবূল খাইর শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনু আবদুল্লাহ আলজাযরী শাফিয়ী'** (রাহঃ)। মৃত্যু ৬৬০. হিজরী। তাঁহার লিখিত প্রসিদ্ধ কিতাবখানার নাম হইল "আরফুত্তা'রীফ বিলমাওলাদিশ্ শারীফ।"

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

(প্রকাশ থাকে যে, ইনিই সমগ্র মুসলিম বিশ্বে আল্লামা আলজাযরী নামে সুপরিচিত। তাঁহার রচিত ক্বিরাআত বিষয়ক কিতাব 'আলজাযরী' ও 'শারহে আলজাযরী' সমগ্র মুসলিম বিশ্বে সমভাবে সমাদৃত ও নির্ভরযোগ্য।)

৪। ইমাম, মুফতী, ঐতিহাসিক, মুহাদ্দিস, হাফেয ইমাদুদ্দীন ইসমাইল ইবনু ওমর ইবনু কাসীর। প্রসিদ্ধ তাফসীর ইবনু কাসীর, ইতিহাস ও সুনানে ইবনু কাসীর নামক হাদীস গ্রন্থ প্রণেতা। মৃত্যু ৭৭৪ হিজরী। ইমাম ইবনু কাসীর 'মাওলাদ' নামক একখানা কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন। উহা পরে ডক্টর সালাহুদ্দীন আলমুনজিদ এর তত্ত্বাবধানে ছাপা হইয়াছে।

অতপর আল্লামাহ ফক্বীহ, সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ ইবনু সালিম ইবনু হাফীয মুফতী তিরমীযী পদ্যে উহার ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। আমি গ্রন্থকার উক্ত গ্রন্থে টীকা সংযোজন করিয়া ১৩৮৭ হিজরীতে সিরিয়ায় মুদ্রণ করাইয়াছি।

৫। মহান ইমাম, প্রসিদ্ধ আলেম, ইসলামের হাফেয, মানবজাতির স্তম্ভ, প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের প্রত্যাবর্তন কেন্দ্র, হাফেজ আবদুর রহীম ইবনুল হুসাইন ইবনু আবদুর রহমান আলমিছরী যিনি হাফেয ইরাক্বী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। জন্ম ৭২৫ হিজরী, মৃত্যু ৮০৮ হিজরী। তিনি "আল মাওরাদুলহানী ফীল মাওলাদিস্সানী" নামক মৌলুদ শরীফের একখানা বিরাট কিতাব রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত কিতাবসমূহের আলোচনায় অনেক হাদীস বিশারদই এই কিতাব খানার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন আল্লামা ইবনু ফাহদ ও আল্লামা সুয়ূত্বী (রাহঃ) তাঁহাদের আলোচনায় এই কিতাব খানার নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

৬। আল ইমাম আল মুহাদ্দিস আল হাফেজ মুহাম্মদ বিন আবূ বকর ইবনু আবদুল্লাহ আলক্বাইসী আদ্দামিশক্বী শাফেয়ী' যিনি হাফেজ ইবনু নাসিরুদ্দীন আদদামিশক্বী নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছেন। জন্ম ৭৭৭ হিজরী, মৃত্যু ৮৪২ হিজরী। দামেশক্বের দারুল হাদীসের বিশিষ্ট শাইখ এবং শাইখ ইবনু তাইমিয়ার বিশেষ ভক্ত, তাঁহার ভালবাসা, সম্মান দান ও তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদের সমালোচনার প্রতিরোধে জীবন উৎসর্গকারী। তিনি শাইখ ইবনু তাইমিয়ার উপর "আররাদ্দুল ওয়াফির 'আলা মান যা'আমা আন্না মান সাম্মা ইবনু তাইমিয়াতা শাইখুল ইসলাম কাফির" নামক গ্রন্থের রচয়িতা।

তিনি মৌলুদ শরীফের উপর কয়েক খানা কিতাব রচনা করিয়াছেন। যেমন–

১। "জামিউ'ল আসার ফী মাওলাদি ন্নাবীয়্যিল মুখতার।" এই কিতাব খানা তিন খণ্ডে সমাপ্ত।

২। 'আললাফযুররায়িক ফী মাওলাদি খাইরিল খালায়িক্ব'।

৩। 'মাওরাদুচ্ছাদী ফী মাওলাদিল হাদী'।

আল্লামা ইবনু ফাহাদ বলেন, "কাশফুয যুনূন আন আসামীলকুতুব ওয়ালফুনূন" নামক কিতাবের ৩১৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

৭। মহান ঐতিহাসিক ইমাম, প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদ মুহাম্মাদ ইবনু আবদুর রহমান আলক্বাহিরী যিনি হাফেজ সাখাভী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। জন্ম ৮৩১ হিজরী, মৃত্যু ৯০২ হিজরী সনে মদীনা মুনওয়ারায় মৃত্যুবরণ করেন। 'তিনি আদ্দাওয়ুল্লামিয়ি' নামক হাদীস শাস্ত্রের এক খানা অত্যন্ত উপকারী কিতাব রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত আরও কয়েকখানা কিতাবও মুসলিম সমাজে সমাদৃত হইয়াছে। তিনি মৌলুদ শরীফের উপর "আলফাখরুল উলুওয়ী ফীলমাওলাদিন্নবুভী" নামক একখানা কিতাব রচনা করিয়াছেন। 'আদ্দাওয়ুল্লামিয়ি' নামক কিতাবের অষ্টম খণ্ডের ১৮ পৃষ্ঠায় এই কিতাবখানা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন।

৮। আল্লামাহ ফক্বীহ সাইয়্যিদ আলী যায়নুল আবেদীন আসসামহূদী আলহাসানী মদীনা মুনাওয়ারার বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ। (তাঁহার রচিত 'তারীখে সামহূদী' ইসলামী জগতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে।) মৃত্যু ৯১১ হিজরী। তিনি মৌলুদ শরীফের উপর "আল মাওয়ারিদুলহানিয়াহ ফী মাওলাদি খাইরিল বারিয়্যাহ" নামক একখানা কিতাব, সুন্দর হস্তলিপিতে রচনা করিয়াছেন। উক্ত কপি হইতে মদীনা শরীফ, মিশর ও তুর্কিস্থানের লাইব্রেরীসমূহে কপি সংগৃহীত করা হইয়াছে।

৯। হাফেয ওয়াজীহুদ্দীন আবদুর রহমান ইবনু আলী ইবনু মুহাম্মদ আশশাইবানী আল ইয়ামানী আয্যুবাইদী আশশাফেয়ী যিনি ইবনুদ্দাইবু' নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। সূদানী ভাষায় সাদাকে দাইবু' বলা হয়। তাঁহার দাদা আলী ইবনু ইউসুফের উপাধি ছিল দাইবু'। তিনি ৮৬৬

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

হিজরীর মুহাররাম মাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯৪৪ হিজরীর রজব মাসের ১২ তারিখ শুক্রবার ইনতিক্বাল করেন। তিনি সেই কালের শ্রেষ্ঠ হাদীস শাস্ত্রবিদ ছিলেন। তিনি শতাধিক বার বুখারী শরীফ পাঠদানের মাধ্যমে খতম করিয়াছেন। তিনি একবার ছয়দিনে বুখারী শরীফের পাঠদান খতম করিয়াছিলেন।

তিনি মৌলুদ শরীফের উপর একখানা বলিষ্ঠ কিতাব রচনা করিয়াছেন, যাহা সমগ্র মুসলিম জগতে সমাদৃত হইয়াছে। আমি আল্লাহর অনুগ্রহে উক্ত কিতাবে টীকা সংযোজন করিয়াছি এবং উহার হাদীসসমূহকে চিহ্নিত করিয়াছি।

১০। **আল্লামাহ ফাক্বীহুলহুজ্জাত শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনু হাজারুল হাইতুমী** মৃত্যু ৯৭৪ হিজরী। তিনি মক্কা শরীফে শাফেয়ী' মাযহাবের মুফতী ছিলেন। তিনি সুক্ষ্ম আরবী হস্তলিপিতে মৌলুদ শরীফের উপর একখানা কিতাব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিতাব খানার নামকরণ করিয়াছেন, "ইতমামুন্নি'মাতি আলাল্ আলামি বিমাওলাদি সাইয়্যিদি উল্দি আদাম।" উহা হইতে কপি সংগ্রহ করিয়া তুর্কিস্তান ও মিশরের পাঠাগারসমূহে কপি সংরক্ষণ করা হইয়াছে। তিনি মৌলুদশরীফের উপর "আন্নি'— মাতুলকুবরা 'আলাল্'আলামি ফীমাওলাদি সাইয়্যিদি উল্দি আদাম।" নামক আরো একখানা কিতাব রচনা করিয়াছেন, উহা মিশরে ছাপা হইয়াছে।

শাইখ ইবরাহীম আলবাজূরী (রাহঃ) আল্লামা ইবনু হাজার হাইতুমী রচিত মৌলুদ শরীফের কিতাবের টীকা লিখিয়াছেন। উহার নামকরণ করা হইয়াছে, "তুহফাতুল বাশার 'আলা মাওলাদি ইবনু হাজার।" আ'লামুসসুনান নামক কিতাবে উহা উল্লেখিত হইয়াছে।

১১। আল্লামাহ, ফক্বীহ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আশশারবীনী আল খাত্বীব মৃত্যু ৯৭৭ হিজরী। তিনি পঠিত সুক্ষ্ম ক্ষুদ্র হরফে ৫০ পৃষ্ঠায় মৌলুদ শরীফের উপর একখানা কিতাব রচনা করিয়াছেন।

১২। **আল – আল্লামাহ, আলমুহাদ্দিস, আলমুসনাদ, আল ফকীহ, আশশাইখ নূরুদ্দীন আলী ইবনু সুলত্বানুলহিরাভী** যিনি মুল্লা আলী ক্বারী

নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তিনি ১০১৪ হিজরীতে ইনতিক্বাল করিয়াছেন। তিনি মিরক্বাতুল মাফাতীহ' নামক মেশকাত শরীফ হাদীস গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থের রচয়িতা। আল্লামাহ শাওকানী 'বাদরুত্ব ত্বালি,' নামক কিতাবে তাহার জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আল্লামাহ 'ইছামী তাঁহার প্রশংসায় বলেন, "তিনি ক্বোরআন ও হাদীসের বিদ্যায় পূর্ণ পারদর্শী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস সম্পর্কে গভীর অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ আলেমগণের অন্তর্ভুক্ত এক মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। হাদীস বিশারদদের অন্তর্ভুক্ত এক মহান তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন। তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৌলুদ শরীফের উপর একখানা কিতাব রচনা করেন। 'কাশফুয্যুনূন' নামক গ্রন্থ ও গ্রন্থকার পরিচিতি কিতাব প্রণেতা বলেন, ঐ কিতাবের নাম হইল, "আল মাওলাদুর রাওয়ী ফীল–মাওলাদি ন্নাবুওয়ী।"

আমি বলিতেছি যে, আমি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে ঐ কিতাবে টীকা সংযোজন করিয়া মিশরের আসসাআদাত প্রেসে ১৪০০ হিজরী মোতাবেক ১৯৮০ খ্রীস্টাব্দে সর্বপ্রথম মুদ্রণ করাইয়াছি।

১৩। **আল্লামাহ, মুহাদ্দিস, হাদীসের সূত্রবিশারদ, আসসাইয়্যিদ জা'ফর ইবনু হাসান ইবনু আবদুল করীম আল বরযিনজী** মদীনা মুনাওয়ারায় শাফেয়ী' মাযহাবের মুফতী। তাঁহার মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, তিনি ১১৭৭ হিজরীতে ইনতিক্বাল করিয়াছেন। আল্লামাহ যুবাইদী 'আলমুখতাচ্ছ' নামক হস্তলিখিত অভিধানে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আল্লামাহ বরযিনজী (রাহঃ) ১১৮৪ হিজরীতে ইনতিক্বাল করিয়াছেন। তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিয়াছেন এবং মসজিদে নবুওয়ী শরীফে তিনি তাঁহার দরসে উপস্থিত ছিলেন অর্থাৎ আল্লামাহ বরযিনজী (রাহঃ) তাঁহার উস্তাদ ছিলেন।

তিনি 'মাওলাদে বরযিনজী' নামক প্রসিদ্ধ একখানা মৌলুদ শরীফের কিতাবের প্রণেতা। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, উহার মূল নাম হইল, "ই'ক্বদুল্জাওহার ফী মাওলাদিন্নাবীয়্যিল আযহার" পরবর্তীতে উহা "মৌলুদে বরযিনজী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এই কিতাব খানা খুব বেশি প্রচারিত ও প্রসারিত হইয়াছে। আরব ও আজম সমগ্র মুসলিম

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

বিশ্বের অনকেরই এই কিতাব খানা মুখে মুখে মুখস্থ আছে। যথাযোগ্য ইসলামী সমাবেশে ও দীনী মাহফিলে ইহা যথাযথ সময়ে পঠিত হইয়া থাকে। এই গ্রন্থখানায় সীরাতে নবুওয়ী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিভিন্ন অংশ সংক্ষিপ্তাকারে বিশেষভাবে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। যেমন জন্ম বৃত্তান্ত, নবুওয়াত লাভ, হিজরত, চরিত্র মাধুর্য, জিহাদ হইতে ওফাত পর্যন্ত। তিনি তাঁহার রচনার শুরুতে বলিয়াছেন।

اَبْتَدِءُ الْاِمْلَاءَ بِاِسْمِ الذَّاتِ الْعَلِيَةِ ـ مُسْتَدِرًّا فَيْضَ الْبَرَكَاتِ
عَلٰى مَا اَنَا لَهٗ وَاَوْلَاهُ

অর্থ ঃ আমি মহান সত্তারনামে আমার লিখনি শুরু করিলাম,

যাহার জন্য আমি উৎসর্গিত ও আসক্ত তাঁহারই মহা মূল্যান নেআমতের আশায়।

আল আল্লামাহ আলফাক্বীহ আশশাইখ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ যিনি আলীশ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, মৃত্যু ১২৯৯ হিজরী এই কিতাবের এক বিশেষ উপকারী, পরিপূর্ণ উপাদেয় ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখিয়াছেন। তিনি উহার নামকরণ করিয়াছেন, "আলক্বাওলুল মুনজী আল্ মাওলাদিল বরযিনজী।" উহা মিশরে অনেকবার মুদ্রিত হইয়াছে।

মূল গ্রন্থকারের পৌত্র আল্লামাহ, ফাক্বীহ, ঐতিহাসিক আস্ সাইয়্যিদ যাইনুল আবেদীন ইবনু আলহাদী ইবনু জা'ফর ইবনু হাসান আল বারযিনজী উক্ত গদ্যে লিখিত কিতাবকে ১৯৮ ছত্রে পদ্যে রূপান্তরিত করিয়াছেন। পদ্যে এইভাবে শুরু করিয়াছেন,

بَدَاْتُ بِاِسْمِ الذَّاتِ عَالِيَةِ الشَّانِ
بِهَا مُسْتَدِرًّا فَيْضَ جُوْدٍ وَاِحْسَانِ

"আমি সেই মহান সত্তার নামে শুরু করিলাম, যাহার মহামূল্যবান দান ও অনুগ্রহের আমি প্রত্যাশী।"

তাঁহার দাদা আল্লামাহ বারযিনজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-ই যে, এই কিতাব খানা প্রথমে গদ্যে রচনা করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ পূর্বক বলিয়াছেন,

وَاَسْئَلُهُ التَّوْفِيْقَ فِىْ نَظْمِ مَوْلَدٍ
لِجَدِّىْ اَلَّذِىْ مِنْ جَعْفَرَ الْفَضْلِ اَرْوَانِىْ

" আমার দাদা জাফর (রাহঃ) যাঁহার করুণায়, আমি পিপাসা নিবৃত্ত। তাঁহার রচিত মৌলুদ শরীফের কিতাব খানার পদ্যাকারে গ্রন্থনার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট শক্তি প্রার্থনা করিতেছি।"

তাঁহার নাম ও তাহার দাদা জা'ফর (রাহঃ) এর দিকে তাঁহার সূত্রের বর্ণনায় বলিয়াছেন,

وَبِالْعَفْوِ وَالْغُفْرَانِ فَامْنُنْ تَكَرُّمًا
لِنَاظِمِ عِقْدٍ عَزَّ عَنْ قَدْرِ اَثْمَانِ
عُبَيْدُكَ زَيْنُ الْعَابِدِيْنَ هُوَ الَّذِىْ
مُحَمَّدُ الْهَادِىْ اَبُوْهُ وَسِبْطَانِ
اِلٰى اٰلِ بَرْزَنْجٍ شَهِيْرٌ اِنْتِمَاءُهُ
وَنِسْبَتُهُ لِلْمُصْطَفٰى ذَاتُ بُرْهَانِ
وَحَقَّقَ لِبَحْرِ الْفَضْلِ جَعْفَرُ فَوْزَهُ
بِقُرْبِكَ وَارْفَعْهُ بِاَرْفَعِ كُثْبَانِ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! যিনি এই মহান গ্রন্থখানা রচনা করিয়াছেন, আপনি তাঁহাকে আপনার মহান অনুগ্রহে তাঁহার ভুলত্রুটি ক্ষমা করিয়া সম্মান দান করুন। আমি আপনার ক্ষুদ্রতম বান্দাহ যাইনুল আবেদীন, যাহার পিতা মুহাম্মাদ আলহাদী, আর গ্রন্থ প্রণেতার পৌত্র। যাহার সূত্র প্রসিদ্ধ বরযনজ গোত্রের সহিত গ্রথিত। হযরত মুহাম্মাদ মুসত্বাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বংশধারার সহিত তাঁহার সূত্র গ্রন্থিত হওয়ায় তিনি মহান সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। হযরত জা'ফর (রাহঃ) আপনার করুণায় নৈকট্যের উচ্চাসনে সমাসীন হইয়া কৃতকার্য হইয়াছেন।"

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

মূল গ্রন্থকারের পৌত্র কর্তৃক পদ্যে রূপান্তরিত কিতাবের নামকরণ করা হইয়াছে,

اَلْكَوْكَبُ الْاَنْوَرُ عَلٰى عِقْدِ الْجَوْهَرِ فِىْ مَوْلَدِ النَّبِىِّ الْاَزْهَرِ

(আলকাওকাবুল আনওয়ার 'আলা ইক্বদিল জাওহার ফী মাওলাদিন্নাবীয়্যিল্ আযহার।) ইলইয়াস সার্কিস কর্তৃক রচিত গ্রন্থ পরিচিতি অভিধানে এইরূপ উল্লেখিত হইয়াছে।

১৪। আল্লামাহ আবূল বারাকাত আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আল আদুওয়ী। যিনি আল্লামাহ আদ্দারদীর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। মৃত্যু ১২০১ হিজরী। তিনি সংক্ষিপ্তাকারে একখানা মৌলুদ শরীফের কিতাব রচনা করিয়াছেন, উহা মিশরে মুদ্রিত হইয়াছে। উহার উপর বিস্তৃত উপকারী টীকাসহ **শাইখুল ইসলাম মিশর, আল্লামাহ শাইখ ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আলবাইজূরী বা আলবাজূরী (মৃত্যু ১২৭৭ হিজরী)** মিশরে মুদ্রণ করাইয়াছেন।

১৫। আল্লামাহ শাইখ আবদুল হাদী নাজা আল আবইয়ারী মিশরী (রাহঃ) মৃত্যু ১৩০৫ হিজরী। মৌলুদ শরীফের উপর তাহার হস্ত লিখিত সংক্ষিপ্ত একখানা কিতাব আছে।

১৬। ইমামুল আরিফ, মুহাদ্দিস, মুসনাদ, সাইয়্যিদুশ শরীফ মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফর আলকাতানী আলহাসানী মৃত্যু ১৩৪৫ হিজরী। তাঁহার মৌলুদ শরীফের উপর "আল ইয়ুমনু ওয়াল ইসআদ বিমাওলাদি খাইরিল ইবাদ" নামক একখানা কিতাব রচিত আছে। ১৩৪৫ হিজরীতে পাশ্চাত্যে উহা ক্ষুদ্রাকারে ৬০ পৃষ্ঠায় ছাপা হইয়াছে। উহাতে জ্ঞানের উপকারিতা, হাদীসের তত্ব ও ঐতিহাসিক তথ্য উদঘাটিত হইয়াছে।

১৭। আল্লামাহ, মুহাক্বক্বিক্ব শাইখ ইউসুফ ইবনু ইসমাইল অন্নাবহানী মৃত্যু ১৩৫০ হিজরী। তিনি মৌলুদ শরীফের উপর "জাওয়াহিরুন্নাযমিলবাদী'য়ি ফী মাওলাদি- শশাফী'য়ি" নামক পদ্যে একখানা কিতাব রচনা করিয়াছেন। উহা বৈরুতে অনেক বার ছাপা হইয়াছে।

মৌলুদ শরীফ সম্পর্কীয় কিতাবসমূহের মধ্যে সৌদী আরবের সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখা বিভাগ প্রধান শাইখ আবদুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ আ-লে আশশাইখ রচিত কিতাব খানাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁহার রচিত কিতাব খানার নাম হইল, "বি'সাতুল মুসত্বাফা সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।"

আশশাইখ আসসাইয়্যিদ মুহাম্মাদ রশীদ রেযা রচিত "যিকরুল মাওলাদি ওয়া খুলাছাতুসসীরাতু ন্নাবাওয়ীয়্যাতু ওয়া হাক্বীক্বাতু দা'ওয়াতিল ইসলামীয়াহ" নামক কিতাবখানাও মৌলুদ শরীফ সম্পর্কীয় কিতাবসমূহের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

বর্তমানে বাজারে মৌলুদ শরীফ সম্পর্কীয় যেই সকল কিতাব পাওয়া যায় তন্মধ্য হইতে যে কয়খানা কিতাব জাতির আলেমগণের মধ্য হইতে হাদীস বিশারদ, হাদীস বেত্তা ও প্রসিদ্ধ আলেমগণ রচনা করিয়াছেন সেইগুলি হইতে কয়েকখানা কিতাবের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপরে তুলিয়া ধরা হইল। এতদ্ব্যতীত আমি এই বিষয়ে বিস্তৃত একটি ফিরিস্তি রচনার কাজ আরম্ভ করিয়াছি। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাকে উহা সম্পূর্ণ করার ও প্রকাশ করার তাওফীক্ব দান করেন এবং উহাকে বিশেষভাবে তাঁহার সন্তুষ্টির ওয়াসীলা হিসাবে কবুল করেন।

আল্লাহ তাআলার রহমত, শান্তি ও বরকত আমাদের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম-এর উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ, সন্তান সন্ততি ও তাঁহার সাহাবীগণ সকলের উপর বর্ষিত হউক। আমীন! লিখক ঃ

আসসাইয়িদ মুহাম্মদ ইবনু আলাভী আলমালিকী আলহাসানী

খাদিমুল ইলমিশশরীফ, মক্কা শরীফ।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

পরিশিষ্ট [অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত]

ফাযায়েলে দুরূদ শরীফ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ اَلَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ـ (سُوْرَةُ الْاَحْزَابِ آيت ٥٦-٥٧)

অর্থ ঃ "নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা ও তাঁহার ফিরিশতাগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করেন। হে মুমিনগণ! তোমারাও তাঁহার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ কর এবং যথাযথভাবে সালাম পেশ কর। নিঃসন্দেহে যাহারা আল্লাহ তাআলা ও তাঁহার রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাআলা তাহাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিসম্পাত করেন এবং তাহাদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন।

(সূরাহ আলআহ্যাব, আয়াত ৫৬)

ব্যাখ্যা ঃ প্রথমোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁহার প্রিয় মুমিন বান্দাহদেরকে এমন একটি ইবাদাত করার নির্দেশ দিয়াছেন যেই কাজটি তিনি নিজেও করেন এবং তাঁহার ফিরিশতাগণও করেন। আর সেই ইবাদাতটি হইল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা। বান্দাহর উপর আরও একটি কাজ অতিরিক্ত ওয়াজিব করিয়া দিয়াছেন, আর তাহা হইল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যথাযথ নিয়মে সালাম পেশ করা। অর্থাৎ এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁহার মুমিন বান্দাহদের উপর তাঁহার প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতি ওয়া সাল্লাম এর উপর দুরূদ ও সালাম পেশ করা ওয়াজিব করিয়া দিয়াছেন। পরবর্তী আয়াতে বলিয়াছেন, যাহারা আল্লাহ তাআলা ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেয় নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাহাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিসম্পাত করেন এবং তাহাদের জন্য (পরকালে) লাঞ্ছনাকর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা ও তাঁহার রাসূলকে কথা বা কাজের মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া কবীরা গুনাহ যাহা তওবা ব্যতীত ক্ষমাযোগ্য নয়। কথার মাধ্যমে কষ্ট দেওয়ার অর্থ হইল তাঁহাদের সম্পর্কে এইরূপ কথা বলা যাহা তাঁহাদের জন্য শোভনীয় নয়। আর কাজের মাধ্যমে কষ্ট দেওয়ার অর্থ হইল আল্লাহ তাআলা বা তাঁহার রাসূল যেই কাজ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন তাহা না করা এবং যাহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন তাহা করা। এইখানে এই আয়াতটি প্রথমোক্ত আয়াতের পরই উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে, যেই প্রিয় কাজটি আল্লাহ তাআলা স্বয়ং নিজেও করেন এবং তাঁহার নিকটতম সৃষ্টি নিষ্পাপ ফিরিশতাগণও করেন, সেই কাজটিই আল্লাহ তাআলা নিজ প্রিয় মুমিন বান্দাহদেরকে করিতে নিদেশ দিয়াছেন। আর তাহা হইল তাঁহার প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা। আর মুমিন বান্দাহদের আরেকটি কাজ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন, তাহা হইল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যথাযথ নিয়মে সালাম করা। অতপর মুমিন বান্দাহ আল্লাহ তাআলার হুকুম অমান্য করিয়া তাঁহার রাসূলের উপর দুরূদ শরীফ পাঠ এবং সালাম না করিয়া আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে কষ্ট দিয়াছে এবং দিতেছে। অতএব তাহাদের উপর দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ তাআলার অভিসম্পাত পতিত হওয়া অবশ্যাম্ভাবী আর পরকালের লাঞ্ছনাকর শাস্তি তো আছেই।

অতএব সাবধান! মুমিন ভাই ও বোনগণ! রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী দুরূদ ও সালাম পেশ করিতে ভুল করিবেন না।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا-رَوَاهُ مُسْلِمٌ

অর্থ ঃ যেই ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করিবে, তাহার উপর আল্লাহ তাআলা দশবার রহমত নাযিল করিবেন। (মুসলিম শরীফ)

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلٰوةً وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرَ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيْئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ -

অর্থ ঃ হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হইতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যেই ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে তাহার উপর আল্লাহ তাআলা দশবার রহমত নাযিল করেন, তাহার আমলনামা হইতে দশটি গুনাহ কাটিয়া দেন আর তাহার জন্য দশটি স্তর বোলন্দ করিয়া দেন। (নাসায়ী শরীফ।)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ مُّسْلِمٍ يُسَلِّمُ عَلَىَّ اِلَّارَدَّ اللّٰهُ عَلَىَّ رُوْحِىْ اَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ وَالْبَيْهَقِىُّ -

অর্থ ঃ হযরত আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, কোন মুসলিম ব্যক্তি যখনই আমাকে সালাম করে, তখনই আল্লাহ তাআলা আমার নিকট আমার রূহকে ফেরৎ পাঠাইয়া দেন, তখন আমি তাহার সালামের জবাব প্রদান করি। (আবূদাউদ শরীফ ও বাইহাক্বী শরীফ)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ وَرَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ اَنْ يُّغْفَرَ لَهُ وَرَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ اَدْرَكَ عِنْدَهُ اَبَوَاهُ الْكِبَرَ اَوْاَحَدُ هُمَا فَلَمْ يَدْخُلَاهُ الْجَنَّةَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

অর্থ ঃ হযরত আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, সেই ব্যক্তির নাক মলিন হউক যাহার নিকট আমার নাম আলোচিত হইয়াছে অথচ সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে নাই, সেই ব্যক্তির নাক মলিন হউক যাহার নিকট রমযান মাস আগমন করিয়াছে অথচ তাহার গোনাহ মাফ

হওয়ার আগে রমযান মাস বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। (অর্থাৎ সেই হতভাগা রমযানের ত্রিশ দিবা ও রাত্র আর শবে কদরের মত সৌভাগ্য রাত্রি যাহার মর্যাদা হাযার মাস অপেক্ষা উত্তম রাত্র পাওয়া সত্ত্বেও সে তাহার গুনাহ ক্ষমা করাইয়া নিতে পারে নাই।) তাহার নাক মলিন হউক, যে তাহার মাতা-পিতা উভয়কে অথবা তাহাদের একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পাইয়াছে অথচ তাহারা তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইতে পারে নাই। (অর্থাৎ যেই হতভাগা তাহার মাতা-পিতা উভয়কে অথবা তাহাদের একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পাওয়া সত্ত্বেও তাহাদের বা তাহার খেদমত করিয়া জান্নাতে প্রবেশের পথ পরিষ্কার করিতে পারে নাই তাহার নাক মলিন হউক। তিরমিযী শরীফ।

عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبِشْرِ فَقَالَ اِنَّهُ جَاءَنِىْ جِبْرَئِيْلُ فَقَالَ اِنَّ رَبَّكَ يَقُوْلُ اَمَا يَرْضِيْكَ يَامُحَمَّدُ اَنْ لَّا يُصَلِّىَ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِّنْ اُمَّتِكَ اِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِّنْ اُمَّتِكَ اِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا - رَوَاهُ النَّسَائِىُّ وَالدَّارِمِىُّ -

অর্থ ঃ হযরত আবূ ত্বালহা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসিমুখে আসিয়া বলিলেন, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমার নিকট আসিয়া বলিল, আপনার পালনকর্তা (আল্লাহ) বলিতেছেন, হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন যে, আপনার উম্মতের যে কেহ আপনার প্রতি একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করিবে আমি তাহার প্রতি দশটি রহমত নাযিল করিব। আপনার উম্মতের যে কেহ আপনার প্রতি একবার সালাম পেশ করিবে আমি তাহার প্রতি দশবার শান্তি বর্ষণ করিব। (নাসায়ী ও দারেমী শরীফ)

عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ اِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلّٰى فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

لِىْ وَارْحَمْنِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِلْتَ اَيُّهَا الْمُصَلِّىْ اِذَاصَلَّيْتَ فَقَعَدْتَّ فَاحْمَدِ اللّٰهَ بِمَا هُوَاَهْلُهُ وَصَلِّ عَلَىَّ ثُمَّ اُدْعُهُ قَالَ ثُمَّ صَلَّى رَجُلٌ اٰخَرُبَعْدَ ذٰلِكَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَصَلَّى عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّهَا الْمُصَلِّىْ اُدْعُ تُجِبْ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَرَوٰى اَبُوْدَاؤُدَ وَالنَّسَائِىُّ نَحْوَهُ ـ

হযরত ফুদ্বালাহ ইবনু ওবাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মসজিদে নবুবীতে) বসা থাকাবস্থায় এক ব্যক্তি আসিয়া নামায আদায় করিয়া বলিল, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার প্রতি রহম করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, হে নামাযী ব্যক্তি! তুমি তাড়াহুড়া করিয়াছ। তোমার উচিৎ ছিল, নামায শেষে বসিয়া থাকিতে। অতপর যথাযথ নিয়মে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করিতে এবং আমার প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করিতে তারপর আল্লাহ তাআলার নিকট দোআ করিতে! বর্ণনা কারী বলেন, অতপর অন্য এক ব্যক্তি আসিয়া নামায আদায় করিল। তারপর আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করিল। অতপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাকে বলিলেন, হে নামাযী ব্যক্তি! এখন তুমি আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা কর, তোমার দোআ গৃহীত হইবে। (তিরমিযী। আবূ দাউদ ও নাসায়ীও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছে।)

عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ اِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَايَصْعَدُ مِنْهَا شَىْءٌ حَتّٰى تُصَلِّىْ عَلٰى نَبِيِّكَ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ ـ

অর্থ ঃ হযরত ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তুমি যেই পর্যন্ত তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করিবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার দোআ আল্লাহ তাআলার নিকট পৌছিবে না। (তিরমিযী শরীফ)

মৌলুদ শরীফ পাঠ করার নিয়ম

মৌলুদ শরীফের মাহফিল যদি বিরাট হয় এবং বক্তা যদি অনেক হন তাহা হইলে প্রথম বক্তা বক্তৃতা আরম্ভ করার পূর্বে সর্বপ্রথম আউযু বিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠের পর সূরা আত্তাওবাহ এর শেষ দুটি আয়াত তেলাওয়াত করিবেন। যথাঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ ـ فَاِنْ تَوَلَّوْافَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ لَااِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ (سُوْرَةُ التَّوْبَةِ-آيت ١٢٨-١٢٩)

উচ্চারণ ঃ লাক্বাদ জাআকুম রাসূলুম্মিন আনফুসিকুম আযীযুন আলাইহি মা 'আনিত্তুম হারীসুন 'আলাইকুম বিলমু'মিনীনা রাউফুর্‌রাহীন। ফাইন তাওয়াল্লাও ফাকুল হাস্‌বিয়াল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লাহু, 'আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রাব্বু ল্‌আরশি ল্‌'আযীম। (সূরাহ আত্তাওবাহ, আয়াত ১২৮-১২৯)

অর্থ ঃ অবশ্যই তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের নিকট একজন রাসূল আসিয়াছেন। তোমাদের দুঃখ কষ্টে তিনি বিচলিত হন। মুমিনদের জন্য তিনি স্নেহশীল ও দয়াময়। ইহার পরও যদি তাহারা ফিরিয়া যায় তবে আপনি বলিয়া দেন যে, আমার জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোন মাবূদ নাই। আমি তাঁহার উপর ভরসা করি, তিনি মহান আরশের মালিক।

(সূরাহ আত্তাওবাহ, আয়াত ১২৮-১২৯)

তারপর সূরাহ আলআহ্‌যাবের ৪০ নং আয়াতটি পাঠ করিবেন। যথাঃ

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ـ (سُوْرَةُ الْاَحْزَابِ-آيت ٤٠)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

উচ্চারণ ঃ মা কানা মুহাম্মাদুন আবা-আহাদিম মির রিজালিকুম ওয়া লাকির রাসূলাল্লাহি ওয়া খাতামা ন্নাবীয়্যীনা, ওয়া কানা ল্লাহু বিকুল্লি শাইয়িন 'আলীমা– (সূরাহ আল আহ্যাব, আয়াত ৪০)

অর্থ ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নহেন। অথচ তিনি আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী। বস্তুতঃ আল্লাহ তাআলা সর্ববিষয়ে জ্ঞাত। (সূরাহ আল আহ্যাব, আয়াত ৪০)

অতপর সূরাহ আল আহযাবের ৫৬ নং আয়াতটি পাঠ করিবেন। যথাঃ

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ سُوْرَةُ الْاَحْزَابِ-آيت ٥٦ ـ

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল্লাহা ওয়া মালা-য়িকাতাহু ইয়ুসাল্লূনা আলান্নাবিয়্যি, ইয়া-আইয়্যাহাল্লাযীনা আমানূ সাল্লূ 'আলাইহি ওয়া সাল্লিমূ তাস্লীমা। (সূরাহ আলআহ্যাব, আয়াত ৫৬)

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ও তাঁহার ফিরিশতাগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করেন, হে মুমিনগণ! তোমরাও তাঁহার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ কর এবং উত্তম তরীকায় সালাম পেশা কর। (সূরাহ আলআহযাব, আয়াত ৫৬)

এই আযাত শরীফ পাঠ করার পর মৌলুদ পাঠক আয়াতের অর্থ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া সম্ভব হইলে দুরূদ শরীফের ফযীলত সম্পর্কেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া উপস্থিত শ্রোতাদেরসহ সমস্বরে উচ্চৈস্বরে নিম্নোক্ত দুরূদ শরীফটি ১১ বার পাঠ করিবেন। যথাঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدْ ـ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মাওলানা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাদের নেতা ও মনীব হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর রহমত নাযিল করুন। আর

আমাদের নেতা ও মনীব হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বংশধরগণের উপরও রহমত নাযিল করুন।

অতপর প্রথম বক্তা হিসাবে আপনি আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির সূচনা নূরে মুহাম্মাদীর সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইহ জগতে পদার্পণ পর্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করিয়া আপনার নির্ধারিত সময়ের ভিতর আপনার বক্তব্য শেষ করিবেন।

অতপর অন্যান্য বক্তাগণ তাঁহাদের নির্ধারিত সময়ের ভিতর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়া আলোচনা করিবেন। প্রত্যেকের উদ্দেশ্য হইবে সুন্নাতে নবূবীকে শ্রোতাদের নিকট আদর্শ হিসাবে উপস্থাপন করা এবং পবিত্র কুরআন যে, মুসলমানদের পরিপূর্ণ জীবন বিধান তাহা প্রমাণ করা। আর এই কুরআনের অনুসরণ করিলেই দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি লাভ হইবে তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে। উপসংহারে নামায, রোযা, পর্দা ও মুসলমানদের অবনতির কারণসমূহ নির্ধারণ করিতে হইবে। এইরূপ বড় মাহফিলের ক্ষেত্রে বক্তাদের বক্তব্য বিষয় ও সময় নির্ধারণ করিয়া দেওয়া একান্ত কর্তব্য। সর্বশেষ বক্তা দুরূদ শরীফ, সালাম ও ক্বিয়ামের পর মুনাজাতের মাধ্যমে মাহফিলের কাজ সমাপ্ত করিবেন।

ছোট মাহফিলে মৌলুদ শরীফ পাঠের নিয়ম

বাড়ী-ঘরে, মসজিদে বা মক্তবে মৌলুদ শরীফ পাঠের নিয়ম এই যে, মৌলুদ শরীফ পাঠক হুযূর সর্বপ্রথম মাহফিলের ভূমিকা স্বরূপ নিম্নোক্ত হামদ ও শাহাদাত বাক্য অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষ্যবাণী স্বরূপ নিম্নোক্ত দোআটি পাঠ করিবেন। প্রকাশ থাকে যে, এই তাহমীদ ও শাহাদাত বাক্য সম্বলিত দোআটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম হইতে বর্ণিত। তাহা এই যে,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِىَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহি নাহ্‌মাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউ'যু বিল্লাহি মিন শুরূরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যিআতি আ'মালিনা মাঁই ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদ্বিল্লা লাহু ওয়া মাঁই ইউদ্বলিল্‌হু ফালা হাদিয়া লাহু ওয়া নাশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া নাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ।

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। আমরা সকলে তাঁহারই প্রশংসা করি, তাঁহারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁহারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, আমাদের নফসের দুষ্টামী হইতে ও আমাদের মন্দ কৃতকর্ম হইতে আল্লাহ তাআলারই আশ্রয় কামনা করি। আল্লাহ তাআলা যাহাকে হেদায়াত নছীব করেন তাহাকে কেহ পথভ্রষ্ট করিতে পারে না। আর যাহাকে তিনি পথভ্রষ্টতা নছীব করেন, তাহাকে কেহ হেদায়াত করিতে পারে না। আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নাই। আমরা আরো সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার বান্দাহ ও রাসূল।

অতপর মৌলুদ শরীফ পাঠক হুযুর সূরাহ আলফাতিহা অর্থাৎ আলহামদু শরীফ ১ বার, সূরাহ আলইখলাস অর্থাৎ কুলহুওয়াল্লাহু শরীফ ৩বার, সূরাহ আলফালাক্ব অর্থাৎ কুল আউ'যু বিরাব্বিল ফালাক্ব ১ বার ও সূরাহ আন নাস অর্থাৎ কুল আউ'যু বিরাব্বিনাস ১ বার পাঠ করিবেন। সূরাহ আলফাতিহা পাঠ শেষে সকলে সমস্বরে 'আমীন' বলিবেন। সূরাহ আলইখলাস ৩বার, সূরাহ আলফালাক্ব ও সূরা আন্নাস পাঠের পর সকলে নিম্নোক্ত তাকবীর বাক্যটি পাঠ করিবেন।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লহি ল্‌হাম্‌দ।

অর্থ ঃ আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নাই। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য।

অতপর মৌলুদ শরীফ পাঠক হুযূর বিরাট মাহফিলে প্রথম বক্তা তাঁহার বক্তৃতার সূচনাতে 'লাক্বাদ জা,আকুম' হইতে তাসলীমা' পর্যন্ত সূরাহ আত্‌তাওবাহ ও সূরাহ আল আহযাব এর যেই ৪টি আয়াত পাঠের কথা বলিয়াছি সেই ৪টি আয়াত পাঠ করিয়া ১১ বার উপরোক্ত দুরূদ শরীফ পাঠ করিবেন।

তারপর মৌলুদ শরীফ পাঠক হুযুর উপস্থিত শ্রোতাদের মনের আকর্ষণ ও সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া হুযূরে পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূরের সৃষ্টির সূচনা ও বিলাদাত শরীফ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে পারেন, দুরূদ শরীফের ফযীলত, নামায-রোযা ও পর্দা সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে পারেন। আর উপস্থিত লোকদের কর্মব্যস্ততা ও সময় প্রদানে অস্বস্তিবোধ অনুভূত হইলে সংক্ষেপে তাওয়াল্লাদ শরীফ পাঠ করিয়া ক্বিয়ামের মাধ্যমে হুযূরে পোর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সালাম পেশ করিয়া ও দুরূদ শরীফ পাঠ করিয়া মুনাজাতের মাধ্যমে মৌলুদ শরীফের মাহফিল শেষ করিয়া দিবেন।

আমরা নিম্নে আরবী ৪টি তাওয়াল্লাদ শরীফ লিপিবদ্ধ করিলাম। সময় সুযোগ থাকিলে প্রথম ৩টি তাওয়াল্লাদ শরীফের যে কোন একটি বা ২টি নিয়মানুযায়ী পাঠ করিতে পারেন। ক্বিয়ামে দাঁড়াইবার আগে ৪নং তাওয়াল্লাদ শরীফটি অবশ্যই পাঠ করিবেন।

১নং আরবী তাওয়াল্লাদ শরীফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَبْتَدِءُ الْاِمْلَاءَ بِاِسْمِ الذَّاتِ الْعَلِيَّةِ ـ مُسْتَدِرًّا فَيْضَ الْبَرَكَاتِ عَلٰى مَا اَنَا لَهُ وَاَوْلَاهُ ـ وَاُثْنِىْ وَاُسَلِّمُ عَلَى النُّوْرِ الْمَوْصُوْفِ بِالتَّقَدُّمِ وَالْاَوَّلِيَّةِ ـ اَلْمُنْتَقِلِ فِى الْغُرَرِ الْكَرِيْمَةِ وَالْجِبَاهْ ـ وَاَسْتَمْنِحُ اللّٰهَ تَعَالٰى رِضْوَانًا يَّخُصُّ الْعِتْرَةَ الطَّاهِرَةَ النَّبَوِيَّهْ ـ وَيَعُمُّ الصَّحَابَةَ وَالْاَتْبَاعَ وَمَنْ وَّلَاهْ ـ وَاَسْتَنْجِدُهُ هِدَايَةً لِّسُلُوْكِ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

السُّبُلِ الْوَاضِحَةِ الْجَلِيَّةِ ـ وَحِفْظًا مِّنَ الْغَوَايَةِ فِىْ خُطَطِ الْخَطَاءِ وَخُطَاهُ ـ وَانْشُرْ مِنْ قِصَّةِ الْمَوْلِدِ الشَّرِيْفِ النَّبَوِىِّ بُرُوْدًا حِسَانًا عَبْقَرِيَّةً ـ نَاظِمًا مِّنَ النَّسَبِ الشَّرِيْفِ عِقْدًا تُحَلَّى الْمَسَامِعُ بِحُلَاهُ وَاسْتَعِيْنُ بِحَوْلِ اللّٰهِ وَقُوَّتِهِ الْقَوِيَّةِ ـ فَاِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ

عَطِّرِ اللّٰهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيْمَ بِعَرْفٍ شَذِىٍّ مِّنْ صَلٰوةٍ وَّتَسْلِيْمٍ ـ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ مَاجِدٌ مُّبَارَكٌ عَلَيْهِ ـ

বিসমিল্লাহিররাহমানির রাহীম

উচ্চারণঃ আবতাদিউল্ ইমলাআ বিইসমিয্যাতি ল্আলীয়াহ। মুস্তাদির্রান ফাইদ্বা ল্বারাকাতি আলা মা আনা লাহু ওয়া আওলাহ। ওয়া উস্নী ওয়া উসাল্লিমু 'আলাননূরিল্ মাওছূফি বিত্তাক্বাদ্দুমি ওয়াল্আউয়ালিয়াহ। আল্মুনতাক্বিলু ফীল্গুরারিল্কারীমাতি ওয়াল্জিবাহ। ওয়াস্তামনিহুল্লাহা তাআলা রিদ্বওয়ানাইঁ ইয়াখুচ্ছু ল্ইতরাতা ত্বত্বাহিরাতা ন্নাবাবিয়্যাহ। ওয়া ইয়াউ'মুচ্ছাহাবাতা ওয়াল্আত্বাআ ওয়ামাওঁওয়ালাহ। ওয়াস্তানজিদুহু হেদায়াতা ল্লিসুলুকিস্ সুবুলি ল্ওয়াদ্বিহাতি ল্জালিয়্যাহ। ওয়া হিফযা মিনা ল্গাওয়াইয়াতি ফী খুত্বাত্বিল্ খাত্বায়ি ওয়া খুত্বাহ। ওয়ান্শুরু মিন ক্বিচ্ছাতি ল্মাওলাদিশ্ শারীফিন্নাবাবীয়ি বুরুদান হিসানান আবক্বারীয়াহ। নাযিমা মিনা ন্নাসাবিশ্শারীফি ইক্বদান তুহাল্লা ল্মাসামিহু বিহুলাহু। ওয়াস্তায়ীনু বিহাওলিল্লাহি ওয়া কুওয়াতিহি ল্ক্বারিয়াহ। ফাইন্নাহু লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

এই পর্যন্ত পাঠ করার পর মৌলুদ শরীফ পাঠক হুযূর উপস্থিত শ্রোতাদেরসহ নিম্নোক্ত দুরূদ শরীফটি ৩ বার পাঠ করিবেন।

আত্বত্বিরিল্লাহুম্মা ক্বাবরাহু ল্কারীমি বিআরফিন শাযীয়িওঁ ওয়া তাস্লীম, আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম্ মাজিদ মুবারাক আলাইহি।

অর্থ ঃ মহা মহিমান্বিত আল্লাহ তাআলার নাম লইয়া হুযূরে পোর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম বৃত্তান্ত ও গুণগান লিপিবদ্ধ করিতে

আরম্ভ করিলাম। বস্তুতঃ আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত অসংখ্য অগণিত নেআমতের শুকরিয়া আদায় করণার্থে তাঁহার দয়া ও করুণা অবতীর্ণ হইবে বলিয়া আশা রাখি এবং তাহারই বরকতে হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গুণ-গান প্রকাশে সক্ষম হইব বলিয়া আশা করি। আল্লাহ তাআলার আদি সৃষ্টি নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর অসংখ্য দুরূদ ও সালাম, সেই নূর হযরত আদম আলাইহিস্সালাম হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক সম্মানিত মহাত্মনদের ললাটদেশ অতিক্রম করিয়া হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বংশধারায় আসিয়া হযরত আবদুল্লাহ এর ললাটে স্থিতি লাভ করেন এবং তাঁহার মাতাকে এই নূর ধারণের নিমিত্ত বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেন। হুযূরের সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ, তাবে, তাবেয়ীগণ, বিশেষতঃ হুযূরের বংশধরগণ ও পরিবার বর্গকে যেইরূপ সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন। আমিও অনুরূপ সন্তুষ্টি লাভের ও সৎপথে পরিচালিত হইবার এবং অসৎপথে পরিচালিত না হইবার নিমিত্ত মহান শক্তিধর আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিতেছি। কেননা, আল্লাহ ছাড়া আর কাহারো এই শক্তি ও ক্ষমতা নাই।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের নেতা ও মনীব হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মানিত কবরকে দুরূদ ও সালামের সুগন্ধি দ্বারা সুগন্ধময় করিয়া দেন। হে আল্লাহ! তাঁহার উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন, তাঁহাকে সম্মানিত করুন ও বরকত দান করুন।

২নং তাওয়াল্লাদ শরীফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَلَمَّا اَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِبْرَازَ الْحَقِيْقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ ـ وَاِظْهَارَهُ جِسْمًا وَّرُوْحًا بِصُوْرَتِهِ وَمَعْنَاهُ ـ نَقَلَهُ اِلٰى مَقَرِّهِ مِنْ صَدَفَةِ اٰمِنَةِ الزُّهْرِيَّةِ ـ وَخَصَّهَا الْقَرِيْبُ الْمُجِيْبُ بِاَنْ تَكُوْنَ اُمًّا لِّلْمُصْطَفٰى ـ وَنُوْدِىَ فِى السَّمٰوٰتِ بِحَمْلِهَا لِاَنْوَارِهِ الذَّاتِيَّةِ ـ وَصَبَا كُلُّ صَبٍّ لِّمَحْبُوْبِ صَبَاهُ ـ وَكُسِيَتِ الْاَرْضُ بَعْدَ طُوْلِ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

جَدْبِهَا مِنَ النَّبَاتِ حُلَلًا سُنْدُسِيَّةً ـ وَأَيْنَعَتِ الثَّمَرُ وَأَدْنَى الشَّجَرُ لِلْجَانِي جَنَاهُ ـ وَنَطَقَتْ بِحَمْلِهِ كُلُّ دَابَّةٍ لِقُرَيْشٍ بِفِصَاحِ الْأَلْسُنِ الْعَرَبِيَّةِ ـ وَخَرَّتِ الْأَسِرَّةُ وَالْأَصْنَامُ عَلَى الْوُجُوهِ وَالْأَفْوَاهِ ـ وَتَبَاشَرَتْ وُحُوشُ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ وَدَوَابُّهَا الْبَحْرِيَّةُ ـ وَاحْتَسَّتِ الْعَوَالِمُ مِنَ السُّرُورِ كَاسَ حُمَيَّاهُ ـ وَبُشِّرَتِ الْجِنُّ بِاَظْلَالِ زَمَنِهِ ـ وَانْتَهَكَتِ الْكَهَانَةُ وَرَهِبَتِ الرُّهْبَانِيَّةُ ـ وَلَهِجَ بِخَبَرِهِ كُلُّ حِبْرٍ خَبِيرٍ فِي حُلَا حُسْنِهِ تَاهُ ـ وَأُوتِيَتْ أُمُّهُ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهَا إِنَّكِ قَدْ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ الْعَالَمِينَ وَخَيْرِ الْبَرِيَّةِ ـ فَسَمِّيهِ إِذَا وَضَعْتِهِ مُحَمَّدًا فَإِنَّهُ سَتُحْمَدُ عُقْبَاهُ ـ

عَطِّرِ اللّٰهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيمَ ـ بِعَرْفٍ شَذِيٍّ مِنْ صَلٰوةٍ وَتَسْلِيمٍ ـ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ مَاجِدْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ ـ

উচ্চারণ ঃ ওয়া লাম্মা আরাদাল্লাহু তাআলা ইবরাযা ল্হাক্বীক্বাতি ল্মুহাম্মাদীয়াহ। ওয়া ইযহারাহু জিস্মাওঁ ওয়া রূহাম্ বিসূরাতিহী ও মা'নাহু। নাক্বালাহু ইলা মাক্বাররিহী মিন সাদাফাতি আমিনাতিয্ যাহরীয়াহ। ওয়া খাস্সাহা ল্ক্বারীবু ল্মুজীবু বিআন তাকূনা উম্মা ল্লিল্মুস্ত্বাফাহ। ওয়া নূদিয়া ফীস্সামাওয়াতি ওয়াল্আরদ্বি বিহামলিহা লি আনওয়ারিহি য্যাতীয়াহ। ওয়া সাবা কুল্লু সাববি ল্লিহুবূবি সাবাহ। ওয়া কুসিয়াতিল্আরদ্বু বা'দা তুলি জাদবিহা মিনা ন্নাবাতি হুলালান সুন্দুসিয়াহ। ওয়া আইনা'আতি স্সিমারু ওয়া আদনা শ্শাজারু লিল্জানিয়ি জানাহু। ওয়া নাত্বাক্বাত বিহামলিহী কুল্লু দাব্বাতি ল্লিক্বুরাইশিন বিফিসাহিল্ আল্সুনি ল্আরাবীয়াহ। ওয়া খাররাতি ল্আসিররাতু ওয়াল্ আসনামু 'আলাল্উজূহি ওয়াল্ আফওয়াহ। ওয়া তাবাশারাত উহূশুল্ মাশারিক্বি ওয়া ল্মাগারিবি ওয়া দাওয়াব্বুহাল্বাহ্রীয়াহ। ওয়া বুশশিরাতিল্জিন্নু বিআযলালি যামানিহী। ওয়ান্তাহাকাতি ল্কাহানাতু ওয়া রাহিবাতি রুহবানিয়াহ। ওয়া লাহাজা বিখাবরিহী কুল্লু হিবরিন খাবীরিন ফী হুলা হুস্নিহী তাহ। ওয়া উতিয়াত উম্মুহূ ফীলমানামি ফাক্বীলা লাহা ইন্নাকি ক্বাদ হামিলতি

বিসাইয়্যিদি ল্আলামীনা ওয়া খাইরিল্বারীয়াহ। ফাসাম্মীহি ইঁযা ওয়াদ্বা'তিহী মুহাম্মাদাল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ফাইন্নাহু সাতুহমাদু উ'ক্ববাহ।

এই পর্যন্ত পাঠ করার পর মৌলুদ শরীফ পাঠক ও উপস্থিত শ্রোতাগণ সকলে সমস্বরে পাঠ করিবেন,

আত্বত্বিরিল্লাহুম্মা ক্বাব্রাহুল্কারীমি বিআরফিন শাযিয়্যি ম্মিন সালাতিওঁ ওয়া তাসলীম। আল্লাহুম্ম সাল্লি ওয়া সাল্লিম ম্মাজিদ ওয়া বারিক আলাইহ।

অর্থ ঃ আল্লাহা তাআলা যখন মহা নবী হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ গুণাবলীসহ পার্থিব জগতে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন তাঁহার নূরকে যাহরিয়া বংশের বিবি আমিনার রেহেমে স্থানান্তর করিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার মাতা নির্বাচিত করিলেন। আর আসমান ও যমীনের সর্বত্র নূরে মুহাম্মদী দ্বারা বিবি আমিনার গর্ভ সঞ্চারের কথা জানাইয়া দেওয়া হইল। পানির প্রস্রবণসমূহ পানিতে ভরপুর হয়ে গেল। দীর্ঘদিনের খরা ও অজন্মার কারণে দুর্ভিক্ষের পর (মক্কার) মরু প্রান্তর সবুজ শ্যামলিমার রেশমী পোশাকে সুশোভিত হইল। (হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই ধরায় আগমনে মক্কার) ফল বাগানসমূহের বৃক্ষরাজি ফলের ভারে ফল আহরণকারীদের জন্য নুড়িয়ে পড়িল। মক্কার ক্বোরাইশ বংশের গৃহপালিত পশুপাল বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় মা আমিনার গর্ভ সঞ্চারের কথা বলাবলি করিতে লাগিল। তাঁহার আগমনে সেকালের (ইরানের) মহারাজার সিংহাসনের চূড়াগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং পূজ্য প্রতিমাগুলি উপুড় হইয়া মুখের উপর পড়িয়া রহিল। প্রাচ্য ও পাশ্চত্যের তথা সমগ্র বিশ্বের স্থলচর, সকল পশু-পাখি ও জলচর সকল প্রাণী মহা নবীর শুভাগমনের সুসংবাদ সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া দিল। সমগ্র বিশ্ববাসী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। জিন জাতিও দীর্ঘ দিনের অপেক্ষার পর এই সুসংবাদে আনন্দিত হইল। (মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শুভাগমনে) গণক জ্যোতিষদের জ্যোতিষী গণনা ও সন্যাসীদের সন্যাসব্রত অসাড় হইয়া গেল। জ্ঞানী গুণী ও সত্যান্বেষী সাধকগণ তাঁহার আগমন বার্তায় আনন্দিত হইলেন। তাঁহার মাতাকে স্বপ্নযোগে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, আপনি বিশ্বশ্রেষ্ঠ নেতাকে গর্ভধারণ করিয়াছেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হইলে আপনি তাঁহার নাম রাখিবেন, মুহাম্মাদ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।) কেননা, তিনি পরবর্তীকালে সুপ্রশংসিত হইবেন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের নেতা ও মনীব হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মানিত কবরকে দুরূদ ও সালামের কস্তুরীর সুগন্ধ দ্বারা সুগন্ধময় করিয়া দেন। হে আল্লাহ! তাঁহার উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন! তাঁহাকে সম্মানিত করুন ও বরকত দান করুন।

৩নং ক্বাছীদাহ তাওয়াল্লাদ শরীফ

[এই ক্বাছীদাহটি পাঠ করার নিয়ম ঃ মৌলুদ শরীফ পাঠক হুযূর কালেমাহ ত্বাইয়িবাহ সম্বলিত প্রথমোক্ত পংক্তি দুইটি উপস্থিত শ্রোতাগণসহ সমস্বরে পাঠ করিবেন। তারপর মৌলুদ শরীফ পাঠক হুযূর আরবী দুইটি পংক্তি একাকী পাঠ করিবেন। তারপর আবার সকলে সমস্বরে কালেমা ত্বাইয়িবাহ সম্বলিত পংক্তি দুইটি সমস্বরে পাঠ করিবেন। এই নিয়মে সমগ্র ক্বাছীদাহটি পাঠ শেষ করিবেন।]

بسم الله الرحمن الرحيم

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ — لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ
لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ — مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهُ
لَا اِلٰهَ اِلا اللّٰهُ — بَابُكَ لَدَيْنَا مَابْ
نَدْعُوْ يَا رَبَّ الْاَرْبَابِ — عَلَى النَّبِىِّ مَعَ الْاَصْحَابْ
صَلِّ وَسَلِّمْ بِغَيْرِ حِسَابْ — لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ
لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ — مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهُ
جِئْنَا بَابَكَ يَا دَيَّانْ — مُرْتَجِيًا مِّنْكَ الْاِحْسَانْ
فَالْطُفْ وَارْحَمْ يَا رَحْمٰنْ — يَاحَنَّانْ يَا مَنَّانْ

لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ — لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ
لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ — مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهُ
هَبْ لِىْ رَبِّىْ قُرَّةَ الْعَيْنِ — وَارْزُقْنِىْ خَيْرَ الدَّارَيْنِ
زَيِّنِّىْ يَا رَبَّ الزَّيْنِ — وَادْفَعْ عَنِّىْ كُلَّ الشَّيْنِ
لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ — لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ
لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ — مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهُ
رَبِّىْ اَحْسِنْ عُقْبَى الدَّارِ — وَاجْعَلْ حَشْرِىْ بِالْاَبْرَارِ
اَسْكِنَّا تَحْتَ الْاَشْجَارِ — جَنّٰتٍ فِيْهَا الْاَنْهَارِ
لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ — لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ
لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ — محمد رسول الله

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু	লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু	মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ
নাদ উ' ইয়া রাব্বাল্ আরবাব	বাবুকা লাদাইনা মাআব
সাল্লি ওয়া সাল্লিম বিগাইরি হিসাব	আ'লান্নাবীয়্যি মাআল্ আসহাব
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু	লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু	মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ
জি'না বাবাকা ইয়া দাইয়ান	মুরতাজিয়াম্মিনকাল্ইইসান
ফাল্তুফ ওয়ার্হাম ইয়া রাহ্মান	ইয়া হান্নানু ইয়া মান্নান
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু	লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু	মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ
হাবলী রাব্বী কুররাতাল্আইন	ওয়ারযুক্বনী খাইরাদ্দারাইন

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

যাইয়্যিন্নী ইয়া রাব্বায্যাইন	ওয়াদফা' আন্নী কুল্লাশ্শাইন্
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু	লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু	মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ
রাব্বী আহসিন উ'ক্ববাদ্দার	ওয়াজআল হাশরী বিল আবরার
উস্কুননা তাহ্তাল্আশজার	জান্না-তিন ফীহাল্আন্হার
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু	লাই-ইলাহা ইল্লাল্লাহ
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু	মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

৪নং আরবী তাওয়াল্লাদ শরীফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَلَمَّا تَمَّ مِنْ حَمْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرَانِ عَلٰى اَشْهَرِ الْاَقْوَالِ الْمَرْوِيَّةِ ـ تَوَفّٰى بِالْمَدِيْنَةِ الشَّرِيْفَةِ الْمُنَوَّرَةِ اَبُوْهُ عَبْدُ اللّٰهِ ـ وَكَانَ قَدِ اجْتَازَ بِاَخْوَالِهٖ بَنِىْ عَدِىٍّ مِّنَ الطَّائِفَةِ ـ التِّجَّارِيَّةِ ـ وَمَكَثَ فِيْهِمْ شَهْرًا سَقِيْمًا يُّعَانُوْنَ سُقْمَاهُ وَشَكْوَاهُ ـ عَطِّرِ اللّٰهُمَّ .....

وَلَمَّا تَمَّ مِنْ حَمْلِهٖ عَلَى الرَّاجِحِ تِسْعَةُ اَشْهُرٍ قَمَرِيَّةٍ ـ وَاَنَ لِلزَّمَانِ اَنْ يَّنْجَلِىَ عَنْهُ صَدَاهُ ـ حَضَرَتْ اُمَّهُ لَيْلَةَ مَوْلِدِهٖ اٰسِيَةُ وَمَرْيَمُ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا فِىْ نِسْوَةٍ مِّنَ الْحَظِيْرَةِ الْقُدْسِيَّةِ ـ وَاَخَذَهَا الْمَخَاضُ فَوَلَدَتْهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ كَالْبَدْرِ الْمُنِيْرِ نُوْرًا يَّتَلَالَأُ سَنَاهُ ـ

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

উচ্চারণ ঃ ওয়া লাম্মা তাম্মা মিন হামলিহী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। শাহরানি 'আলা আশহুরিল্ আক্বওয়ালি ল্মারবিয়াহ। তাওয়াফ্ফা

বিলমাদীনাতি শ্শারীফাতি ল্মুনাওয়ারাতি আবূহু আবদুল্লাহ। ওয়া কানা ক্বাদিজতাযা বিআখওয়ালিহী বানী আদীয়িমমিনা ত্বত্বাযয়িফাতিত্ তিজ্জারিয়াহ। ওয়া মাকাসা ফীহিম শাহরানি সাক্বীমাইঁ' ইউআনূনা সুক্বমাহু ওয়া শাকাওয়াহ।

এই পর্যন্ত পাঠ করার পর মৌলুদ শরীফ পাঠক হুযূর উপস্থিত শ্রোতাদের সহ "আত্বত্বিরিল্লাহুম্মা" দুরূদ শরীফটি ৩ বার পাঠ করিবেন, তারপর আবার পাঠ করিবেন,

ওয়া লাম্মা তাম্মা মিন হামলিহী আলা র্রাজিহি তেস্আতু আশহুরিন ক্বামারীয়াহ। ওয়া আনা লিয্যামানি আইঁ ইয়ানজালিয়া আনহু সাদাহু। হাদ্বারাত উম্মাহূ লাইলাতা মাওলাদিহী আসিয়াতু ওয়া মারইয়ামু রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা ফী নিসওয়াতি মিনা ল্হাযীরাতি ল্কুদ্সিয়াহ। ওয়া আখাযাহা ল্মাখাদ্বু ফাওয়ালাদাতহু সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কালবাদরিল্মুনীরি নূরাইঁ ইয়াতালালাও সিনাহু।

এই পর্যন্ত পাঠ করার পর মৌলুদ শরীফ পাঠক ও উপস্থিত শ্রোতাগণ সকলে সমস্বরে নিম্নোক্ত দুরূদ শরীফটি পাঠ করিতে করিতে দাঁড়াইয়া যাইবেন।

অর্থঃ অধিকতর বর্ণিত কথানুযায়ী রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাতা গর্ভধারণের দুই মাস অতিবাহিতের পর তাঁহার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে আদী গোত্রের ব্যবসায়ীদের সহিত বাণিজ্যে গিয়া পথিমধ্যে অসুস্থ হইয়া পড়িলে মদীনা শরীফে তিনি তাঁহার মাতুলালয়ে রোগ নিরাময়ের জন্য একমাস অবস্থান করেন। এই রোগেই তিনি তথায় ইন্তেকাল করেন।

হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর মাতার গর্ভধারণের সময় নয় চান্দ্র মাস পূর্ণ হইলে তাঁহার জগতে প্রস্ফুটিত হওয়ার সময় নিকটবর্তী হইল। তাঁহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার রাত্রে বিবি আসিয়াহ ও বিবি মারইয়াম রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা তাঁহার মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। অতঃপর তাঁহার মাতার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়া হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্নিমার উজ্বল চন্দ্রের ন্যায় আলোকিত হইয়া ধরা পৃষ্ঠে আগমন করিলেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

দুরূদ শরীফ

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

সাল্লাল্লাহু 'আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বসা হইতে দাঁড়াইবার সময় মৌলুদ শরীফ পাঠক হুযূর নিম্নোক্ত উর্দূ পংক্তি দুইটিও পাঠ করিতে পারেন।

اَٹھو وَقْتِ تَعْظِیْم اَحْمَدْ ھَے بِہٖ ـ بَیَانِ وَقْتِ ظُھُوْرِ مُحَمَّدْ ھَے بِہٖ

উঠো ওয়াক্তে তা'যীমে আহমাদ হায় ইয়েহ

বয়ানে ওয়াক্তে যহূরে মুহাম্মাদ হায় ইয়েহ

আরবী ক্বিয়াম

[আরবী ভাষায় দাঁড়ানোকে ক্বিয়াম বলে। প্রচলিত আমাদের এতদ্দেশীয় পরিভাষায় মৌলুদ শরীফ পাঠের সময় দাঁড়াইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি যে সালাম পেশ করা হয় তাহাকে ক্বিয়াম বলে। এই সালাম পেশ করার সময় যেই গজল বা ক্বাছীদাহ পাঠ করা হয় তাহাকেও ক্বিয়াম বলা হয়। এই আরবী ক্বিয়াম পাঠের নিয়মঃ সালামও সালামের প্রথম দুই পংক্তি মৌলুদ শরীফ পাঠক হুযূর ও উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী আশেকীনে রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলে সমস্বরে পাঠ করিবেন। ইহার পর দুই পংক্তি মৌলুদ শরীফ পাঠক হুযূর একাকী পাঠ করিবেন। তারপর সালাম ও সালাতের দুই পংক্তি মৌলুদ শরীফ পাঠক হুযূর ও আশেকীনে রাসূল সকলে সমস্বরে পাঠ করিবেন।]

يَانَبِىْ سَلَامٌ عَلَيْكَ يَارَسُوْلُ سَلَامٌ عَلَيْكَ
يَا حَبِيْبُ سَلَامٌ عَلَيْكَ صَلٰوةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ
طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوِدَاعِ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَادَاعَ لِلّٰهِ دَاعِ

يَا نَبِىْ سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلُ سَلَامٌ عَلَيْكَ
يَا حَبِيْبُ سَلَامٌ عَلَيْكَ صَلٰوةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ
اَشْرَقَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا وَاخْتَفَتْ مِنْهُ الْبُدُوْرُ
مِثْلَ حُسْنِكَ مَارَأَيْنَا قَطُّ يَا وَجْهَ السُّرُوْرِ
يَانَبِىْ سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلُ سَلَامٌ عَلَيْكَ
يَا حَبِيْبُ سَلَامٌ عَلَيْكَ صَلٰوةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ
اَنْتَ شَمْسٌ اَنْتَ بَدْرٌ اَنْتَ نُوْرٌ فَوْقَ نُوْرٍ
اَنْتَ اِكْسِيْرٌ وَّغَالِىْ اَنْتَ مِصْبَاحُ الصُّدُوْرِ
يَا نَبِىْ سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلُ سَلَامٌ عَلَيْكَ
يَا حَبِيْبُ سَلَامٌ عَلَيْكَ صَلٰوةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ
يَا حَبِيْبِىْ يَا مُحَمَّدُ يَا عَرُوْسَ الْخَافِقَيْنِ
يَا مُؤَيَّدُ يَا مُمَجَّدُ يَا اِمَامَ الْقِبْلَتَيْنِ
يَا نَبِىْ سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلُ سَلَامٌ عَلَيْكَ
يَا حَبِيْبُ سَلَامٌ عَلَيْكَ صَلٰوةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ
مَنْ يَّرٰى وَجْهَكَ يَسْعَدُ يَاكَرِيْمَ الْوَالِدَيْنِ
حَوْضُكَ الصَّافِى الْمُبَرَّدُ وِرْدُنَا يَوْمَ النُّشُوْرِ
يَا نَبِىْ سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلُ سَلَامٌ عَلَيْكَ
يَا حَبِيْبُ سَلَامٌ عَلَيْكَ صَلٰوةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

مَا رَأَيْنَا الْعِيْسَ حَنَّتْ بِالسُّرٰى اِلَّا اِلَيْكَ
وَالْغَمَامَ لَكَ اَظَلَّتْ وَالْمَلَاءَ صَلّٰى عَلَيْكَ
يَا نَبِىْ سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلُ سَلَامٌ عَلَيْكَ
يَا حَبِيْبَ سَلَامٌ عَلَيْكَ صَلٰوةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ
وَاَتَاكَ الْعَوْدُ يَبْكِىْ وَتَظَلَّلْ بَيْنَ يَدَيْكَ
وَاسْتَجَارَتْ يَا حَبِيْبِىْ عِنْدَكَ الظَّبِىُ النَّفُوْرُ
يَا نَبِىْ سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلُ سَلَامٌ عَلَيْكَ
يَا حَبِيْبَ سَلَامٌ عَلَيْكَ صَلٰوةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ
عِنْدَ مَا شَدُّوا الْمَحَامِلُ وَتَنَادَوْا لِلرَّحِيْلِ
جِئْتُهُمْ وَالدَّمْعُ سَائِلُ قُلْتُ قِفْ لِىْ يَا دَلِيْلُ
يَا نَبِىْ سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلُ سَلَامٌ عَلَيْكَ
يَا حَبِيْبَ سَلَامٌ عَلَيْكَ صَلٰوةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ
سَاَحَمِّلُكُمْ رَسَائِلُ حَشْوُهَا الشَّوْقُ الْجَزِيْلُ
نَحْوَ هَاتِيْكَ الْمَنَازِلُ بِالْعَشَايَا وَالْبُكُوْرُ
يَا نَبِىْ سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلُ سَلَامٌ عَلَيْكَ
يَا حَبِيْبَ سَلَامٌ عَلَيْكَ صَلٰوةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ
وَصَلٰوةُ اللّٰهِ عَلٰى اَحْمَدِ عِدَّةَ اَحْرُفِ السُّطُوْرِ
اَحْمَدُ الْهَادِىْ مُحَمَّدُ صَاحِبُ الْوَجْهِ الْمُنِيْرُ

يَا نَبِىْ سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلُ سَلَامٌ عَلَيْكَ
يَا حَبِيْبَ سَلَامٌ عَلَيْكَ صَلٰوةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ

উচ্চারণ ঃ

ইয়া নবী সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা।
ইয়া হাবীবু সালামু আলাইকা সালাতুল্লাহি আলাইকা
ত্বালাআল্ বাদরু 'আলাইনা মিন সানিয়াতি ল্বিদায়ি'
ওয়াজাবা শুকরু 'আলাইনা মা দা'আ লিল্লাহি দায়ি'
ইয়া নবী সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা
ইয়া হাবীব সালামু 'আলাইকা সালাতুল্লাহি 'আলাইকা
আশরাক্বাল্বাদরু 'আলাইনা ওয়াখ্তাফাত মিনহু ল্বুদূরি
মিসলা হুসনিকা মা. রাআইনা কাত্বত্বু ইয়া ওয়াজহা স্সুরূরি
ইয়া নবী সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা
ইয়া হাবীবু সালামু আলাইকা সালাতুল্লাহি 'আলাইকা
আন্তা শামসুন আন্তা বাদরুন আনতা নূরুন ফাওক্বা নূরি
আন্তা ইকসীরুওঁ ওয়াগালী আন্তা মিছবাহুস্সুদূরি
ইয়া নবী সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা
ইয়া হাবীবু সালামু আলাইকা সালাতুল্লাহি আলাইকা
ইয়া হাবীবী ইয়া মুহাম্মাদ ইয়া 'আরূসাল্খাফিক্বাইনি
ইয়া মুয়াইয়াদ ইয়া মুমাজ্জাদ ইয়া ইমামাল্ক্বিবলাতাইনি
ইয়া নবী সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা
ইয়া হাবীবু সালামু আলাইকা সালাতুল্লাহি 'আলাইকা
মাইঁ ইয়ারা ওয়াজহাকা ইয়াস্আদ ইয়া কারীমা ল্ওয়ালিদাইনি
হাওদুকা স্সাফী ল্মুবাররাদ বিরদুনা ইয়াওমা ন্নুশূরি
ইয়া নবী সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা
ইয়া হাবীবু সালামু আলাইকা সালাতুল্লাহি আলাইকা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

মা রাআইনা ল্ঈসা হান্নাত বিস্সুরা ইল্লা ইলাইকা
ওয়াল্ গামামা লাকা আযাল্লাত ওয়াল্মালাআ সাল্লা আলাইকা
ইয়া নবী সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা
ইয়া হাবীবু সালামু আলাইকা সালাতুল্লাহি 'আলাইকা
ওয়া আতাকাল্উ'দু ইয়াবকী ওয়া তাযাল্লাল্ বাইনা ইয়াদাইকা
ওয়াস্তাজারাত ইয়া হাবীবী ইন্দাকা য্যাবইয়ু ন্নুফূরি
ইয়া নবী সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা
ইয়া হাবীবু সালামু আলাইকা সালাতুল্লাহি 'আলাইকা
ইন্দা মা শাদ্দু ল্মাহামিলু ওয়া তানাদাও লির্রাহীলি
জি'তুহুম ওয়াদ্দামউ'সা-য়িলু কুলতু ক্বিফ লী ইয়া দালীলু
ইয়া নবী সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল সালামু আলাকা
ইয়া হাবীবু সালামু আলাইকা সালাতুল্লাহি আলাইকা
সাউহাম্মিলুকুম রাসা-য়িলু হাশবুহা শ্শাওকুল্জাযীলু
নাহওয়া হাতীকা ল্মানাযিলু বিল্ আশায়া ওয়াল্বুকূরু
ইয়া নবী সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা
ইয়া হাবীবু সালামু আলাইকা সালাতুল্লাহি 'আলাইকা
ওয়া সালাতুল্লাহি আলা আহ্মাদি ইদ্দাত আহরুফি স্সাতূরি
আহমাদুল্হাদী মুহাম্মাদ সাহিবুল্ ওয়াজহিল্ মুনীরি
ইয়া নবী সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা
ইয়া হাবীবু সালামু 'আলাইকা সালাতুল্লাহি আলাইকা

ইহার পর মৌলুদ শরীফ পাঠক হুযূর ও উপস্থিত শ্রোতাগণ–

بِهِيْجْ اَىْ رَبْ مِيْرِىْ دُرُوْدْ وَسَلَامْ بَرْگُزِيْدَهْ نَبِىْ پَرْاَپِنَا مُدَامْ

"ভেজ আয় রব মেরে দুরূদ ওয়া সালাম বরগুযীদাহ নবী পর আপনামুদাম" পাঠ করিতে করিতে বসিয়া যাইবেন। বসার পর সকলে সমস্বরে নিম্নোক্ত দুরূদ সম্বলিত পংক্তিগুলি কয়েকবার পাঠ করিয়া তারপর আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করিবেন।

بَلَغَ الْعُلٰى بِكَمَالِهٖ كَشَفَ الدُّجٰى بِجَمَالِهٖ
বালাগা ল্ওলা বিকামালিহী কাশাফাদ্দুজা বিজামালিহী
حَسُنَتْ جَمِيْعُ خِصَالِهٖ صَلُّوْا عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ
হাসুনাত জামীউ খিছালিহী সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহী
شَمْسُ الضُّحٰى مُحَمَّدْ بَدْرُ الدُّجٰى مُحَمَّدْ
শামসুদ্দুহা মুহাম্মাদ বাদরুদ্দুজা মুহাম্মদ
نُوْرُ الْهُدٰى مُحَمَّدْ صَلُّوْا عَلٰى مُحَمَّدْ
নূরুল্হুদা মুহাম্মাদ সাল্লু আলা মুহাম্মাদ।

বাংলা ক্বিয়াম

ইয়া নবী সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা
ইয়া হাবীবু সালামু আলাইকা সালাতুল্লাহি 'আলাইকা
তুমি যে নূরের রবি নিখিলের ধ্যানের ছবি
তুমি না এলে দুনিয়ায় আঁধারে ডুবিত সবি।
ইয়া নবী সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা
ইয়া হাবীবু সালামু আলাইকা সালাতুল্লাহি আলাইকা
চাঁদ সুরুজ আকাশে আসে সে আলোয় হৃদয় না হাসে
এলে তাই হে নব রবি মানবের ধ্যানের আকাশে
ইয়া নবী সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা
ইয়া হাবীবু সালামু আলাইকা সালাতুল্লাহি আলাইকা
তোমারই নূরের আলোকে জাগরণ এলো ভূলোকে
গাহিয়া উঠিল বুলবুল ফুটিল কুসুম পুলকে
ইয়া নবী সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা
ইয়া হাবীবু সালামু আলাইকা সালাতুল্লাহি আলাইকা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

নেহারি ওই রূপ মনোহর সকলি হইল সুন্দর
লভি অপরূপ দরশন ধন্য মানিল বিশ্ব চরাচর
ইয়া নবী সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা
ইয়া হাবীবু সালামু আলাইকা সালাতুল্লাহি আলাইকা
উঠিল আল্লাহর বাণী পোহাল দুঃখ রজনী
করিল জগৎ নূরানী আমিনার নয়ন মণি।
ইয়া নবী সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা
ইয়া হাবীবু সালামু আলাইকা সালাতুল্লাহি আলাইকা
উদিল দোআয় খলীল হইল তৌরাত বাতিল
মনসূখ ঈসার ইঞ্জীল হইল কুরআন নাযিল
ইয়া নবী সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা
ইয়া হাবীবু সালামু আলাইকা সালাতুল্লাহি আলাইকা
হে নবী তেমারই আগমন মানবের মুক্তির কারণ
ইয়া নবী সালামু আলাইকা লও তাদের সালাম সম্ভাষণ
ইয়া নবী সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা
ইয়া হাবীবু সালামু আলাইকা সালাতুল্লাহি আলাইকা
নবী না হয়ে দুনিয়ার না হয়ে ফিরিশতা খোদার
হয়েছি উম্মত তোমার তার তরে দুরূদ হাজার বার
ইয়া নবী সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা
ইয়া হাবীবু সালামু আলাইকা সালাতুল্লাহি আলাইকা

[বিঃ এই খানে বাংলা কিয়ামে ৯টি সালাম উৎকীর্ণ করা হইয়াছে। মৌলুদ শরীফ পাঠক হুযূর সময়ের স্বল্পতার কারণে কিছু কমাইয়াও পাঠ করিতে পারেন। তাহা পাঠকের ইচ্ছাধিন। আরবী ক্বিয়ামেও সময়ের স্বল্পতার কারণে কিছু কমাইয়াও পাঠ করিতে পারিবেন।]

বাংলা দরূদ

১. প্রেমাগুণে জ্বলে মরি, ওহে খোদা রাব্বানা–
আমি যাহার প্রেমে পাগল, সে তো সোনার মদিনা ॥ ঐ
২. ওগো খোদা দয়া কর, নছিব কর মদিনা–
নবীজীকে না দেখাইয়া, কবরেতে নিওনা ॥ ঐ
৩. কোথায় রইলেন দয়াল নবীজী, আমাদেরকে ছাড়িয়া–
আপনার এতিম উম্মত কান্দে, নবী নবী বলিয়া ॥ ঐ
৪. কোথায় রইলেন দয়াল নবীজী, আমাদেরকে ছাড়িয়া–
আপনি বিনে কি লাভ হবে, এই ধরাতে বাঁচিয়া ॥ ঐ
৫. মদিনা মদিনা বলে, কান্দি আমি জারেজার–
দেখা দেন গো দয়াল নবী, ডাকি আপনার বারংবার ॥ ঐ
৬. মদিনা মদিনা বলে, কান্দে মন পাপিয়া–
মদিনা নামের তছবিহ, ফিরি গলে লইয়া ॥ ঐ
৭. আমরা সবাই অধম পাপী, আপনাকেতো চিনলাম না–
সেই কারণে রোজ হাশরে, আমাদেরকে ভুইলেন না ॥ ঐ
৮. কঠিন হাশরের দিনে, কেউ তো কারো হবে না–
উম্মতি উম্মতি বলে কাঁদবেন নবী দিওয়ানা ॥ ঐ
৯. নবীর জন্য যার প্রাণ এই দুনিয়ায় কান্দে না–
রোজ হাশরে সেই পাপীরা, নবীর দেখা পাইবে না ॥ ঐ
১০. আল্লাহ আল্লাহ জিকির কর, দরূদ পড় সবজনা–
রোজ হাশরে তরাইবেন, দয়াল নবী মোস্তফা ॥ ঐ
১১. মদিনাতে শুয়ে আপনি, (ইয়া রাসূলাল্লাহ) মোদের সালাম শুনতে পান–
কেমনে যাব মদিনাতে, সে পথ আমায় বলে দেন ॥ ঐ
১২. এশকের দরিয়ায় ডুব দেও রে মন, দেখবে নবীজীর দীদার–
খুলে যাবে চোখের পর্দা, দূর হবে মনের আঁধার ॥ ঐ
১৩. দিবানিশি মনরে আমার, আর দিওনা যন্ত্রণা–
ধনে যদি হইতাম ধনী, যাইতাম সোনার মদিনা ॥ ঐ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

১৪. যার লাগিয়া কান্দরে মন, সে তো সোনার মদিনা–
দিলে আয়নায় দিবেন দেখা, নূর নবী মোস্তফা ॥ ঐ

১৫. দেহকে কাবা বানাইয়া, দিলকে বানাও মদিনা–
দিলের আয়নায় চেয়ে দেখ, নূর নবী মোস্তফা ॥ ঐ

সূত্র ঃ মিলাদ ও কিয়ামের বিধান

নবীজীর দরবারে ফরিয়াদ

১. আমার মউতের নিদানকালে আসিবেন নবীগো আমার শিয়রে।
দেখিব আপনাকে আপন নয়নে– ইয়ারাসূলাল্লাহ।

২. পাই যদি নবীগো আপনার দিদার মউতের যাতনা থাকবে না আমার।
দিবেনগো দেখা দয়া করিয়া– ইয়ারাসূলাল্লাহ।

৩. শুনেছি হাদীসে দেখিলে আপনকে জীবনের গুনাহ ঝড়িয়া পড়ে।
দিবেনগো দেখা দয়া করিয়া– ইয়ারাসূলাল্লাহ।

৪. অন্ধকার কবরে যখন দিবে আমারে, আসিবেন নবীগো আমার কবরে।
দেখিব আপনাকে দুই নয়ন ভরিয়া– ইয়ারাসূলাল্লাহ।

৫. মনকির-নকীর আসিয়া, সওয়াল করবেন বসাইয়া–
দিবেনগো নবীজী পর্দা উঠাইয়া, সালাম করিব কদম ধরীয়া– ইয়ারাসূলাল্লাহ।

৬. পিতা-মাতা যাহাদের অন্ধকার কবরে, রাখিবেন নবীগো দয়ার নজরে–
তাড়াইয়া নিবেনগো হাশরের মাজার– ইয়ারাসূলাল্লাহ।

৭. সাফায়াতের অধিকার হাতেতে আপনার তরাইবেন নবীগো উম্মত গুনাহগার–
তাড়াইয়া নিবেনগো হাশরের মাজার– ইয়ারাসূলাল্লাহ।

৮. এ বিশ্বে ভুবনে যাহা কিছু গোপনে দেখিতে আছেনগো আপনার নয়নে–
গায়েবের খবর আপনি দেনেওয়ালা– ইয়ারাসূলাল্লাহ।

৯. আপনার নূরের ঝলক লাগিয়া– গেলে যে মাবুদের পরিচয় হইয়া–
আপনার ইশকে প্রভু দেওয়ানা– ইয়ারাসূলাল্লাহ।

সমাপ্ত

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)